চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে-স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 28, Issue No.: 139 Thursday, 20 April, 2023 ✱ ২৮ বর্ষ, ১৩৯ সংখ্যা ✱ ৬ বৈশাখ, ১৪৩০, বৃহস্পতিবার, ২০ এপ্রিল, ২০২৩ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

জেলে পার্থর হাতে আংটি কেন?

প্রশ্ন বিচারকের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ হঠাৎ করে প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতের আংটি নিয়ে প্রশ্ন উঠল আদালতে। বুধবার আদালতে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের মামলার শুনানির সময় ইডির আইনজীবী তাঁর হাত আদালতের সামনে দেখাতে বলেন। সেখানে দেখা যায়, হাতে দু'টি আংটি রয়েছে পার্থর। সেই নিয়েই ওঠে প্রশ্ন। সংশোধনাগারে থাকাকালীন কী ভাবে একজন বন্দির হাতে 'অরনামেন্টস' থেকে গেল, তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ইডির আইনজীবী। পার্থ অবশ্য জানান, তিনি স্বাস্থ্যের কারণে হাতে আংটি পরেছেন। দামি কিছু নয়, খুলে দেবেন। আদালতের সওয়াল জবাবে আসলে প্রভাবশালী তত্ত্ব খাড়া করতে চাইল ইডি। ইডির আইনজীবী প্রথমেই আদালতে বলেন, ''ক্যামেরার সামনে পার্থবাবুর হাত দুটো দেখাতে বলবেন?'' বিচারক তারপর বলেন, ''পার্থ বাবু হাত দুটো দেখাবেন? তালু দেখাবেন? রিভার্স সাইড প্লিজ''...তার পর আদালতে ইডির আইনজীবীদের তরফ থেকে বলা হয়, ''দেখতে পেলেন হাতে আংটি। হেফাজতে থাকাকালীন কোনও অরনামেন্ট পরতে পারেন না বন্দি।

উনি এতটাই পাওয়ার ফুল (প্রভাবশালী) যে উনি অরনামেন্ট পরে আছেন... এতটাই পাওয়ারফুল!'' এর পরেই ইডিকে প্রশ্ন করেন, তাঁদের হেফাজতে থাকাকালীন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের হাতে আংটি ছিল কি না। ইডি জানায়, না! তার পরেই আদলতের তরফ থেকে প্রশ্ন ওঠে, ''কী ভাবে সংশোধনাগারে অরনামেন্ট পরে থাকার অনুমতি দিল সংশোধনাগার কর্তৃপক্ষ। কারা আইন ও জেল কোডে বলা আছে সংশোধনাগারে প্রবেশের সময় অরনামেন্ট খুলে দেওয়া হয়। উনি কতটা প্রভাবশালী তাতেই বোঝা যাচ্ছে জেল হেফাজতে থাকাকালীন টাকা, গয়না সমস্ত কিছু জেল সুপারের হেফাজতে রাখা হয়ে থাকে। তাহলে উনি কি ভাবে আংটি পরে আছেন?'' পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে ফের প্রশ্ন করে আদালত। তিনি কী জানতেন না, সংশোধনাগারে প্রবেশের সময় এগুলো খুলে রাখতে হয়। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, তিনি জানতেন না। তাঁকে কেউ জানাননি। যদিও তারপর আদালত জানায়, এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই, বিচলিত হওয়ারও কিছু নেই। পাশাপাশি, এই ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ চেয়েছে আদালত। আগামী ২৬ এপ্রিল প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের সুপারকে সশরীরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সশরীরে হাজিরার পাশাপাশি তাঁর কাছে লিখিত আকারে ব্যাখ্যা চাওয়া হয়েছে, জেল কোড মেনে কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে তিনি কতটা সচেতন।

'শাহকে ফোন করেছি, প্রমাণ হলে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেব'

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ শুভেন্দু অধিকারীর দাবি নিয়ে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বুধবার সাংবাদিক বৈঠক থেকে শুভেন্দু অধিকারীর দাবিকে নস্যাৎ করলেন তিনি। শুভেন্দু সিঙ্গুরের সভা মঞ্চ থেকে দাবি করেছিলেন, জাতীয় দলের তকমা হারানোর পর নাকি অমিত শাহকে চারবার ফোন করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই দাবিই উড়িয়ে দিলেন মমতা। মমতা এ দিন অভিযোগ তুলে বলেন, ''আমি অত্যাশ্চর্য, কেউ কেউ কিছু বলছে, সেটা মিডিয়া বার করে দিচ্ছে। গতকাল মিথ্যাচার, কুৎসিত আচার প্রচার করছেন। কিছু ধংসাত্মক কথা বিজেপির মিটিং থেকে শুনলাম, এক বারও কী আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করেছে?'' এর পর তিনি শুভেন্দুর নাম না করেই আক্রমণ করে বলেন, ''কোনও একজন নেতা আমাদের জাতীয় দলের তকমা চলে যাওয়া নিয়ে বলেছে, আমি নাকি তকম চলে যাওয়ার পর অমিত শাহকে চার বার ফোন করেছিলাম। কেউ কী জিজ্ঞাসা করেছিলেন আমায়, আমি সত্যি করেছিলাম কি না।'' অর্থাৎ, এক তরফা শুভেন্দুর এই কথা প্রচারের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা। এর পরেই অমিত শাহ সম্পর্কে মমতার তোপ, ''অমিত শাহ-এর কথা সংবিধান সুলভ নয়। আমি তাঁর পদত্যাগ দাবি করেছিলাম। আর এটাও বলছি, আমি যদি সত্যি অমিত শাহকে ফোন করে থাকি, তা হলে আমি পদত্যাগ করব।'' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করে যে ধরনের কথা বলছেন, সেগুলো 'রাজ্যপালের ব্যাপার' বলে মন্তব্য করেন মমতা। এই প্রসঙ্গেই মমতা বলেন, ''বিজেপির সঙ্গে তো রাজ্যপালের যথেষ্ট ভাল সম্পর্ক। এজেন্সির সঙ্গেও ভাল সম্পর্ক। ওদের দলের কোনও কোনও নেতাকে রাজ্যপাল বেশ পছন্দ করেন, রাজ্যপালকেও তাঁরা পছন্দ করেন।'' অন্যদিকে, রাজ্যপাল যে আচার্য-বিলে সই করছেন না সে ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''এই বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী কথা বলবে। তবে অর্ডিন্যান্স আনা যেতেই পারে।

> আমাদের পার্টির নাম সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেটাই থাকবে।
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

জরুরি বিষয়ে অর্ডিন্যান্স হতে পারে।'' এদিন মমতা স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ''আমাদের পার্টির নাম সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। আর সেটাই থাকবে।'' এ ব্যাপারে নির্বাচন কমিশনের উপর বিজেপির নিয়ন্ত্রণেরও অভিযোগ তুলেছেন মমতা। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী আগেই এ ব্যাপারে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর কথায়, ''তৃণমূল যদি জাতীয় দল হয় তাহলে আরশোলাকেও পাখি বলতে হবে।'' এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''নির্বাচন কমিশন আপনাদের (পড়ুন বিজেপি) হাতে। তাই বলে আপনারা যা খুশি করবেন?'' তিনি আরও বলেন, ''নিয়মটা কী? নিয়ম হল ১০ বছর অন্তর অন্তর নির্বাচন কমিশন পর্যালোচনা করে। ২০১৬-তে শেষবার তা হয়েছিল। তাহলে ২০২৬-এ হওয়ার কথা। কম করে ২০২৪ তো বটেই। কিন্তু এরা বাংলার ভোটের আগেই সব করে রেখেছিল। তারপর আমরা মেঘালয়ে লড়েছি, ত্রিপুরায় লড়েছি, গোয়ায় লড়েছি। এটা কী হচ্ছে! বিজেপি যা চাইবে তাই হবে?'' মমতা এদিন তৃণমূল সাংসদ, বিধায়কের সংখ্যার কথা উল্লেখ করে বলেন, ''আপনারা জানেন আমাদের সাংসদ, বিধায়কের সংখ্যা কত? অনেক দলের তা নেই। তাদের জাতীয় দলের মর্যাদা দিয়ে রাখা হয়েছে। আর যেহেতু আমরা বিজেপির বিরুদ্ধে লাগাতার বলে যাচ্ছি তাই এটা করা হল।'' তৃণমূলনেত্রী এদিন বুঝিয়ে দেন, '৯৮ সালে তিনি যে দল তৈরি করেছিলেন ২৫ বছরে তা বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছে। এর নেপথ্যে রয়েছে অনেক লড়াই, আন্দোলন, রক্ত, ঘাম। মমতার কথায়, ''কারও দয়ায় তৃণমূল জাতীয় দলের মর্যাদা পায়নি। লড়াই করে অর্জন করতে হয়েছে।'' জাতীয় নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তকে পক্ষপাত হিসাবে দেখাতে চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, ''তোমরা নির্বাচন কমিশনে যাও। আমরা মানুষের আদালতে যাব।'' পাশাপাশি মুকুলের দিল্লি যাত্রা নিয়েও এদিন স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন মমতা। মুকুল রায়কে নিয়ে প্রশ্ন করা হলে দৃশ্যতই বিরক্ত মুখ্যমন্ত্রী এ দিন বলেন, ''কে দিল্লি, বম্বে, পাঞ্জাব যাবে সেটা তাঁর ব্যাপার। উনি তো বিজেপি-র বিধায়কই আছেন। আমি যতদূর শুনেছি, ওনার ছেলে মিসিং ডায়েরি করেছেন। কেউ যদি অভিযোগ জানিয়ে বলে আমার বাবা নিখোঁজ, তাঁর বাবাকে এজেন্সি ধরে নিয়ে গেছে, তাহলে তো প্রশাসনের দায়িত্ব তাঁকে খুঁজে বের করা। প্রশাসন তার কাজ করবে। এ বিষয়ে আমার কিছু বলার নেই। তবে নিখোঁজ হওয়ার বিষয়টি অত্যন্ত গুরুতর। আর মুকুল তো বিজেপি-রই বিধায়ক। এটা বিজেপি বুঝে নেবে।''

জীবনকৃষ্ণের ১০টি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল গোয়েন্দারা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহার প্রচুর সম্পত্তির হদিশ আগেই মিলেছিল। এমনকী, বাইরেও জীবনকৃষ্ণের নামে বেনামে বিপুল পরিমাণে সম্পত্তি রয়েছে। যদিও সেই সম্পত্তির একটা বড় অংশই বীরভূম জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলে কানাঘুষো শোনাও যায়। সূত্রের খবর সেই বিপুল সম্পত্তির পরিমাণ ঠিক কতটা তা জানার চেষ্টা চালাচ্ছেন বর্তমানে তদন্তকারীরা। এবার নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডে ধৃত জীবনকৃষ্ণ সাহার অ্যাকাউন্টে নজর সিবিআই-এর। তাঁর নামে থাকা দশটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী গোয়েন্দা সংস্থা। সূত্রের খবর, চাকরি বিক্রির টাকা বিধায়ক ঠিক কোথায়-কোথায় রেখেছেন তার তদন্ত করে দেখা প্রয়োজন। এখনও পর্যন্ত অনুসন্ধান করে জীবনকৃষ্ণর নামে আপাতত দশটি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিস মিলেছে। এই অ্যাকাউন্টগুলিকে ইতিমধ্যে ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। গোয়েন্দাদের অনুমান, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে সন্দেহজনক লেনদেন হয়ে থাকতে পারে। অ্যাকাউন্টগুলি ফ্রিজ করার পাশাপাশি ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে লেনদেনের যাবতীয় তথ্য ও তার নথিপত্র চাওয়া হবে। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, নির্দিষ্ট যে সময়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে চাকরি বিক্রির অভিযোগ উঠেছে, ঠিক সেই সময়ে লেনদেনগুলি মিলিয়ে দেখা হবে। ওই সময়ে অ্যাকাউন্টগুলিতে কোথা থেকে টাকা এসেছে, সেই টাকার উৎসগুলিই বা কী? তাও খতিয়ে দেখতে চলেছে সিবিআই। প্রসঙ্গত, সোমবার ভোরে গ্রেফতারের পর জীবন কৃষ্ণকে নিয়ে আসা হয়েছে কলকাতায়। নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে তদন্তে নেমে জীবন কৃষ্ণের নাম উঠে আসে কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে। এর পর তৃণমূল বিধায়কের মুর্শিদাবাদের বাড়িতে অভিযানে যায় সিবিআই। টানা ৬৫ ঘণ্টা তল্লাশি অভিযান চালায় সিবিআই। চলে জিজ্ঞাসাবাদ। জীবন কৃষ্ণের বাড়ি থেকে নিয়োগ সংক্রান্ত প্রচুর নথি উদ্ধার হয়েছে বলে দাবি সিবিআই-এর। জীবন কৃষ্ণের মোবাইল ও পেন ড্রাইভেও এ সংক্রান্ত অনেক তথ্য রয়েছে বলে দাবি গোয়েন্দাদের।

শাহি দরবারে মমতার ফোন?

আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দুকে চিঠি তৃণমূলের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ বঙ্গ রাজনীতিতে এখন সবথেকে চর্চিত ইস্যু শাহের দুয়ারে ফোন। অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ। আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ চলছে। বিতর্কের শুরু হয়েছিল মঙ্গলবার। বিস্ফোরক মন্তব্য করেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বলেন, তৃণমূল জাতীয় দলের তকমা হারানোর পর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে অমিত শাহকে ফোন করেছিলেন। দলের সর্বভারতীয় তকমা টিকিয়ে রাখার জন্য নাকি শাহি দরবারে অনুরোধ করেছিলেন মমতা। শুভেন্দুর সেই দাবি পুরোপুরি অস্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এরই মধ্যে এবার তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে সাংসদ ডেরেক ও'ব্রায়েন একটি চিঠি পাঠালেন শুভেন্দু অধিকারীকে। চিঠির মূল বক্তব্য হল, 'অমিত শাহর সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন কোনও কথা কখনও হয়নি। বিরোধী দলনেতার এই ধরনের মন্তব্যে দলকে বদনাম করার চেষ্টা চলছে।' চিঠিতে শুভেন্দুকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে, ওই মন্তব্য প্রত্যাহার করার জন্য, অন্যথায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। বলা হয়েছে, 'এই মিথ্যাচারের জন্য অমিত শাহও আইনি গেরোয় পড়ে যাবেন।' শুভেন্দুকে পাঠানো ওই চিঠি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকেও সিসি করেছেন ডেরেক ও'ব্রায়েন। উল্লেখ্য, এদিন বিকেলে এক সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, 'যদি ফোন করার কথা প্রমাণ হয় তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দেব।' তিনি এও বলেছেন, 'আমি দীর্ঘদিন ধরে রাজনীতি করছি। কিন্তু আমার বিরুদ্ধে যেভাবে ভুল তথ্য দিচ্ছে বিজেপি, তা ঠিক নয়।' এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরপরই শুভেন্দু একটি টুইট করেছেন। সেখানে আবার তিনি দাবি করেছেন, ল্যান্ডলাইন থেকে দিল্লিতে ফোন গিয়েছিল। আর এই সবের মধ্যেই তৃণমূলের তরফে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি দিয়ে চিঠি পাঠানো হল শুভেন্দু অধিকারীকে। চিঠিতে শুভেন্দুর বক্তব্যের অংশের বাংলা ও তাঁর ইংরেজি অনুবাদ উল্লেখ করে বলা হয়েছে ওই মন্তব্য প্রত্যাহার না করলে, আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে।

কোচবিহার থেকে চিঠি সংগ্রহ করবেন অভিষেক

পঞ্চায়েতের আগে ম্যারাথন জেলা সফর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ পঞ্চায়েতের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের নয়া জনসংযোগ কর্মসূচি। এবার ব্লকে ব্লকে গিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলবেন খোদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। কর্মসূচির শুরু কোচবিহার থেকেই। স্থানীয় সূত্রের খবর, রাতে সাধারণ মানুষের বাড়িতে থাকারও পরিকল্পনা রয়েছে অভিষেকের। পাশাপাশি, এই সফরে তিনি সরাসরি কথা বলবেন অঞ্চল সভাপতি, বুথ সভাপতিদের সঙ্গে। এরপরে অভিষেক উত্তরবঙ্গের আরও বেশ কয়েকটি জেলায় যেতে পারেন বলে তৃণমূল সূত্রের খবর। দলের অন্দরে কানাঘুঁষো খবর, অভিষেকের এই দফার সফরে কোচবিহারের সম্ভাব্য পঞ্চায়েত প্রার্থীদের নাম নিয়েও আলোচনা হতে পারে। এছাড়া, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের বঞ্চনা নিয়ে চিঠিতে স্বাক্ষর সংগ্রহের কর্মসূচিও শুরু হতে পারে এই সময়। পঞ্চায়েতের লক্ষ্যে ম্যারাথন জেলা সফরে যাবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল সূত্রের খবর, কোচবিহার থেকেই পঞ্চায়েত স্তরের অভিযান শুরু করতে চলেছেন তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কম্যান্ড। আগামী ২৪-২৬ এপ্রিল পর্যন্ত তিনি কোচবিহারে থাকবেন। ২৪ এপ্রিল হেলিকপ্টারে পৌঁছবেন কোচবিহারে। তারপরে মদনমোহন মন্দিরে পুজো দিয়ে সোজা চলে যাবেন দিনহাটায়। সেখানে একে একে দিনহাটা, মাথাভাঙা এবং তুফানগঞ্জের ১৮৬টি গ্রাম পঞ্চায়েতের অঞ্চল সভাপতি বুথ সভাপতি যুব, মহিলা সাংগঠনিক নেতৃত্ব সঙ্গে দেখা করার কথা তাঁর। প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েতের জন্য একটি মাঠে নির্দিষ্ট ক্যাম্প করা হবে বলে জানিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব। সাধারণ মানুষের বাড়িতে রাত্রিযাপন করারও পরিকল্পনা রয়েছে অভিষেকের। সূত্রের খবর, কোচবিহারের পরে আলিপুরদুয়ার যাবেন তিনি। বুধবার এ প্রসঙ্গে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী উদয়ন গুহ বলেন, ''এটা দলীয় কর্মীদের জন্য সুখবর। আমাদের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কোচবিহারে আসছেন। ২-৩ দিন থাকবেন। দিনহাটা, মাথাভাঙায় একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দেবেন। এতে কর্মীরা উজ্জীবিত হবে।'' এর আগে গত জানুয়ারি মাসে কোচবিহারের মাথাভাঙায় এসেছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক। মাথাভাঙা কলেজ মাঠের সভা থেকে বিএসএফের গুলিতে নিহত গিতালদহের রাজবংশী যুবক প্রেমকুমার বর্মনের পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছিলেন। তার নির্দেশেই তৃণমূলের নেতা মন্ত্রীরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ি ঘেরাও করেছিলেন সেই সময়। সেই কর্মসূচির কয়েকমাসের মাথায় পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে ফের কোচবিহারে যাচ্ছেন অভিষেক।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা আঞ্চলিক ভাষায় দেওয়া যাবে ইউজিসি

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিলঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ইংরিজিতে উত্তর লেখা বাধ্যতামূলক থাকছে না। আঞ্চলিক ভাষাতেও উত্তর লেখা যাবে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন বা ইউজিসি'র চেয়ারম্যান জগদীশ কুমার বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এই নির্দেশিকার কথা জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন। ইউজিসির নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠনপাঠন এবং পরীক্ষা ইংরাজি ভাষায় হওয়ার কথা। যদিও কলকাতা, দিল্লি, মুম্বই সহ দেশের

বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ে আঞ্চলিক এবং ইংরিজি, দুই ভাষাতেই ক্লাস হয়। বহু ছাত্রছাত্রী পরীক্ষার খাতায় আঞ্চলিক ভাষায় উত্তর লিখে থাকে। ইউজিসি চাইছে সব বিশ্ববিদ্যালয়েই একই নিয়ম চালু হোক। অর্থাৎ ইংরিজি ও আঞ্চলিক, পড়ুয়ারা তাদের সুবিধা মতো ভাষা বেছে নিক। জাতীয় শিক্ষানীতি মেনে এই নির্দেশিকা দিয়েছেন ইউজিসির চেয়ারম্যান। জাতীয় শিক্ষানীতিতে আঞ্চলিক ভাষায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ইউজিসির চেয়ারম্যান তাই বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে আরও অনুরোধ করেছেন, আঞ্চলিক ভাষায় টেক্সট বই প্রকাশের উদ্যোগ নিতে।

'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন'

মমতার পদত্যাগ চ্যালেঞ্জের নয়া হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ অমিত শাহকে ফোন করা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা চ্যালেঞ্জের জবাব দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। নিজের দাবিতে অনড় থেকে শুভেন্দু পাল্টা দাবি করেছেন, যে ফোনালাপ নিয়ে এত কথা, সেটি করা হয়েছিল ল্যান্ডফোন থেকে। আগামিকাল আরও বিস্ফোরক তথ্য সামনে আনবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা। মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ফোন করার দাবি খারিজের পরই মন্তব্য প্রত্যাহার করা না হলে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী ও অমিত শাহকে চিঠিও দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। গতকালই সিঙ্গুরের সভা থেকে শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, তৃণমূল কংগ্রেস সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দলের তকমা হারানোর পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চার বার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে ফোন করেছিলেন। যাতে তৃণমূলের সর্বভারতীয় তকমা বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করতেই মুখ্যমন্ত্রী স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে তদ্বির করেছিলেন বলে দাবি করেন শুভেন্দু। এ দিন তাঁরই পাল্টা জবাব দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এ দিন নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''কোনও একজন পাবলিক মিটিংয়ের দাঁড়িয়ে বলছেন সর্বভারতীয় তকমা চলে যাওয়ার পর আমি নাকি ওদের যিনি সবচেয়ে বড় নেতা শাহজি, তাঁকে নাকি আমি চারবার ফোন করেছি। আমি তাঁর পদত্যাগ চেয়েছি গায়ের জোরে সরকার ভাঙার জন্য। তাঁর কথাবার্তা সংবিধান সুলভ নয়। এরজন্য তাঁর পদত্যাগ আমি দাবি করেছি। আমি তাঁকে ফোন করেছি এ কথা যিনি বলেন, তাঁর জনগণের সামনে নাকখত দিত হবে। আর আমি যদি করে থাকি তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করব।'' মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মন্তব্যের পর পরই তার জবাব দিয়ে ট্যুইট করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। ট্যুইটারে বিরোধী দলনেতা লেখেন, 'ইয়ে ডর মুঝে আচ্ছা লাগা। দিল্লিতে ফোন করার জন্য আপনি ল্যান্ড লাইন ব্যবহার

করেছিলেন। সময়মতো আমি আপনার মুখোশ খুলে দেব। উচিত জবাবের জন্য আগামিকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন।' একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করে শুভেন্দু এ দিন ফের দাবি করেছেন, 'আপনি বার বার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, বীরভূম, মালদহ, মেদিনীপুরের কথা উল্লেখ করেন কারণ অবচেতন মনে আপনি জানেন যে ২০১১ সালে আপনি ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিলেন কারণ আমি এই জেলাগুলির দায়িত্বে ছিলাম।' সম্প্রতি তৃণমূল কংগ্রেসের জাতীয় দলের তকমা বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। আর তা নিয়েই এবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বিরোধী দলনেতার সংঘাত বাঁধল। মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এ দিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, তৃণমূলের নামের আগে থেকে সর্বভারতীয় শব্দটি সরানো হবে না।

রবীন্দ্র জয়ন্তীতে আবার বঙ্গসফরে অমিত শাহ, যাবেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ সংক্রান্তিতে বঙ্গ সফরে এসে পয়লা বৈশাখের সকালে ফিরে গিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৈশাখ মাসেই আরও এক বার বঙ্গসফরে আসতে পারেন অমিত শাহ। এমনটাই জানা গিয়েছে বিজেপি সূত্রে। রবীন্দ্রনাথের জন্মজয়ন্তীতে শাহ থাকতে পারেন কলকাতায় যোগ দিতে পারেন রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে। বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, ৮ মে বঙ্গ সফরে আসতে পারেন শাহ। সে দিন পশ্চিমবঙ্গে একটি জনসভাও করবেন তিনি। তবে কোথায় সেই জনসভা হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি বলে জানা গিয়েছে। তবে মুর্শিদাবাদ এবং কৃষ্ণনগর দুই লোকসভা কেন্দ্রকে জুড়বে এ রকম কোনও স্থানেই এই জনসভা হবে বলে বিজেপি সূত্রে খবর। কর্নাটক থেকে এসে সরাসরি এই জনসভায় যোগ দেবেন শাহ। পরের দিন অবশ্য তাঁর সমস্ত কর্মসূচি থাকবে কলকাতায়। ৮ মে পশ্চিমবঙ্গে এসে একটি জনসভা করবেন শাহ। পরের দিন অর্থাৎ ৯ মে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। ওই দিন সকালে অমিত শাহ যাবেন জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতে। সেখানে রবীন্দ্র জয়ন্তীর অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন তিনি। বিকালে সায়েন্স সিটিতে রবীন্দ্র জয়ন্তীর অপর এক অনুষ্ঠানেও শাহ উপস্থিত থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। ১৪ এপ্রিল বঙ্গ সফরে এসে বীরভূমের সিউড়িতে একটি জনসভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সেই জনসভা থেকে ২০২৪ সালের নির্বাচনে বাংলা থেকে ৩৫টি আসন জেতার লক্ষ্য বেঁধে দেন শাহ। এই লক্ষ্য পূরণ হলে তৃণমূল সরকারের তৃতীয়বারের মেয়াদ পূর্তির আগেই সরকার ফেলে দেওয়ার হুঙ্কার দিয়েছিলেন।

রাজধানীতে সাংবাদিক সম্মেলনে মুকুল রায় বললেন

'আমি বিজেপিতে ছিলাম, বিজেপিতেই আছি'

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিলঃ এককালে বাংলার রাজনীতিতে চাণক্যের সঙ্গে তুলনা করা হত মুকুল রায়কে। কিন্তু এখন সক্রিয় রাজনীতির আঙিনা থেকে অনেকটাই দূরে তিনি। এ হেন মুকুল রায়ের হঠাৎ করেই কাউকে না জানিয়ে দিল্লি চলে যাওয়ায় বিভিন্ন মহলে গুঞ্জন ছড়িয়েছিল। তাহলে কি আবার ফুলবদল করতে চলেছেন মুকুল? এমন জল্পনার মধ্যেই বুধবার বিকেলে রাজধানীতে সাংবাদিক বৈঠকে বসলেন তিনি। দাবি করলেন, তিনি এখনও বিজেপিতেই আছেন। তৃণমূল ভবনে তাঁকে দেখা গেলেও, তিনি ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেননি। মুকুলের কথায়, ''তৃণমূল ছাড়ার প্রশ্নই নেই। কারণ কোনওদিন যোগই দিইনি।'' তাই বিজেপিতে আবার নতুন করে যোগ দেওয়ার কোনও প্রশ্নও ওঠে না বলে দাবি রায়সাহেবের। বললেন, ''রিজয়েন বলে তো কোনও কথা হয় না। আমি বিজেপিতে ছিলাম, বিজেপিতে আছি।'' মুকুলবাবুর দিল্লিযাত্রা নিয়ে এবং তাঁর দলবদলের যে জল্পনা নিয়ে বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে না শাসক বা বিরোধী কোনওপক্ষই। এই যেমন

বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি দিলীপ ঘোষ আগেই জানিয়ে দিয়েছেন, মুকুল রায় বঙ্গ রাজনীতির 'লস্ট কেস'। গত কয়েকমাসে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও যে মুকুল রায়কে নিয়ে কোনও খবর হয়নি, সেই কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন দিলীপ ঘোষ। এদিকে মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুকুলের গায়ে বিজেপি বিধায়কের তকমা ঠেঁসে দিয়েছেন। বিধানসভার অন্দরে খাতায় কলমে অবশ্য মুকুল বিজেপিরই। কৃষ্ণনগর উত্তর থেকে বিজেপির টিকিটে জেতা বিধায়ক। কিন্তু এখন বিজেপির সর্বভারতীয় সহসভাপতি বলছেন তিনি লস্ট কেস। আবার তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও বলে দিচ্ছেন, তিনি বিজেপির বিধায়ক। মমতার কথায়, ''এটা একটা খুব ছোট্ট বিষয়। এড়িয়ে যাওয়াই ভাল।'' অর্থাৎ, তৃণমূল ও বিজেপি উভয় পক্ষ থেকেই একপ্রকার বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে মুকুলবাবুকে নিয়ে তারা বেশি চিন্তিত নয়। তাহলে কি এবার মুকুলবাবু 'না ঘর কা না ঘাট কা'? প্রশ্ন করা হলে মুকুলের জবাব, ''ঠিক হ্যায়। বাত সে বাত হোগা।'' রায়সাহেব বলছেন, ''আমি কোনও ধোঁকা দিইনি বিজেপিকে। তখন আমার শরীর ভাল ছিল না। তাই কিছুটা ধীরে চলছিলাম। আমি তো বিজেপিতেই ছিলাম, বিজেপিতেই আছি। দল কিছু কাজ দিলে, কাজ করব।''

কংগ্রেস মানেই কমিশন, দুর্নীতি ও অপরাধঃজে পি নাড্ডা

শিগাঁও, ১৯ এপ্রিল ঃ কর্ণাটকে জমে উঠেছে নির্বাচনী প্রচার, ভোটমুখী কর্ণাটকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস মানেই কমিশন, দুর্নীতি ও অপরাধ। বুধবার কর্ণাটকের শিগাঁও-তে একটি নির্বাচনী জনসভা থেকে জে পি নাড্ডা বলেছেন, আমি সবাইকে উন্নয়নের জন্য ভোট দেওয়ার আবেদন করতে এসেছি।নাড্ডা আরও বলেছেন, উন্নয়নই আমাদের মূলমন্ত্র। বিজেপির নেতৃত্বে কর্ণাটক সমৃদ্ধির দিকে দারুণ অগ্রগতি করেছে। নাড্ডা বলেছেন, কর্ণাটকে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত থাকুক, কর্ণাটককে মোদীজির আশীর্বাদ থেকে বঞ্চিত করা উচিত নয়, তাই আমি আপনাদের অনুরোধ করছি পদ্মকে জয়লাভ করে কর্ণাটকের উন্নয়নকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। এদিনের জনসভায় উপস্থিত ছিলেন কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী বাসভরাজ বোম্মাই, কন্ন। অভিনেতা কিচ্চা সুদীপ।

সৌদির বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে কথা জয়শঙ্করের, সুদানের পরিস্থিতি নিয়ে মতবিনিময়

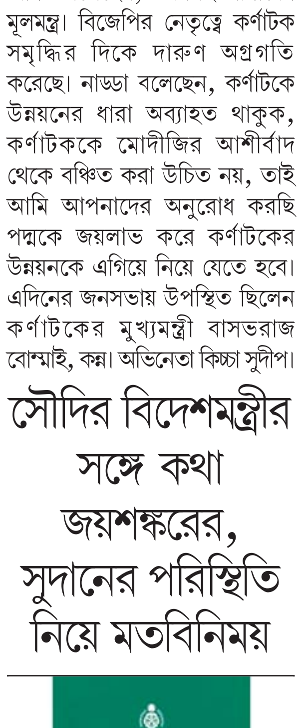

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর মঙ্গলবার রাতে সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী ফৈজাল-বিন-ফারহান-আল-সৌদের সঙ্গে সুদানের পরিস্থিতি নিয়ে টেলিফোনে কথা বলেছেন। উভয় নেতা এ বিষয়ে যোগাযোগ রেখে চলার ব্যাপারেও সহমত পোষন করেন। এছাড়াও ডঃ জয়শঙ্কর, সংযুক্ত আরব আমিরশাহীর বিদেশমন্ত্রী শেখ আব্দুল্লা-বিন-জায়েদ-বিন-সুলতান-আল-নাহিয়ানের সঙ্গেও সুদান পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ আলোচনা করেন।বুধবার সকালে বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, সৌদি আরবের বিদেশমন্ত্রী ফৈজাল-বিন-ফারহান-আল-সৌদের সঙ্গে সুদানের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেছেন বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। ভারত সরকার সূত্রের খবর, সুদানে ভারতীয় নাগরিকদের নিরাপত্তা ও সুরক্ষা নিশ্চিত করতে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় করছে ভারত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরশাহি প্রভৃতি দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে এবং আমরা সেই অনুযায়ী তাঁদের যুক্ত করছি।

ভোটমুখী কর্ণাটকঃতারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ বিজেপির, নাম রয়েছে মোদী ও রাজনাথ-সহ ৪০ জনের

বেঙ্গালুরু ও নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ কর্ণাটক বিধানসভা নির্বাচনের জন্য তারকা প্রচারকের তালিকা প্রকাশ করল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই তারকা প্রচারকের তালিকায় মোট ৪০ জনের নাম রয়েছে। নাম রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও বিজেপি নেতা নরেন্দ্র মোদী, প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রমুখের।এছাড়াও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগ প্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নীতিন গরকরি, বি এস ইয়েদুরাপ্পা, বাসভরাজ বোম্মাই, ধর্মেন্দ্র প্রধান, মনসুখ মান্ডভিয়া, যোগী আদিত্যনাথ, স্মৃতি ইরানি, নির্মলা সীতারমন। উল্লেখ্য, কর্ণাটকের একদফায় ভোট আগামী ১০ মে, ফল ঘোষণা হবে ওই মাসের ১৩ তারিখ।

২০ এপ্রিল গ্লোবাল বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধন চলবে দুই দিন ধরে, উদ্বোধনী বক্তৃতা রাখবেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ২০ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায় দিল্লির অশোক হোটেলে আয়োজিত গ্লোবাল বৌদ্ধ সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখবেন। ২০-২১ দুই দিন ধরে চলবে এই গ্লোবাল বৌদ্ধ সম্মেলন, আন্তর্জাতিক বৌদ্ধ কনফেডারেশনের সহযোগিতায় কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রক দুই দিনব্যাপী এই সম্মেলনের আয়োজন করছে।বৌদ্ধ ও সার্বজনীন উদ্বেগের বিষয়ে বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধ ধম্ম নেতৃত্ব ও পণ্ডিতদের সম্পৃক্ত করার এবং তাঁদের সম্মিলিতভাবে মোকাবেলা করার জন্য নীতির যোগান নিয়ে আসার জন্য এই শীর্ষ সম্মেলন একটি প্রচেষ্টা। সম্মেলনের আলোচনায় কীভাবে বৌদ্ধ ধম্মের মৌলিক মূল্যবোধগুলি সমসাময়িক পরিবেশে অনুপ্রেরণা এবং নির্দেশনা প্রদান করতে পারে তা অন্বেষণ করা হবে।

ছুটি নিয়ে আপত্তি বিভিন্ন মহলে, 'জুটা'-র দাবি মানল যাদবপুর, ফিরল অনলাইন

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ চড়া গরমে দুটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বাদে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গরমের ছুটি ঘোষণার বিরোধিতা উঠেছে বিভিন্ন জায়গা থেকে। তবে অনেক প্রতিষ্ঠানেই গত সোমবার থেকে শুরু হয়েছে অনলাইন ক্লাশ। কিছু নামী স্কুল আপাতত পুরো বন্ধ রাখা হয়েছে। এই অবস্থায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি (জুটা) যাঁরা এর মধ্যে জরুরি কাজ করতে ইচ্ছুক, তাঁদের কাজে অনুমতি দেওয়ার দাবি করেছে। সেই দাবি মেনে নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।যাদবপুরের উপাচার্য ডঃ সুরঞ্জন দাসকে ' সাধারণ সম্পাদক পার্থপ্রতিম রায় লিখিতভাবে জানিয়েছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের হঠা বন্ধের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসনকে রোধ করার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উচ্চশিক্ষা বিভাগের বিজ্ঞপ্তির পরে এই ঘোষণা।অনেক আগেই এ সময়ে অনেক পরীক্ষা এবং অন্যান্য একাডেমিক ইভেন্ট পড়াশোনার পরিকল্পনা নির্ধারিত ছিল। এছাড়াও এই সিদ্ধান্ত যারা নতুন চাকরিতে বা উচ্চশিক্ষার জন্য একাডেমিক প্রতিষ্ঠানে যোগ দিতে উদ্যত চূড়ান্ত বর্ষের ছাত্রদের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলবে।এই সিদ্ধান্ত আবারও প্রমাণ করে যে উচ্চশিক্ষা রাজ্য সরকারের পিছনের আসনে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের একেবারেই স্বায়ত্তশাসন নেই। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সিদ্ধান্তের কারণে ফলাফল প্রকাশ (শেষ বছর সহ) এবং সেমিস্টারগুলি বিলম্বিত হবে। যেহেতু শিক্ষকরা এই সিদ্ধান্তের অংশ নন, তাই এই সিদ্ধান্তের কারণে ভবিষ্যতে কোনও সমস্যার জন্য তাঁরা দাযী থাকবেন না।আমরা দৃঢ়ভাবে দাবি করছি যে, শিক্ষাগত স্বার্থে ইচ্ছুক শিক্ষক ও গবেষণা স্কলারদের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে অবশ্যই করতে হবে। এই সময়ের মধ্যে যাঁরা তাদের গবেষণাগার বা অফিসে প্রবেশ করতে চান, তাঁদের সেই সুযোগ দিতে হবে।এর প্রেক্ষিতে সোমবার জুটা-র সম্পাদককে বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য লিখেছেন, তীব্র তাপপ্রবাহ পরিস্থিতি অব্যাহত থাকার প্রেক্ষাপটে উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার বিষয়ে সরকারি আদেশের ভিত্তিতে আমরা বিজ্ঞপ্তি জারি করেছি। ' উদ্বেগের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে ইচ্ছুক শিক্ষক এবং ইচ্ছুক গবেষকরা জরুরি গবেষণা কাজের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগস্কুলে আসতে পারেন। তবে, সরকারী আদেশ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জারি করা বিজ্ঞপ্তির উপর ভিত্তি করে, আমরা কাউকে সহায়তা করার জন্য অফিসে আসতে কোনও অশিক্ষক কর্মচারীকে বাধ্য করতে পারি না। আর, কেউ কাজ করতে চাইলে তাপপ্রবাহের অবস্থা থেকে প্রতিরোধ করার জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতা তাঁদের নিজেদের অবলম্বন করতে হবে।যোগেশ চন্দ্র চৌধুরী কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ পঙ্কজ রায় সোমবার এই প্রতিবেদককে বলেন, সত্যি যদি গরমে মানুষের ক্ষতি হয়, তাহলে মেলা, খেলার ওপর নিষেধাজ্ঞা কেন জারি হচ্ছে না? এই সময় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রম থাকে। সেগুলো ধাক্কা খাচ্ছে। তাছা।। বেশ কিছু ছেলেমেয়ে কলেজে প।াশোনার বদলে আড্ডা মারতে আসে। তাদের কলেজে আসায়কে, কীভাবে বন্ধ করবে? তব সরকারি নির্দেশ মেনে আমরা আপাতত ক্লাশ নেওয়া বন্ধ রেখেছি। পরিবর্তে অনলাইন ক্লাশ নিচ্ছি।কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ আশিস চট্টোপাধ্যায় রবিবার প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন, গরমের ছুটিতে পুরো বন্ধ না অনলাইন, এ নিয়ে আমরা এখনও সিদ্ধান্ত নিইনি। শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করে ওয়েবসাইটে ঘোষণা করে দেব। গত সোমবার বিকেলে তিনি এই প্রতিবেদককে বলেন, অনলাইনের ব্যাপারে কেন্দ্রীয়ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। পড়ুয়া ও শিক্ষকরা প্রয়োজনবোধে আগ্রহী হলে তাঁরা অনলাইনে ক্লাশ করতে বা করাতে পারেন। তবে, এদিন এরকম ক্লাশ হয়েছে কিনা, আমার জানা নেই। বাবা সাহেব অম্বেদকর এডুকেশন ইউনিভার্সিটিতে (শিক্ষক প্রশিক্ষণ বিশ্ববিদ্যালয়) গরমের ছুটি নিয়ে জানতে চাইলে উপাচার্য ডঃ সোমা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আমাদের কোনও গরমের ছুটি হয় না। কলেজে হয়।গত সোমবার থেকে সাধু রামচাঁদ মুর্মু ইউনিভার্সিটি ঝাড়গ্রাম, সিঙ্গুর রানি রাসমনি গ্রিন ইউনিভার্সিটি, আসানসোলের কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটির মত সরকারি এবং সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটি, টেকনো ইউনিভার্সিটির মত বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় সাময়িক অনলাইন ক্লাশের ব্যবস্থা করেছে। বেসরকারি নামী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান হেরিটেজ ইন্সটিট্যুট অফ টেকনোলজির অধ্যক্ষ, কল্যান ভারতী ট্রাস্টের (ছ'টি প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রক সংস্থা) সিনিয়র ডিরেক্টর ডঃ বাসব চৌধুরী সোমবার বিকেলে জানান, মঙ্গলবার থেকে তাঁদের অনলাইন পাঠ্যক্রম শুরু হবে।উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ ওমপ্রকাশ মিশ্র এই প্রতিবেদককে জানান, জেনারেটর বা অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবা ছা।। সব আপাতত বন্ধ আছে। পাঠ্যক্রম শেষ করা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে কি অনলাইন ক্লাশ বিবেচনা করছেন? উত্তরে তিনি বলেন, আপাতত নয়। পরে তা ভেবে দেখব।কলকাতার নামী স্কুলগুলিও দ্বিধায়। ছুটি ঘোষণা না করে দক্ষিণ শহরতলির একটি ইংরেজি মাধ্যমের স্কুল স্কুল খোলা রাখার কথা জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। তাতে লেখা, অনলাইন ক্লাসের অশান্ত পর্বের পরে অফলাইন ক্লাসগুলি জোরালোভাবে চলছে। এভাবে স্কুলে ফিরে আসা সত্যিই স্বস্তিদায়ক। যাই হোক, মাঝে মাঝে তীব্র গরমে পরিস্থিতি হচ্ছে। পাঠ্যক্রম পুনরায় চালিয়ে যেতে খুব কষ্ট করতে হচ্ছে। কারণ, শিশুরা স্কুলে থাকাকালীন নিরাপদ এবং সুখী- এটা আমাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। এবং, সেটা সর্বদা নিশ্চিত করা হয়েছে।স্কুলে, এই পরিস্থিতি যাতে ভালভাবে নিশ্চিত থাকে, তার জন্য আমরা কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি-১) সকালের সমাবেশ শ্রেণীকক্ষের আরামে অনুষ্ঠিত হবে। ২) ছাত্রদের নিজেদের সিক্ত রাখতে উসাহিত করা হবে। যখনই তাদের জল পান করার ইচ্ছে হবে, তার অনুমতি দেওয়া হবে। ৩)স্কুলের প্রতিটি তলায় একাধিক কুলার রয়েছে। সেখান থেকে শিক্ষার্থীরা যখনই প্রয়োজন তাদের বোতলগুলি পুনরায় পূরণ করতে পারে।সমস্ত অনুশীলনক্রীড়ার ক্লাসগুলি কক্ষের ভিতরে হয় (পাঠ্যক্রমটি সেই অনুযায়ী তৈরি করা হয়েছে) যাতে এটি ইনডোর গেমস রুমে বা স্কুলের ভিতরে একটি শীতল জায়গায় হয়। ৪) বিদ্যালয়টি কেন্দ্রীয়ভাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। সমস্ত ক্লাসরুম, অ্যাক্টিভিটি রুম, ল্যাবরেটরি এবং স্কুল ভবনের প্রতিটি কোণায় এসি স্থাপন করা হয়েছে যাতে শিশুরা আরামদায়ক পরিবেশে পড়াশোনা করতে পারে।গত সোমবার থেকে বন্ধ রাখা হয়েছে মহাদেবী বিড়লা ওয়ার্ল্ড একাডেমি, সাউথ পয়েন্ট , বিএসএস স্কুল, লরেটো স্কুল, মডার্ন হাই স্কুল এবং রামমোহন মিশন। বেশ কিছু বেসরকারি স্কুলের পড়াশোনা অনলাইনে স্থানান্তরিত হযেছে। লা মার্টিনিয়ার ফর বয়েজ, লক্ষীপত সিঙ্গানিয়া একাডেমি, বিড়লা হাই স্কুল, সুশীলা বিড়লা গার্লস স্কুল, এশিয়ান হন্টারন্যাশনাল স্কুল, হাওড়া, ইন্ডাস ভ্যালি ওয়ার্ল্ড স্কুল সোমবার থেকে অনলাইন ক্লাস শুরু করেছে। বিড়লা ভারতী , ডিপিএস রুবি পার্ক, ডন বস্কো লিলুয়া এবং ফিউচার ফাউন্ডেশন সোমবার বন্ধ রেখে মঙ্গলবার থেকে অনলাইন ক্লাস শুরু করার সিদ্ধান্ত নিযেছে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজিয়েট স্কুল জানিয়েছে যে তারা বুধবার থেকে অনলাইন ক্লাসে করবে।সাউথ পয়েন্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, নবম এবং একাদশ শ্রেণির জন্য বিশেষ পরীক্ষা সময়সূচী অনুযায়ী নেওয়া হবে। তবে, স্কুলের মুখপাত্র বলেছেন কৃষ্ণ দামানি জানান, চড়া গরমে প্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখা নিয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই।ডন বস্কো পার্ক সার্কাস ইতিমধ্যে সোমবার থেকে কযেক দিনের বন্ধের নোটিশ জারি করেছে।শ্রী শিক্ষায়তন স্কুল মঙ্গলবার পর্যন্ত অনলাইন ক্লাস করে তার পরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। সাউথ সিটি ইন্টারন্যাশনাল এবং বিড়লা ভারতী স্কুল প্রাক-প্রাথমিক ক্লাসের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে এবং ক্লাস ১ থেকে অনলাইনে ক্লাশ নেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজও সোমবার থেকে অনলাইনে ক্লাশ করছে। প্রিন্সিপাল ডমিনিক স্যাভিও বলেছেনঃসব অফলাইন ক্লাস ২২ এপ্রিল পর্যন্ত স্থগিত থাকবে তবে ব্যবহারিক পরীক্ষা, প্রকল্প উপস্থাপনা এবং গবেষণামূলক সময়সূচি অনুযায়ী হবে।প্রসঙ্গত, বেড়ে চলা গরম আর তাপপ্রবাহর জেরে স্কুল কলেজে সাত দিনের জন্য ছুটি ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে গ্রীষ্মের ছুটি দীর্ঘায়িত হওয়ায় পাঠ্যক্রম শেষ করা নিয়ে ফাঁপড়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান। মুস্কিল আসানের লক্ষ্যে কিছু প্রতিষ্ঠান সাময়িকভাবে অনলাইন ক্লাশে ফিরে যাওয়ার কথা বিবেচনা করছে।

আতিকের খুনিদের ৪-দিনের পুলিশ হেফাজত, সাসপেন্ড স্টেশন অফিসার অশ্বিন কুমার সিং

প্রয়াগরাজ, ১৯ এপ্রিল ঃ গ্যাংস্টার আতিক আহমেদ ও আশরাফের খুনিদের ৪-দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠাল প্রয়াগরাজের সিজেএম আদালত। বুধবার সকালে উত্তর প্রদেশের প্রয়াগরাজে খুন হওয়া আতিক আহমেদ এবং আশরাফ আহমেদের খুনিদের প্রয়াগরাজের সিজিএম কোর্টে আনা হয়। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসা হয় আদালতে। উত্তর প্রদেশ পুলিশের পক্ষ থেকে তাদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়। উত্তর প্রদেশ পুলিশের আবেদন মঞ্জুর করেছে আদালত। আতিক ও তার ভাইয়ের খুনিদের ৪-দিনের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়েছে প্রয়াগরাজের সিজেএম আদালত।এদিকে, আতিক ও আশরাফ হত্যা মামলায় এবার সাহাগঞ্জের স্টেশন অফিসার অশ্বিন কুমার সিংকে সাসপেন্ড করা হল। এই মামলায় গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) সমস্ত পুলিশকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। কিছুদিন আগেই প্রয়াগরাজ হাসপাতালে মেডিকেল পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়ার সময় দুষ্কৃতীদের গুলিতে খুন হয় আতিক এবং আশরাফ।

অত্যধিক গরমে জনজীবন ব্যহত পূর্ব ভারতে, বিহার ও ওড়িশায় জারি দাবদাহের সতর্কতা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ আগামী ২৪ ঘন্টায় পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার -সহ পূর্ব ভারতের কয়েকটি রাজ্যে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, সিকিম ঝাড়খন্ডে তাপপ্রবাহ চলবে। উত্তর-পশ্চিম, মধ্য ও পূর্ব ভারতের কয়েকটি অংশে তাপমাত্রা ৪০ থেকে ৪২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে ঘোরাফেরা করবে। অন্যদিকে, হিমালয় সন্নিহিত পশ্চিমাঞ্চলে পরবর্তী চার দিনে হালকা থেকে মাঝারি বিক্ষিপ্ত বৃষ্টি হতে পারে।অত্যধিক গরমের কারণে বিহারে কমলা সতর্কতা জারি করা হয়েছে। ওড়িশাতেও অস্বাভাবিক গরমে স্বাভাবিক জনজীবন ব্যাহত। আগামী দুই দিন পরিস্থিতি একইরকম থাকবে বলে আবহাওয়া দফতর পূর্বাভাসে জানিয়েছে। রাজধানী ভুবনেশ্বর ও ঝাড়সুগুদা-সহ বেশ কয়েকটি জায়গায় তাপমাত্রা ৪০ ডিগ্রির ওপরে থাকতে পারে। পাশাপাশি অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খণ্ড, উত্তর প্রদেশ, পঞ্জাব, হরিয়ানাতেও তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি করা হয়েছে। অত্যধিক গরম এখন মহারাষ্ট্রেও।

সিবিআই ডাকতেই প্যান্ট ঢিলে হয়ে যাচ্ছে কেন', অভিষেককে প্রশ্ন দিলীপের

কলকাতা ১৯ এপ্রিল ঃ ' ফাঁসি যাবো বলছেন, তারা সিবিআই ডাকতেই প্যান্ট ঢিলে হয়ে যাচ্ছে কেন? অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে সিবিআই-এর তলব প্রসঙ্গে এই মন্তব্য করলেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি দিলীপ ঘোষ।অন্যান্য দিনের মতোই বুধবার সকালেও ইকোপার্কে আসেন প্রাতঃভ্রমণের পরে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন দিলীপবাবু। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে বিভিন্ন ইস্যুতে সরাসরি আক্রমণ করেন। তিনি বলেন, যদি আপনি হন, যান একবার। বুক ফুলিয়ে যান। চা খেয়ে চলে আসুন। যাচ্ছে না মানে কিছু গ।ব। আছে।দিলীপবাবু এদিন বলেন, কেষ্টকে দশবার ডাকা হয়েছিল। যাননি। একাদশবার গেলেন, ভিতরে ঢুকে গেলেন। পার্থ, মাণিক সবারই তাই হয়েছে। এগুলো দেখে ভয় পাচ্ছেন? অনেকে অনেক ডায়লগ দেয়। কেউ গান্ধী হতে চায়। কেউ সাভারকর হতে চায়। রাহুল গান্ধি বলেছিলেন, আমি ক্ষমা চাইব না। শেষে আদালতে গিয়ে আপিল করতে হয়েছে। এরকম বিপ্লবী আমরা অনেক দেখেছি। ফাঁসি তো দূরের কথা, জেল শুনলেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

ভারতে কোভিড-সংক্রমণ ও মৃত্যু ফের বৃদ্ধি পেল সক্রিয় রোগী ৬৩-হাজারের উর্ধ্বে, রোজই বাড়ছে চিন্তা

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ ভারতে করোনার দৈনিক সংক্রমণ ফের বৃদ্ধি পেল, পৌঁছে গিয়েছে ১১-হাজারের কাছাকাছি। বেড়েছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে করোনায় সংক্রমিত হয়েছেন ১০,৫৪২ জন, এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-আক্রান্ত ২৭ জন রোগীর। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬৩,৫৬২-তে পৌঁছেছে। এই মুহূর্তে শতাংশের নিরিখে ০.১৪ শতাংশ করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন ভারতে। ২৭ জনের মৃত্যুর পর মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৫,৩১,১৯০-এ পৌঁছে গিয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বুধবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪২,৫০,৬৪৯ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৮.৬৭ শতাংশ। বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা পেয়েছেন ০০,৪৮৭ জন, মোট করোনার টিকা পেয়েছেন ২২০,৬৬,২৭,৭৫৮ জন। ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১৮ এপ্রিল সারা দিনে ভারতে ০২,৪০,০১৪ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপতিকে চরধাম পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানালেন রাজ্যপাল

দেহরাদুন, ১৯ এপ্রিলঃ গত সোমবার নয়াদিল্লিতে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করে চলতি মাসেই চারধাম যাত্রার আমন্ত্রণ জানান উত্তরাখণ্ডের রাজ্যপাল লেফটেন্যান্ট জেনারেল গুরমিত সিং (সেনি)।এই উপলক্ষে রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে জানান, চারধাম যাত্রার সমস্ত আয়োজন ও প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। এই সময়, রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতির সাম্প্রতিক উত্তরাখণ্ড সফরের স্মৃতির উপর ভিত্তি করে একটি কফি টেবিল বই এবং নক্ষত্র ভাটিকার উপর ভিত্তি করে একটি শর্ট ফিল্ম উপস্থাপন করেন।রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে বলেন, উত্তরাখণ্ডের রাজ্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সাথে অধিভুক্ত কলেজ এবং প্রতিষ্ঠানগুলির অধিভুক্তির জন্য উত্তরাখণ্ড কলেজ অ্যাফিলিয়েশন পোর্টাল চালু করা হয়েছে। এই পোর্টালের উদ্দেশ্য হল অধিভুক্তি প্রক্রিয়াকে স্বচ্ছ, সময়সীমাবদ্ধ এবং সহজ করা। রাজ্যে কন্যা শিশুর কল্যাণ ও নারীর ক্ষমতায়নের জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে সে বিষয়েও তিনি রাষ্ট্রপতিকে অবহিত করেন।

জুনে নতুন শিল্প শেড চালু করা হবেঃটিআইডিসি চেয়ারম্যান

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ঃ আগামী জুন মাসে বোধজংনগর শিল্প এলাকায় শিল্প শেডের একটি নতুন প্রকল্প চালু করা হবে। একথা বললেন নবনিযুক্ত ত্রিপুরা শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান নবাদল বণিক।এদিন রাজ্যের বৃহত্তম শিল্প পার্কে তার প্রথম সফরে শিল্পপতিদের সাথে একটি বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন এবং শিল্প এলাকার সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য তাদের সহযোগিতা চেয়েছেন।নবাদল বণিকের দাবি, মুখ্যমন্ত্রীর স্পষ্ট নির্দেশনার পর এলাকায় অনেক উন্নতি হয়েছে এবং ইন্ডাস্ট্রির মালিকরা খুবই খুশি। খারাপ রাস্তা এবং বিদ্যু বিভ্রাট ছিল কিছু চিরস্থায়ী সমস্যা যা তাঁদের সমস্যায় ফেলত। এখন সবকিছুই পরিবর্তন হযেছে। সমস্ত সমস্যার সমাধান করা হয়েছে এবং এখন সীমানা প্রাচীর নির্মাণের দিকে মনোনিবেশ করা হয়েছে যা দুর্বৃত্তদের হাত থেকে এলাকাকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে বলে জানিয়েছেন তিনি।তিনি বলেন, আমাদের একটি বড় প্রকল্প রযেছে যার অধীনে বেশ কযেকটি নতুন শিল্প শেড নির্মাণ করা হচ্ছে। মে মাসের শেষের দিকে নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার কথা রয়েছে এবং জুনে মুখ্যমন্ত্রী ডা. মানিক সাহার হাত দিয়ে প্রকল্পটির উদ্বোধনের পরিকল্পনা করছি।

শীঘ্রই করোনা সতর্কতা জারি হতে পারে রাজ্যে

কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ তীব্র গরমে কষ্টের মধ্যে ফের রাজ্যবাসীকে বাধ্যতামূলক ভাবে মাস্ক ব্যবহার করতে হতে পারে। রাজ্যে সম্প্রতি নতুন করে করোনা সংক্রমণ বাড়তে থাকায় এমনই সিদ্ধান্ত নিতে পারে রাজ্য সরকার। মঙ্গলবারই সরকারের তরফে নির্দেশিকা জারি হতে পারে। নবান্ন সূত্রে খবর, রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে রাজ্যের বর্তমান করোনা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা হয়। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে হওয়া বৈঠকে অনেকেই রাজ্যে করোনার সংক্রমণ ফিরে আসা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।রাজ্যে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে সংক্রামিতের সংখ্যা ১০০-র গণ্ডি পেরিয়েছিল। দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতায় এক করোনা আক্রান্তের মৃত্যুও হয়। ২০২৩ সালে রাজ্যে প্রথম কোভিডে মৃত্যু হয়েছিল গত ২৫ মার্চ। তার দু'সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই ১৩ এপ্রিল কলকাতায় করোনা আক্রান্ত এক বৃদ্ধের মৃত্যুর খবর মেলে।শুধু পশ্চিমবঙ্গেই নয়, সম্প্রতি দেশের অন্যত্রও করোনা সংক্রমণ বেড়েছে। পরিস্থিতি উদ্বেগজনক না হলেও আগাম সতর্কতার প্রয়োজন দেখা দিয়েছে সাম্প্রতিক তথ্যে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে এক দিনে ১১ জনের মৃত্যু হয়। তার প্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডবিয়া গত ১৩ এপ্রিল জানিয়েছেন, আগামী আট থেকে দশ দিন সংক্রমণ ধাপে ধাপে বাড়বে। তার পরে তা কমতে শুরু করবে।প্রসঙ্গত, এই মুহূর্তে রাজ্যে মোট করোনা সংক্রমিতের সংখ্যা ৬৪১। রবিবার ৫০০ টপকানোর পরে গত ২৪ ঘণ্টায় ৯০ জন বেড়েছে। এই তথ্য নিয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্য সরকার আগাম সতর্কতা নিতে চায়।

অমিত শাহ ও জেপি নড্ডার সঙ্গে দেখা করবেন বলে দিল্লিতে জানালেন মুকুল রায়

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ পশ্চিমবঙ্গের সুপরিচিত নেতা মুকুল রায় ফের ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রাজনীতি করার ইঙ্গিত দিয়েছেন। গত সোমবার সন্ধ্যায় হঠাৎ করেই দিল্লি চলে যান তিনি। তাকে অপহরণ করা হয়েছে বলে দাবি করেছেন তাঁর ছেলে শুভ্রাংশু। অন্যদিকে দিল্লি যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেন মুকুল রায়। তিনি ছেলেকে পরামর্শ দিয়েছেন যে তিনিও রাজনীতি করতে বিজেপির সাথে হাত মেলান। মুকুল আরও দাবি করেছেন যে তিনি তাঁর রাজনৈতিক অবস্থান সম্পর্কে তার ছেলেকে আগেই জানিয়েছিলেন।এর পরে, মঙ্গলবার রাতে ফের একবার ক্যামেরার সামনে এসে বললেন, আমি ভারতীয় জনতা পার্টির টিকিটে বিধায়ক এবং এখনও বিজেপিতে আছি। অমিত শাহ ও জেপি নড্ডার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। পার্টি আমার থাকার ব্যবস্থা করেছে। অসুস্থতার কারণে আমি রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলাম না কিন্তু এখন আমি সুস্থ হয়েছি এবং বিজেপির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করব।

কর্ণাটকে এবার কংগ্রেসকে ধাক্কা দিলেন অনিল লাদ, যোগ দিয়েছেন জেডি (এস)-এ

বেঙ্গালুরু, ১৯ এপ্রিল ঃ কর্ণাটকে এবার কংগ্রেসকে বড়সড় ধাক্কা দিয়েছেন প্রাক্তন বিধায়ক অনিল লাদ। কংগ্রেস থেকে ইস্তফা দেওয়ার পরই জেডি (এস)-এ যোগ দিয়েছেন তিনি। মঙ্গলবার গভীর রাতে জেডিএস নেতা এইচ ডি কুমারস্বামীর সঙ্গে সাক্ষা করেন প্রাক্তন বিধায়ক অনিল লাদ, এরপর যোগ দেন জেডি (এস) শিবিরে। পেয়েছেন 'বি' ফর্মও।কর্ণাটকের বেল্লারি সিটি বিধানসভা আসনের টিকিটের প্রত্যাশী প্রার্থী ছিলেন অনিল। কিন্তু, ওই আসনে তাঁকে টিকিট দেয়নি কংগ্রেস। এরপরই কংগ্রেস থেকে তিনি ইস্তফা দেন। সময় নষ্ট না করে, মঙ্গলবার গভীর রাতে জেডি (এস) নেতা ও কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী এইচ ডি কুমারস্বামীর সঙ্গে সাক্ষা করেন প্রাক্তন বিধায়ক অনিল লাদ, এরপর যোগ দেন জেডিএস শিবিরে। বেল্লারি সিটির জেডি (এস) প্রার্থী হিসেবে লাদ 'বি' ফর্ম পেয়েছেন।

কংগ্রেসে যোগ দিয়েই পেয়েছেন টিকিট, হুবলি-ধারওয়ার-সেন্ট্রাল আসন থেকে মনোনয়ন পত্র পেশ জগদীশ শেত্তরের

বেঙ্গালুরু, ১৯ এপ্রিল ঃ ভোটে লড়ার জন্য বিজেপির টিকিট পাননি, তাই কার্যত ক্ষুব্ধ হয়েই কংগ্রেসে যোগ দিয়েছিলেন কর্ণাটকের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও প্রবীণ রাজনীতিক জগদীশ শেত্তর। কংগ্রেসে যোগ দিয়েই ভোটে লড়ার টিকিট পেয়েছেন তিনি। জগদীশকে হুবলি-ধারওয়ার-সেন্ট্রাল আসনের প্রার্থী করা হয়েছে। বুধবার ওই আসন থেকে মনোনয়ন পত্র জমা দিয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী জগদীশ শেত্তর।প্রবীণ রাজনীতিক হিসেবে জগদীশ আশা করেছিলেন তাঁকে প্রার্থী করা হবে, কিন্তু তাঁর সেই আশা পূরণ করেনি বিজেপি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে এবার প্রার্থী করেনি বিজেপি। তাই ক্ষুব্ধ হয়েই কংগ্রেসে যোগ দেন তিনি। হাত শিবিরে যোগ দিয়েই প্রার্থী হয়ে গিয়েছেন। হুবলি-ধারওয়ার-সেন্ট্রাল আসনের প্রার্থী করা হয়েছে জগদীশকে, এই আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীহলেন বিজেপি প্রার্থী মহেশ।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২০এপ্রিলঃ বৃহস্পতিবার, ৬ বৈশাখ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২০এপ্রিলঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ৬ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ৬ বৈশাখ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ৫ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ১১ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপুর্নাপূজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪ ৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ ৭২২৭৫৩ (১৬) ৪

আবহাওয়া

আংশিক পরিস্কার আকাশ ।বৃষ্টির হওয়ার সম্ভাবনা নেই। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৪০.০৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৯.০৪এডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৮৮শতকরা এবং৩১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি বুধবার। জোয়ার- সকাল ৬টা ২০ মিনিট এবং রাত-৬টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-৬টা ২০ মিনিট। সূর্য উদয় হবে আজঃ ৫ টা ২২মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে দিনেঃ ৫ টা - ৫৮মিনিটের মধ্যে হবে আজ হতে পারে।

রাশিফল

মেষরাশিঃ কিছু আমোদপ্রমোদের জন্য অফিস থেকে তাড়াতাড়ি বেরোতে চেষ্টা করুন।শুভদিন

বৃষভ রাশিঃআপনার স্বাস্থ্য এবং সৌন্দর্যের উন্নতি করতে যথেষ্ট সময় থাকবে। শুভ দিন হবে আজ

মিথুন রাশিঃবয়স্করা তাঁদের বা।তি শক্তি কোনো ইতিবাচক কাজে লাগালে শুভ ফল পাবেন।

কর্কট রাশিঃআপনার মন ভাল জিনিষের প্রতি আগ্রহী হবে। আপনি জীবনে অর্থের গুরুত্ব বুঝতে পারেন না, তবে আজ আপনি এর তাৎপর্য বুঝতে পারবেন যেহেতু আপনার অর্থের প্রয়োজন হবে তবে এটি করার যথেষ্ট পরিমাণ নেই।শুভ

সিংহ রাশিঃঅতিরিক্ত খাওয়া এড়িয়ে চলুন এবং সুস্থ থাকতে নিয়মিতভাবে হেলথ ক্লাবে যান। আজ জমি বা যে কোনও সম্পত্তিতে বিনিয়োগ আপনার জন্য মারাত্মক হতে পারে।

কন্যা রাশিঃআপনার মনের মধ্যে ইতিবাচক চিন্তা আনুন। অর্থ-সংক্রান্ত সমস্যার কারণে আজ আপনি উদ্বিগ্ন থাকতে পারেন।

তুলা রাশিঃআপনার রসিক আত্মীয়স্বজন আপনার দুশ্চিন্তা দূর করবে আর আপনাকে কাঙ্খিত মুক্তির স্বাদ দেবে। অর্থ ব্যয় হবে

বৃশ্চিক রাশিঃআপনার সন্ধ্যা মিশ্র আবেগ মিশ্রিত হবে যা আপনাকে উত্তেজিত রাখবে। শুভদিন হবে

ধনু রাশিঃআর্থিক সংকচঅট হবে। বিবাহের যোগ হতে পারে

মকর রাশিঃযারা মজা করার উদ্দেশ্য নিয়ে বেরিয়েছেন তাঁদের জন্য নিছকই আনন্দ হবেই।

কুম্ভ রাশিঃআপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে।

মীন রাশিঃআজ আপনি আশার জাদু মন্ত্রের কবলে। আপনার সৃজনশীল প্রতিভা সঠিকভাবে ব্যবহার করলে অত্যন্ত লাভজনক প্রমাণিত হতে পারে।অর্থ ব্যয়।

আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে হুমকি মেসেজ

বনস্পতি দে, হুগলি,১৯ এপ্রিল ঃ আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে হুমকি!জানা গিয়েছে, মঙ্গলবার রাত সাড়ে দশটা নাগাদ সাংসদের হোয়াটসঅ্যাপে

অপরিচিত নম্বর থেকে একটি হুমকি মেসেজ আসে। তাতে লেখা 'তুই বাঁচবি তো?' বুধবার সকালে সাংসদ শ্রীরামপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। চন্দননগর পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বুধবার সকালেই শেওড়াফুলির এক ব্যক্তিকে চিহ্নিত করেছে পুলিশ। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। অপরূপা পোদ্দার দাবি করেছেন, অম্লান দত্ত নামে বছর চুয়ান্নর এক ব্যক্তি তাঁকে এই মেসেজটি করেছেন। তিনি বিজেপির ক্যাডার বলেও উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, বিজেপি ভাবছে আমাকে এই সকল ব্যক্তিদের মাধ্যমে হুমকি দেবে, ভয় দেখাবে। কিন্তু এসব করে কিছু হবে না। আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত লড়ে যাব। মঙ্গলবার থেকে রাজ্য রাজনীতিতে আবারও চর্চিত বিষয় হয়ে উঠেছেন সাংসদ অপরূপা পোদ্দার। নারদ মামলা নিয়ে এদিনই কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন এই তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ। সরাসরি সিবিআইয়ের তদন্তের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছেন। নারদ মামলার এফআইআর থেকে নাম বাদ ও রক্ষাকবচ চেয়ে মঙ্গলবার হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। সাংসদের মামলা গ্রহণও করে আদালত। মামলা যেদিন করলেন, সেই রাতেই অপরূপার কাছে আছে হুমকি মেসেজ। নিয়োগ দুর্নীতিতে সিবিআইএর হাতে তৃণমূল বিধায়ক জীবনকৃষ্ণ সাহা গ্রেফতারির পর টুইটে অপরূপা পোদ্দারকে খোঁচা দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। তিনি দাবি করেন অপরূপা পোদ্দার নিয়োগ দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। পাল্টা অপরূপা বলেন, অধিকারী পরিবারের পক্ষ থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল। তা না করাতেই এই সব কথা। এসবের পরই তাঁর হুমকি মেসেজ আসার পিছনে কী কারণ থাকতে পারে? সে প্রসঙ্গে অপরূপা পোদ্দার বলেন, শুভেন্দু অধিকারীকে তৈরি করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুভেন্দু টুইটেই মুখ খুলতে পারেন, তিনি প্রকাশ্যে এসে কিছু বলতে পারেন না। কারণ তাঁর কাছে কোনও তথ্য নেই। বিজেপি শ্রীরামপুর সংগঠনিক জেলা সভাপতি মোহন আদক বলেন, বাংলার পুলিশ বিরোধীদের জন্য অতি সক্রিয়। এই পুলিশকে শাসকদলের নেতারাই হুমকি দেয়। বিরোধীরা কিছু করলে সামান্য কারণেই গ্রেফতার করা হয়। তবে কাউকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা উচিত নয়।

পয়লা মে থেকে জোকা-তারাতলা লাইনে ট্রেন পরিষেবা দ্বিগুণ হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ যাত্রীদের চাহিদা ও সুবিধার কথা বিবেচনা করে কলকাতা মেট্রো রেল আগামী পয়লা মে থেকে জোকা-তারাতলা পারপেল লাইনে ট্রেন পরিষেবা দ্বিগুণ করতে চলেছে। ওই দিন থেকে ওই লাইনে সোম থেকে শুক্র প্রতিদিন মোট১২ টি র পরিবর্তে ১২ টি আপ ১২ টি ডাউন সহ মোট ২৪ টি ট্রেন চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে কলকাতা মেট্রো রেল সূত্রের খবর। জোকা থেকে প্রথম ট্রেন পরিষেবা সকাল ৮ টা ৫৫ মিনিটে ও শেষ পরিষেবা বিকাল ৪ টা ২০ টে এবং তারাতলা থেকে প্রথম ট্রেন পরিষেবা সকাল ৯ টা ২০ মিনিটে এবং শেষ পরিষেবা বিকেল ৪ টে ৪০ মিনিটে পাওয়া যাবে। এছাড়া ওই দিন থেকে প্রতি সোম থেকে শুক্রবার পর্যন্ত ট্রেনের ফ্রিকোয়েন্সি ৬০ মিনিটের পরিবর্তে ৪০ মিনিট হবে বলেও মেট্রো রেল সূত্রের খবর। মেট্রো রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কৌশিক মিত্র বলেন।

গরমে তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্য জলছত্রের উদ্যোগ নাজিরগঞ্জ পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল ঃ গরমে তৃষ্ণার্ত মানুষের জন্য জলছত্রের উদ্যোগ নাজিরগঞ্জ পুলিশের। গরমে পুড়ছে কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গ। জেলায় জেলায় তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে। এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার যেমন সরকারি স্কুলগুলিতে সাত দিনের জন্য ছুটি এগিয়ে এনেছে এবং তার পাশাপাশি এই তাপপ্রবাহের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সরকার সাবধানতা অবলম্বন করার পাশাপাশি সকলকে ভালো থাকার পরামর্শ দিয়েছে। এই প্রখর চাঁদি ফাটা রোদে যারা বেরোচ্ছেন তাঁদের কথা ভেবে হাওড়ার নাজিরগঞ্জ আইসি থানার পুলিশ বুধবার আন্দুল স্টেশন রোডের পেট্রোল পাম্পের কাছে পথচলতি মানুষ ও গাড়ি চালকদের জন্য ঠান্ডা পানীয় জল ও বাতাসা তুলে দেন। নাজিরগঞ্জ তদন্ত কেন্দ্র থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকের উদ্যোগেই এদিন বেলা ১০টা থেকে এই কর্মসূচি নেওয়া হয়। পুলিশের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পথচলতি মানুষ।

হুগলি জেলায় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি কেন খোলা প্রশ্ন মায়েদের, তীব্র গরমে অনুপস্থিত শিশুরা

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ১৯ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহে যেখানে এই সময় জেলাগুলিতে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি ঠিক সেই সময় অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলি খোলা। এই অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মায়েরা ও শিশুরা প্রখর রোদে তাদের আসতে হচ্ছে অভিযোগ মায়েদের হুগলি জেলা জুড়ে প্রায় সব সেন্টারগুলিতে একই অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের মায়েদের , তাদের বক্তব্য এই ভয়ঙ্কর গরমে ঘর থেকে বেরোনো যাচ্ছেনা কি করে আমরা শিশুদের নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে পৌছবো রাজ্য সরকার স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় ছুটি দিল অথচ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে ছুটি দিল না খোলা রাখলো তাদের প্রশ্ন কেন খোলা রাখা হয়েছে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিকে সেইসব প্রশ্ন করছেন মায়েরা প্রতিটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাদের কাছে বক্তব্য। জেলার অনেক কেন্দ্রের কর্মী ও সহায়িকাদের তাদের বক্তব্য এই চাঁদি ফাটা গরমে আমরা প্রান হাতে নিয়ে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসছি শিশুদেরও খুব অসুবিধা হচ্ছে। মায়েরা খুব বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে আসবে। জেলার প্রায় বেশিরভাগ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে মায়েরা তাদের শিশুদের পাঠানো বন্ধ করে দিচ্ছেন। মায়েরা বলছেন অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র খোলা কেন কেন ছুটি দেওয়া হয়নি বেশকিছু কেন্দ্র সকালে করা হয়েছে আবার এখনও বেশ কিছু কেন্দ্র সকাল এগারোটা থেকে তিনটে পর্যন্ত মায়েরা জানাচ্ছেন শুকনো খাবার দিলেই তো পারে যেমন করানোর সময় দেওয়া হতো সরকার একবার ভেবে দেখলো না এই গরমে শিশুরা কি করে শিশুদের নিয়ে আসছেন না তীব্র গরমে তারা কাহিল হয়ে গিয়েছেন বলে জানা গেল। বেশকিছু অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের বক্তব্য আমাদেরও সেন্টারে আসতে খুব কষ্ট হচ্ছে। এই তীব্র গরমে কখন কি হয় জানিনা ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অঙ্গনাওয়ারী কেন্দ্র গরমে কি করে খোলা রাখল সেটাই অবাক হওয়ার ব্যাপার, মায়েদের ক্ষোভ আমাদের উপর আমাদের দোষ কোথায়।

বিজেপি বিধায়ককে জেরা সিআইডি-র

দুরন্তবার্তা,কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ আরও একবার বিজেপি বিধায়ক নীলাদ্রি শেখর দানাকে জেরা করল সিআইডি। বাঁকুড়ার বিজেপি বিধায়কের মেয়ে মৈত্রী দানা বেআইনি ভাবে কল্যাণী এইমসে চাকরি পেয়েছিল বলে অভিযোগ। উল্লেখ্য, এর আগে বেশ কয়েকবার নীলাদ্রি'র বাড়িতে গিয়েছিল সিআইডি। নিয়োগ দুর্নীতির তদন্তে কল্যাণী এইমসেও গিয়েছিল সিআইডি। এর আগে দু'বার ভবানী ভবনেও ডেকে জেরা করা হয়েছিল নীলাদ্রিকে। সূত্রের খবর, বুধবার আবারও তাঁকে তলব করে জেরা করা হলো।

সপ্তাহান্তে গরম থেকে স্বস্তি পাবে দক্ষিণবঙ্গের কিছু জেলা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ গা জ্বালানো গরম থেকে অবশেষে স্বস্তির পূর্বাভাস! অবশেষে দক্ষিণবঙ্গের ৮ জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পূর্বাভাস জারি করল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী শনিবার দুই ২৪ পরগনা, দুই মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, নদিয়ায় বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বাকি জেলাগুলিতে বৃষ্টি হবে কি না, তা এখনও পর্যন্ত জানায়নি আবহাওয়া দফতর। গত কয়েক দিন ধরে দহনজ্বালায় জ্বলছে দক্ষিণবঙ্গ। বুধবারও প্যাচপ্যাচে গরমে ঘুম ভেঙেছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের। কলকাতা সহ পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় পারদ ইতিমধ্যেই টপকেছে ৪০ ডিগ্রি। এই অসহনীয় গরম থেকে বাঁচতে সকলেই বৃষ্টির অপেক্ষায় ছিলেন। অবশেষে আশার বাণী শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। আগামী ২২ এপ্রিল থেকে আবহাওয়ার পরিস্থিতির উন্নতি ঘটতে পারে। সেই সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ধীরে ধীরে কমবে তাপমাত্রা। তবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপপ্রবাহের পরিস্থিতি বজায় থাকবে। অর্থাৎ, আর মাত্র কয়েক দিন এই দহনজ্বালা সইতে হবে দক্ষিণবঙ্গবাসীকে। বুধবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৯.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩ ডিগ্রি বেশি।

কাশ্যে ''পাঠান এক্স টাইগার''র নতুন থিম ভিডিও

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ ইতিমধ্যেই দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা তুঙ্গে ''টাইগার ভার্সেস পাঠান'' নিয়ে.। এরইমাঝে দর্শকদের উত্তেজনা দ্বিগুণ বাড়িয়ে. বুধবার প্রকাশ্যে ''পাঠান এক্স টাইগার''র নতুন থিম ভিডিও ।যশরাজ ফিল্মসের তরফে প্রকাশ্যে নতুন থিম ভিডিও ছবির। বিশাল শেখর দ্বারা রচিত থিম গানটিতে ''পাঠান'' ছবির এসআরকে এবং সলমনের অ্যাকশন দৃশ্যের কোলাজ দেখা যায় । যদিও কিছুদিন আগে শোনা যায়.এই ছবিটি পরিচালনা করতে চলেছেন পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ । সূত্রের খবর অনুযায়ী, আদিত্য চোপড়ার সিদ্ধার্থ আনন্দের উপর অগাধ আস্থা রয়েছে ।

জিমনাস্টিকে দেশের মধ্যে তৃতীয় হলো জয়নগরের লাবনী দাস

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ১৯ এপ্রিল ঃ কর্মব্যস্ত জীবনে আমাদের থেকে হারিয়ে যাচ্ছে খেলাধুলা। তবে মনের ইচ্ছে ও জেদ থাকলে সব অসম্ভবকেই সম্ভব করা যায়। আর তাই তো গরীব ঘরের মেয়ে হয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি জিমনাস্টিক করে দেশের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করলো জয়নগরের দশম শ্রেনীর এক ছাত্রী। জয়নগর ২ নং ব্লকের সাহাজাদাপুর পঞ্চায়েতের খনিয়া সাহাজাদাপুর দাস পাড়ার লাবনী দাস গত মাসে ব্যাঙ্গালোরে হওয়া জাতীয় স্তরের জিমনাস্টিক প্রতিযোগিতায় পশ্চিমবঙ্গের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে তৃতীয় স্থান অধিকার করলো। জয়নগর ২ নং ব্লকের নিমপীঠ সারদা বিদ্যামন্দিরের দশম শ্রেনীর ছাত্রী ছোট বেলা থেকেই খেলাধুলার প্রতি আলাদা একটা আগ্রহ ছিল। আর তার এই আগ্রহকে তুলে ধরতে এগিয়ে আসেন জয়নগর সৃজনি ক্লাবের দেবাশিষ নস্কর নামে এক জিমনাস্টিক প্রশিক্ষক। তার কাছে নিয়মিত প্রশিক্ষন নেয় লাবনী। আর বাবা মা ও প্রশিক্ষকদের চেষ্টা ও নিজের অদম্য ইচ্ছায় আজ সে রাজ্যের নামকে আবার দেশের সামনে তুলে ধরলেন।বাবা কলকাতায় একটি ক্যাটারিং সার্ভিসে কাজ করে আর মা গৃহবধূ। আর প্রচন্ড অভাব অনটনকে সামনে রেখে সে এগিয়ে চলেছে।তার এই কাজে গর্বিত হয়ে নিমপীঠ রামকৃষ্ণ আশ্রমের সম্পাদক স্বামী সদানন্দজী মহারাজ তাকে সম্মানীত করেছেন। আর এই এত সম্মান পেয়ে খুশি লাবনী। সে চায় পড়াশোনার পাশাপাশি জিমনাস্টিকে আরও মনোসংযোগ করতে। সে এগিয়ে চলুক এই ভাবে সেটাই চায় তার বাবা, মা, প্রশিক্ষক সহ এলাকার মানুষ জন।

গভীর রাতে আগুনে ভস্মীভূত চেঙ্গাইলের ল্যাডলো বাজার

মতিয়ার রহমান, উলুবেড়িয়া,১৯ এপ্রিল ঃ গভীর রাতে আগুনে ভস্মীভূত চেঙ্গাইলের ল্যাডলো বাজার,ক্ষতিগ্রস্থ প্রায় ১৫০টি দোকান, ঘটনাটি ঘটেছে মঙ্গলবার রাত্রি দেড়টা নাগাদ আগুন লাগে চেঙ্গাইলের ল্যাডলো মিল সংলগ্ন ল্যাডলো বাজারে একসঙ্গে একাধিক দোকানে আগুন লাগে, স্থানীয়রা প্রথমে চেষ্টা করে আগুন নেভানোর,খবর যায় দমকলে, প্রথমে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আসে ঘটনাস্থলে পরে আরো ইঞ্জিন আসে ঘটনাস্থলে , আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে, আগুন নেভানোর কাজ শেষ করতে প্রায় সকাল হয়ে যায়, এদিকে আগুন লাগার ঘটনা কে কেন্দ্র করে রয়েছে মানুষের ক্ষোভ, স্থানীয় মানুষের অভিযোগ যে আগুন লাগার পেছনে রয়েছে পরিকল্পনা, আবার কেউ বলছেন খবর পাওয়ার অনেক পরে দমকল বাহিনী এসেছে, অপরদিকে দমকলের পক্ষহতে জানানো হয় খবর পাওয়া মাত্রই তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে যান, উল্লেখ্য সামনে ঈদের সময় যারফলে সমস্ত দোকান ছিল পরিপূর্ণ,যদিও বাজারটি সম্পূর্ণ ল্যাডলো মিলের জায়গায় তায় অভিযোগের তীর মিল কতৃপক্ষের দিকে। কি কারনে আগুন লাগলো তদন্ত শুরু করেছে উলুবেড়িয়া থানার পুলিশ। বুধবার ঘটনাস্থলে পরিদর্শন করেন উলুবেড়িয়ার মহকুমা শাসক শমীক কুমার ঘোষ, উলুবেড়িয়া পৌরসভার পৌরপ্রধান অভয় কুমার দাস উপপৌরপ্রধান সেখ ইনামুর রহমান, চেয়ারম্যান ইন কাউন্সিল সেখ আকবর আলি, উলুবেড়িয়া পৌরসভার প্রাক্তন বিরোধী দলীয় নেতা সাবির উদ্দিন মোল্লা প্রমুখ। ক্ষতিগরস্থ দোকানদারকে ত্রিপল ও ত্রানসামগ্রী তুলে দেওয়া হয় উলুবেড়িয়া পৌরসভার পক্ষ হতে।

সব অর্থলগ্নি সংস্থার মামলার বিচার একই আদালতে, নির্দেশ হাইকোর্টের

কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ সারদা, রোজভ্যালি, এমপিএস সহ সমস্ত বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার বিচার প্রক্রিয়া হবে একই আদালতে। বুধবার এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ইন্দ্রপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ। সারদা কেলেঙ্কারি তদন্ত এখন বিশ বাঁও জলে। বিরোধীরা এখনও সারদা কেলেঙ্কারি তদন্ত নিয়ে মাঝে মধ্যেই সরব হন। কিন্তু তৃণমূল এবং বিজেপিকে চুপ থাকতেই দেখা যায়। এই অবস্থায়নরা রায়ের ফলে কাজের কাজ কতটা হয়, সেটাই দেখার। আদালতের নির্দেশ, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রারকে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্ত বেআইনি অর্থলগ্নি সংস্থার মামলার বিচার প্রক্রিয়া সিবিআই আদালতে কারার ব্যবস্থা করতে হবে। এমপিএস এর কর্ণধার প্রবীর কুমার চন্দ্র সহ ৩ জন আদালতে বলেন, রাজ্যের বিভিন্ন আদালতে মোট ২৮ টি মামলা চলছে। সেগুলির তদন্ত করছে সিবিআই। সেই সমস্ত মামলা এক জায়গায. এনে বিচার করা হোক। সেই আবেদলের পরিপ্রেক্ষিতেই সব মামলা একই সিবিআই আদালতে চালানোর নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এর আগে রোজভ্যালি মামলায় সম্পত্তি হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছিল

কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি ওই বিপুল সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছিল। কলকাতা হাইকোর্ট সেই সম্পত্তিই অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি দিলীপ শেঠের নেতৃত্বাধীন কমিটিকে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়েছে। সারদা , রোজভ্যালির মতো অর্থলগ্নি সংস্থআর দিলির বিরুদ্ধে মামলা চলছে বহু বছর ধরে। কিন্তু আজ পর্যন্ত সিবিআই কিংবা ইডির মতো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি চূড়ান্ত চার্জশিট জমা করতে পারেনি। ২০১৪ সাল থেকে সারদা ও রোজভ্যালি মামলার তদন্ত চালাচ্ছে সিবিআই। নারদকাণ্ডে তদন্ত শুরুর পর পেরিয়ে গেছে পাঁচ বছর। কিন্তু এখনও কোনও মামলাতেই জমা পড়েনি চূড়ান্ত চার্জশিট। ২০১৪ সালে লোকসভা ভোটের আগেই সারদা কেলেঙ্কারির তদন্ত শুরু করে সিবিআই। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে ওই তদন্ত চলে। সুপ্রিম কোর্ট বলেছিল, এই কেলেঙ্কারির পিছনে বৃহত্তর ষড়যন্ত্র রয়েছে। সিবিআইকে সেই ষড়যন্ত্র খুঁজে বার করতে হবে। কিন্তু প্রায় ১০ বছর হতে চলল, এখনও সিবিআই সেই বৃহত্তর ষড়যন্ত্র খুঁজে বার করতে পারেনি। সিবিআই তদন্ত কার্যত শীতঘুমে চলে গিয়েছে। ২০১৪ সালের লোকসভা ভোটের আগে নির্বাচনী প্রচারে এ রাজ্যে এসে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি হুমকি দিয়েছিলেন সারদা কেলেঙ্কারিতে কেউ ছাড় পাবে না। দোষীদের কোমরে দড়ি পরিয়ে ঘোরানো হবে। পাল্টা তোপ দেগে ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বঃেদ্যাপাধ্যায়ও। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সেই হুমকি আর বাস্তবে প্রতিফলিত হয় নি।

ঈদের বাজারে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে তাপপ্রবাহ বিকিকিনি মন্দ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ গরম! শুধু গরম নয়, শরীর পুড়ে যাচ্ছে তীব্র দাবদাহে। প্রায় এক সপ্তাহ হতে চলল কলকাতা সহ গোটা দক্ষিণবঙ্গে গরমে ওষ্ঠাগত প্রাণ। উত্তরবঙ্গের কয়েকটি জেলারও একই অবস্থা। এই তাপপ্রবাহ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ঈদের কেনাকাটায়। ঈদের সপ্তাহে যেমন বিকিকিনি হয়, এবার তেমনটা হচ্ছে না। বিকিকিনি মন্দ, তাই স্বাভাবিকভাবেই মন খারাপ বিক্রেতাদের। মাত্রাতিরিক্ত গরমের কারণে নিউমার্কেট হোক অথবা হাতিবাগান, কলকাতার প্রায় প্রতিটি বাজারই শুনশান, লু বইছে তাই কেউ বাড়ির বাইরে বেরোচ্ছেন না। দোকানিরা দোকান খুলে বসলেও, ক্রেতাদের দেখা নেই। বিক্রেতারা এখন শুধুই বৃষ্টির অপেক্ষা করছেন, কিন্তু বৃষ্টি আর হচ্ছে কই! চাতক পাখির মতো অপেক্ষা করা ছাড়া আর তো কোনও উপায় নেই, এমনটাই শোনা যাচ্ছে বিক্রেতাদের মুখে। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত হাতেগোনা কয়েকজন ক্রেতাকেই দেখা যাচ্ছে বাজারে, কোনও কোনও দিন অবশ্য সন্ধ্যায় বাজারে আসছেন ক্রেতারা, তাতে কিন্তু মন ভরছে না বিক্রেতাদের। বাজারে ক্রেতাদের দেখা সেভাবে না মিললেও, অনলাইন কেনাকাটায় ভিড় বেড়েছে বেশ খানিকটা। অনলাইনে কেনাকাটা বেড়েছে তুলনামূলকভাবে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে স্বাধীনত্তোর বাংলায় সর্বকালীন রেকর্ড

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিল ঃ বিদ্যুৎ উৎপাদনে

স্বাধীনত্তোর বাংলায. সর্বকালীন রেকর্ড হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিদ্যুৎ মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস বুধবার এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এই দাবি করেছেন। বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, তীব্র তাপপ্রবাহ চলছে সারা বাংলা জুড়ে। সেই সঙ্গে উত্তরোত্তর বাড়ছে বিদ্যুতের চাহিদা। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় বাংলায় ১৮ই এপ্রিল ২০২৩ মঙ্গলবার বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ৯০২৪ মেগাওয়াট। পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ দপ্তরের পক্ষ থেকে আমরা গর্বের সঙ্গে জানাচ্ছি মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই রেকর্ড চাহিদা পূরণ করে বাংলার ২ কোটি ২২ লক্ষ গ্রাহকদের সুষ্ঠুভাবে নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা পৌঁছে দিতে আমরা সক্ষম হয়েছি। এখন পর্যন্ত পূর্ববর্তী রেকর্ড ছিল ২০২২ সালের ১৭ ই আগস্ট, ৭৮৩২ মেগাওয়াট। বিদ্যুৎ উৎপাদন (ডব্লুবিপিডিসিএল), সংবহন (ডব্লুবিএসইটিসিএল) এবং বন্টন (ডব্লুবিএসইডিসিএল) এই তিনটি সংস্থা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করে ১৮ই এপ্রিল ২০২৩ এর বিদ্যুতের এই রেকর্ড পরিমাণ চাহিদাকে মিটিয়ে গ্রাহকদের নিরবিচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে সক্ষম হয়েছে। এছাড়াও গতকাল সিইএসসি র সর্বোচ্চ চাহিদা ছিল ২৫২৪ মেগাওয়াট -এটাও সর্বকালীন রেকর্ড।

বিয়ে করছেন 'মন্দার' খ্যাত অভিনেতা দেবাশীষ মন্ডল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা,১৯ এপ্রিল ঃ সিনেজগতে এবার সুখবর। বিয়ের পথে 'মন্দার' খ্যাত অভিনেতা। অনির্বাণ ভট্টাচার্যের মন্দার সিরিজ থেকে বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল অভিনেতা দেবাশিস। যদিও নাট্যমঞ্চে বহুদিন আগে থেকেই জনপ্রিয় সে। শোনা যাচ্ছে দীর্ঘকালের বান্ধবীকেই নাকি বিয়ে করতে চলেছেন দেবাশিস। যদিও কবে তা জানায়নি অভিনেতা। আপাতত অভিনেতা পরিচালক সপ্তাশ্ব বসুর ওয়েব সিরিজের শুটিংয়ে ব্যস্ত। এই সিরিজে তাঁকে দেখা যাবে দ্বৈত চরিত্রে। ন্যাশনাল স্কুল অব ড্রামা থেকে পাশ করার পর মুম্বই, দিল্লি, পুণেতে চুটিয়ে কাজ করেছেন তিনি। বর্তমানে কলকাতার চেনা মুখ দেবাশিস মণ্ডল । টলিপাড়ার পরিচালক, প্রযোজকদের থেকে বেশ ডাকও পাচ্ছেন। কাঁচরাপাড়ার ছেলে দেবাশিস কাজের সূত্রে এখন কলকাতাতেই থাকেন।

বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড হাওড়ার মিল মার্কেটে, পুড়ে ছাই শতাধিক দোকান

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল ঃ হাওড়ার চেঙ্গাইল স্টেশন লাগোযা. লাডলো মিল মার্কেটে বিধ্বংসী আগুন। মঙ্গলবার গভীর রাতে আগুন লাগে। মুহূর্তের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে .পড়ে। ব্যবসায়ী ও স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পরে দমকলের ১০টি ইঞ্জিনের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায় স্থাযী. এবং অস্থাযী. মিলিযে .দেড়শোর বেশি দোকান। বুধবার হাওড়া পুলিশের তরফে জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হযেছে, লাডলো মিল মার্কেটে মধ্যরাতে আগুন লাগে, খবর পাওযার সঙ্গে সঙ্গেই পুলিশ ও দমকল বিভাগের কর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে। তবে মার্কেট হওযায .পলিথিন ও কাঠের দোকানের সংখ্যাই বেশি ছিল। ঘটনাস্থলে দমকলের ১০টি ইঞ্জিন থাকা সত্ত্বেও শতাধিক দোকান পুড়ে গেছে। বুধবার সকাল ৯টা পর্যন্ত আগুন নেভানোর অভিযান চলে। কীভাবে আগুনের সূত্রপাত হযেছে তা এই মুহূর্তে পরিষ্কার নয়। ব্যবসাযীদের দাবি, ইদ উপলক্ষ্যে দোকানগুলিতে প্রচুর জিনিসপত্র মজুত ছিল। হঠাৎ আগুন লাগায .বিপুল টাকার ক্ষতি হয়েছে। তবে হতাহতের কোনও খবর নেই। আগুন লাগার সঠিক কারন জানতে তদন্ত চলছে।

দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন

দুরন্ত বার্তা,উলুবেড়িয়া,১৯ এপ্রিল ঃ দামোদর নদের উপর সেতু নির্মাণের জন্য ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হলো শ্যামপুরের ভবানীপুরে। শ্যামপুর ১নং ব্লকের ১০টি পঞ্চায়েতের মধ্যে ৪টি পঞ্চায়েতের যথাক্রমে ধান্দালী, বেলাড়ি, নবগ্রাম,ও বালীচাতুরী অঞ্চলের মানুষকে বিডিও অফিসে যেতে হলে দামোদর নদের উপর তৈরি কাঠের সেতুর উপর দিয়ে পয়সা খরচ করে যেতে হয়। এই ভবানীপুরে দামোদর নদের উপর যাতায়াতের জন্য একটি কংক্রিটের সেতু নির্মাণের দাবি ছিল দীর্ঘ দিনের, অবশেষে পুরন হতে চলেছে দীর্ঘ দিনের অপেক্ষা। ম্যাকিনটস বার্ণ লিমিটেড কোম্পানির তত্ত্বাবধানে প্রায় ১২কোটি টাকা ব্যায়ে আগামী এক বৎসরের মধ্যে তৈরি হবে, ৯০মিটার লম্বা ও সাড়ে সাত মিটার চওড়া সেতু। বুধবার শ্যামপুরের সেতু নির্মাণের জন্য ভবানীপুরে ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন রাজ্যের জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্ত মন্ত্রী পুলক রায়,আরো উপস্থিত ছিলেন শ্যামপুরের বিধায়ক কালীপদ মন্ডল, তিনি বলেন শ্যামপুরের মানুষের দুটি দাবী দীর্ঘ দিনের একটি হলো ভবানীপুরে দামোদর নদের উপর সেতু, অপরটি বোয়ালিয়ায় দামোদর নদের উপর অপর একটি সেতু, প্রথমটি পুরন হতে চলেছে, পরবর্তীতে বোয়ালিয়া সেতুর কাজ হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। হাওড়া জেলা শাসক শ্রীমতি মুক্তা আর্য, অতিরিক্ত জেলা শাসক পঞ্চায়েত সৌমেন কুমার পাল, উলুবেড়িয় মহকুমা শাসক শমীক কুমার ঘোষ,শ্যামপুর ১নং বিডিও তন্ময় কার্যী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সেখ নাসরিন,শ্যামপুর ২নং পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জুলফিকার আলী মোল্লা, হাওড়া জেলা পরিষদের অধ্যক্ষ নদেবাসী জানা, কর্মাধ্যক্ষ অজয় মন্ডল প্রমুখ।

স্বামীর মৃতদেহ আগলে টানা প্রায় দু'দিন ঘরে বসে রইলেন অসুস্থ স্ত্রী

দুরন্তবার্তা, হাওড়া, ১৯ এপ্রিল ঃ হাওড়ায় ফের কলকাতার রবিনসন স্ট্রিটের ছায়া। ঘরেতে প্রায় ২ দিন ধরে মৃত অবস্থায় পড়ে রয়েছে স্বামীর দেহ। চারিদিকে দুর্গন্ধ ছাড়ছে। অসুস্থ স্ত্রী সেই মৃতদেহ নিয়েই আগলে বসে আছেন একই ঘরে। ঘটনাটি ঘটেছে বুধবার হাওড়ার ব্যাঁটরা ডুমুরজলার এইচআইটি কোয়ার্টারে। বুধবার দুপুরে দুর্গন্ধ পেয়ে এলাকার লোকজন খবর দেন পুলিশে। ব্যাঁটরা থানার পুলিশ এসে দরজা ভেঙে উদ্ধার করে সমর ভট্টাচার্য (৭৫) নামের বৃদ্ধের পচাগলা মৃতদেহ। তাঁর স্ত্রী রমা ভট্টাচার্যকে দেখভালের জন্য পরিবারের অন্য সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে।মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে হাওড়া ব্যাঁটরা থানার অন্তর্গত ডুমুরজলা এইচআইটি কোয়ার্টারে। এখানে চল্লিশ নম্বর ব্লকের টাইপ ফোর এর সাত নম্বর রুমে সস্ত্রীক থাকতেন সমরবাবু। তাঁরা নিঃসন্তান ছিলেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সমরবাবু অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক কর্মী। খুবই মিশুকে ছিলেন।ওনার স্ত্রী রমা ভট্টাচার্য অসুস্থ ও কিছুটা মানসিক ভারসাম্যহীন। যে কারণে কাউকে উনি স্বামীর মৃত্যুর খবর কাউকে দিতে পারেননি। কিন্তু কিভাবে সমরবাবুর মৃত্যু হলো তা এখনও পরিস্কার নয়। স্থানীয় বাসিন্দা সুমিত পাল বলেন, আমরা মামা বলে ডাকতাম। শুনেছিলাম উনি অসুস্থ। উনি নিজেই বলেছিলেন তিনি অসুস্থ। এরপর শুনি এমন ঘটনা। ওনার বাড়িতে কেউ নেই।

শুধু স্বামী স্ত্রী থাকেন। ওনার স্ত্রী মানসিক অসুস্থ। ওনার কোমর ভেঙে গিয়েছিল। সেইজন্য ভাল করে হাঁটতে পারতেন না।

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা সুবীর পাল বলেন, মামা আমাদের সঙ্গে ওতপ্রতোভাবে সকলের সঙ্গে মিশতেন। মনে হচ্ছে বাড়িতে পড়ে গিয়ে স্ট্রোক হয়ে পড়ে গিয়ে রক্তপাত হয়েছিল। বিষয়টি কেউ জানতে পারেন নি। পরে খবর পেয়ে থানায় খবর দেওয়া হয়। থানা থেকে এসে উদ্ধার করা হয়। অনুমান উনি ২ দিন আগেই মারা যান। এটা অত্যন্ত মর্মান্তিক ঘটনা। অপর এক প্রতিবেশী জানান, ওনার নাম সমর ভট্টাচার্য। উনি পুজোপাঠ নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। উনি ব্যাঙ্কে চাকরি করতেন। অনেক বছর আগে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। তারপর থেকে পুজো পাঠ করে চলত। ওনার সেরিব্রাল হবার পর কোমর ভেঙে গিয়েছিল। শরীর অসুস্থ ছিল। পাশের বাড়ির লোকেরা গন্ধ পেয়ে দরজায় ধাক্কা মেরে ডাকাডাকি করে। কিন্তু সাড়া না দেওয়ায় প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করে। তাঁরাই পুলিশকে খবর দেন। এই ঘটনা সম্পর্কে ব্যাঁটরা থানার পুলিশ জানিয়েছে, বুধবার বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ তাঁরা খবর পান যে সমর ভট্টাচার্য (৭৫), ব্যাঁটরার এইচআইটি কোয়ার্টার ব্লক ৪০, টাইপ ৪, ৭নং রুমের বাসিন্দা তাঁর বাড়িতে মারা গেছেন। তিনি কিছু রোগেও ভুগছিলেন। এরপর পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ হাওড়া হাসপাতালে পাঠায়। সম্ভবত দিন দুয়েক আগেই তাঁর মৃত্যু হয় বলে অনুমান। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে বিষয়টা জানা যাবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৮ বর্ষ, দৈনিক ১৩৯ সংখ্যা, বৃহস্পতিবার, ৬ বৈশাখ ১৪৩০

বজবজে 'কামাগাটামারু'তে গদর পার্টির স্বাধীনতা সংগ্রাম

রবীন্দ্র কুমার শীল

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতেই বাংলা তথা পাঞ্জাবের বিপ্লবীরা জার্মান দেশের সহযোগিতা নিয়ে ভারতকে স্বাধীন করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ভারতের এই স্বাধীনতা করার প্রয়াসকে বল হয় 'জার্মান ষড়যন্ত্র'। এই জার্মান দেশের সঙ্গে অস্ত্র সরবরাহের সম্পর্ক তৈরি করে ফেলেছিল বাংলার বিপ্লবীরা। কিন্তু সেই জার্মান অস্ত্র সরবরাহ করার ব্যাপারটা ইংরেজরা জানতে পেরে তা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। বাংলার পাশাপাশি পাঞ্জাব বিপ্লবী আন্দোলনে অংশ গ্রহণ করেছিল। বাংলার 'যুগান্তর' (১৯০৬) মতো 'গদর পার্টি' বিপ্লবী দল হিসাবে নাম করতে শুরু করে। 'গদর' শব্দের অর্থ বিদ্রোহ। ভারতের বংশোদ্ভূত বিপ্লবী হরদয়াল আমেরিকায় 'গদর' নামে একটি সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। ভারতে ব্রিটিশ শাসন উৎখাত করতেই গদর পার্টি তৈরি করা হয়েছিল। 'গদর' পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল বিদ্রোহী মানসিকতা তৈরি করে ইংরেজ শাসনকে ভয় দেখিয়ে ভারত ত্যাগ করতে বাধ্য করানো। সেই সময়ে গদর ইংরেজি, উর্দু, গুরুমুখী প্রভৃতি ভাষায় প্রকাশ লাভ করেছিল। এই 'গদর' পত্রিকাটি ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা এবং এশিয়া দেশগুলিতে ভারতীয় এবং ভারতীয় সেনাদের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া হতো যাতে জাতীয় জাগরণ সৃষ্টি হতে বেশি দেরি না হয়। 'গদর দল' এর নেতা ছিলেন হরদয়াল। তিনি উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। সংবাদপত্রে শুধু ইংরেজদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ালেন তা নয়, তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে জার্মানদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ আসন্ন। জার্মানদের পক্ষ নিয়ে তিনি ভারতের স্বাধীনতার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য উদ্যোগী হলেন। জার্মানীর সাহায্যে ভরতকে স্বাধীন করতে হবে এই সব কথা প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল গদর পার্টির সদস্যরা। হরদয়ালের গদর দলের বিখ্যাত কর্মীদের মধ্যে রামচন্দ্র ও বরকুতুল্লাহ ছিলেন। পরবর্তীকালে জার্মানদের সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ শুরু হলে গদর দলের বহু ভারতীয়রা অংশ গ্রহণ করে তাকে শক্তিশালী দল হিসাবে গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিল। ১৯১৪ সালে ১৬ মার্চ আমেরিকারয় ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টি করার অপরাধে আমেরিকা সরকার হরদয়ালকে গ্রেফতার করলো। জামিনে মুক্তি পেয়ে তিনি সুইজারল্যাণ্ড চলে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে জার্মান সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করার চষ্টা করতে থাকেন। 'ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল পার্টি' গঠিত হল। বলা যেতে পারে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল। এই কমিটিতে প্রথম থেকে ছিলেন হরদয়াল, তারকনাথ দাশ, বরকতুল্লা, চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী ও হেরম্বলাল

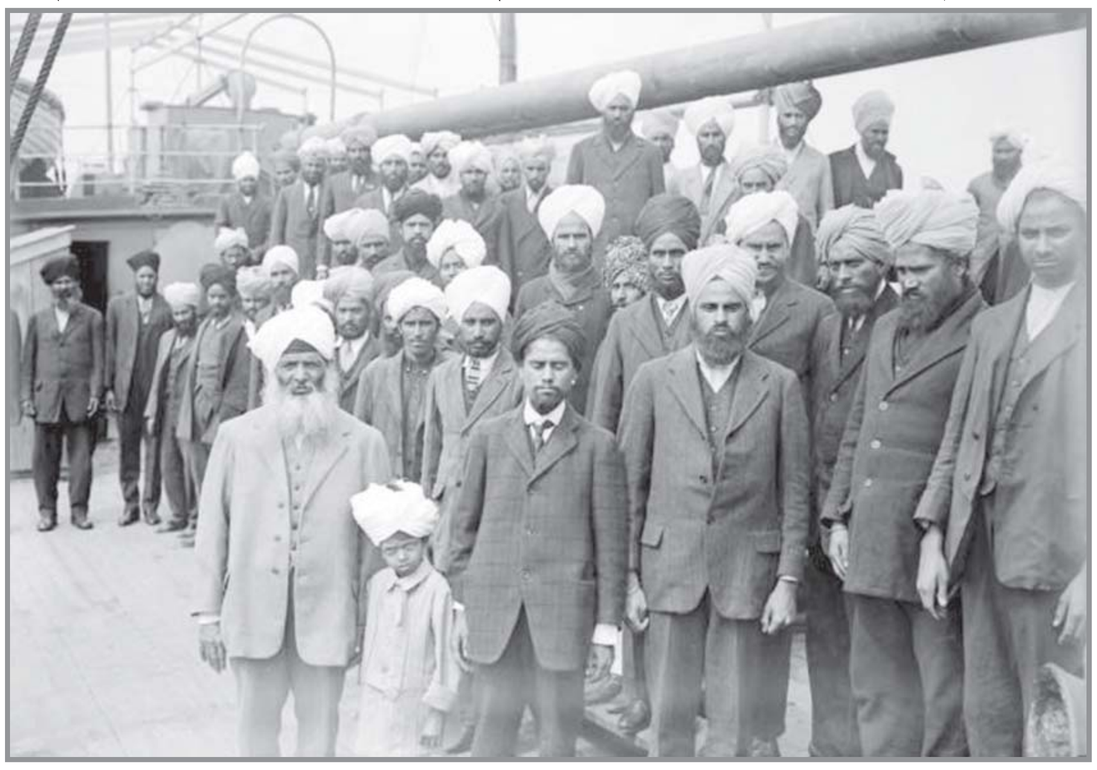

গুপ্ত সহ আরও অনেকে। ভারত-জার্মান ষড়যন্ত্র মামলায় চন্দ্রকান্ত এবং হেরম্বলাল এর সানফ্রানসিস্কোতে বিচার হয়। গদর দলের বেশ কয়েকটি কেন্দ্র ছিল। তার মধ্যে কালিফোরনিয়া এবং সানফ্রানসিস্কো কেন্দ্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কলকাতার যুগান্তর বিপ্লবী দলের নামানুসরে সেখানে 'যুগান্তর আশ্রম' তৈরি হয়েছিল। হরদয়ালের অবর্তমানে রামচন্দ্র দল পরিচালনা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। গদর দলের আহ্বানে বহু শিখরা উৎসাহিত হতে শুরু করে দিল। জার্মান এবং ইংরেজ যুদ্ধ বাধার সম্ভাবনা দেখা দিল। ভারতীয়দের পক্ষে ইংরেজ বিতারণের সুবর্ণ সুযোগ এসে উপস্থিত হল। এই সুযোগ গ্রহণ করতে গদর দলের সদস্য অপেক্ষা করতে থাকলো এবং তারা মুখপত্র দিয়ে বিপ্লবী প্রচার করতে শুরু করে দিল আরও বেশি করে। দলের সদস্য প্রকাশ্যে এবং গোপনে ভারত স্বাধীনতার পক্ষে স্লোগান তুলতে শুরু করে দিল। ১৯১৩ সালে কানাডা প্রবাসী শিখ এবং অন্যান্য ভারতীয়দের ক্ষোভ সঞ্চারিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। কানাডার নতুন ইমিগ্রেশন আইনে শিখবাসীদের কানাডায় যেতে গেলে দুশো টাকা করে দিতে হবে। আর কানাডায় যেতে হবে তাদের নিজ জন্মভূমি থেকে। শিখদের এই অসুবিধাকে গদর দল কাজে লাগাতে শুরু করে দিল। কানাডায় তখন চার হজার পাঞ্জাবী শ্রমিক ছিল। এদের মধ্যে হরদয়ালের বহু সমর্থক ছিল। আবার অনেকে উপার্জন করতে আমেরিকায় গিয়েছিল। তখন যুদ্ধ হয়নি। কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতি তৈরি হতে শুরু করেছে। সেই সময়ে হঠাৎ করে একজন ধনী শিখ ব্যবসায়ী গুরুদিৎ সিং সিঙ্গাপুরে ও মালয়ে বিশাল ব্যবসা করতেন। পাঞ্জাবীদের কানাডায় নিয়ে যেতে পারলে তারা সেখানে অর্থ উপার্জন করতে পারবে বলে মনে করে একটি জাহাজ ভাড়া করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন। এজেন্দদের মাধ্যমে জাপানি জাহাজ 'কামাগাটামারু' ভাড়া করলেন এবং সেখানে হংকং, সাংহাই, ইয়োকোহামা এবং অন্যান্য বন্দর থেকে শিখদের কাছে টিকিট বিক্রি করে জাহাজের আরোহী করে নেন। গুরুদিৎ সিং এর উদ্দেশ্য ছিল শিখদের কানাডা বন্দরে নিয়ে যেতে পারলে সেখানকার সরকার যাত্রীদের কানাডায় প্রবেশ করতে দিতে বাধা দেবে না। তবে কেউ কেউ বলেছিলেন গুরুদিৎ সিং এই ব্যাপারটাকে নিয়ে একটি সঙ্কট সৃষ্টি করার তালে ছিলেন একজন শিখ লাহোর ষড়যন্ত্র মামলা চলার সময়ে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে গুরুদিৎ সিং এর ইচ্ছা ছিল কানাডায় যদি ভারতীয়দের নামতে না দেয় তাহলে ভারতে ফিরে গিয়ে ব্রিটিশদের তাড়িয়ে দেবে। যা হোক শিখ যাত্রীরা ঘটি বাটি বিক্রি করে জাহাজে উঠার টিকিট সংগ্রহ করতে যাত্রা শুরু করে দিল। ১৯১৪ সলে ৪ এপ্রিল হংকং থেকে কামাগাটামারু যাত্রা শুরু করে ৩৭২ যাত্রীকে সংঙ্গে নিয়ে। ইয়োকোহামায় এবং অন্যান্য বন্দরে জাহাজ থামলে সেখানে গদর বিপ্লবীরা এসে বিপ্লবী মুখপত্র বিলি করে বিপ্লবীবের বীজ বোপন করতে শুরু করে। কিন্তু এই সব যাত্রীরী বিপ্লবী দলে যুক্ত ছিল না। কিন্তু তারা পরে বিপ্লবী মন্ত্রে দীক্ষিত হতে শুরু করে। মে মাসের শেষে কামাগাটামারু ভ্যাংকোভারে এসে পৌঁছায়। কনাডার কর্তৃপক্ষ জাহাজ থেকে শিখদের নামতে দিল না। তখন গদর দলের সদস্যরা গদর মুখপত্র বিলি করতে শুরু করে। কানাডা পুলিশ তাড়া দিতে শুরু করে যাতে জহাজাটি দ্রুত বন্দর ত্যাগ করে। কানাডার পুলিশের সঙ্গে হাতাহাতি হতে শুরু করে দিল। জাহাজের আরোহীরা পুলিশের দিকে বন্দুক তাক করে গুলি ছুঁড়তে শুরু করলে পুলিশ পালিয়ে যায়। শিখ আরোহীরা এবারে জাহাজের ক্যাপ্টেনকে জাহাজ ছাড়তে বাধা দিতে থাকে। পরে কানাডার নৌ বাহিনীর সেনারা এসে বাধ্য করায় জাহাজকে বন্দর ছেড়ে চলে যেতে। আশা করেছিল ব্রিটিশ সরকার তাদেরকে রক্ষা করবে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার চুপ করে থাকলো। তার ফলে ব্রিটিশ সরকারের উপরে ক্ষিপ্ত হতে থাকলো যাত্রীরা। এদিকে গদর দলের মুখপত্র জাহাজের যাত্রীদের ব্রিটিশ বিরোধিতায় অংশ গ্রহণ করতে যাত্রীদের উস্কানি দিতে শুরু করলো। জাহাজের যাত্রীরা জানতে পেরেছিল ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে জার্মান দেশের যুদ্ধ শুরু হয়ে গিয়েছে। তারা তখন কায়মনোবাক্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ধ্বংস কামনা করতে শুরু করলো। জাহাজ হংকং এসে উপস্থিত হল। তখন গুরুদিৎ সিং হংকং কর্তৃপক্ষকে জানালেন যে কিছু খাদ্য পানীয় জল পেলে তারা বন্দর ত্যাগ করে চলে যাবে। কিন্তু ইয়োকোহামায় ব্রিটিশ দূত খাদ্য ও পানীয় দিতে রাজি হলেন না। তারপরে জাপান থেকে ভারত সরকারের কাছে ব্রিটিশ দূতের টেলিগ্রাম আসে কী করা যেতে পারে। ভারতের ব্রিটিশ সরকার জাহাজের যাত্রীদের জন্য খাদ্য এবং পানীয় দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরপরে 'কামাগাটামারু' জাহাজ কলকাতার দিকে রওনা হতে থাকে। অনেক যাত্রী কলকাতায় আসার ইচ্ছাপ্রকাশ করেনি। তারা চেয়েছিল হংকং বা সিঙ্গাপুরে নেমে যাবে। কিন্তু তাদেরকে সেখানে নামতে দেওয়া হয়নি। এর ফলে যাত্রীরা ভয়ঙ্কর রকমে উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল। ১৯১৪ সালে ২৯ সেপ্টেম্বর কলকাতার দক্ষিণ দিকে বজবজ জেটিতে এসে উপস্থিত হয় 'কামাগাটামারু' জাহাজ।

উত্তর প্রদেশে আর সন্ত্রাসরাজ চলবে না

সম্পাদকীয় ১

সন্ত্রাস রাজ চলবে না উত্তর প্রদেশে সেই বার্তা দিতে শুরু করে দিয়েছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি শিল্পপতিদের অভয় দান করেছেন যে কোনও দুস্কৃতি বা রাজনৈতিক দলের নেতা বা কর্মীরা শিল্প গড়তে আর্থিক জুলুম করবে না শিল্পপতিদের ওপরে। শিল্প গড়তে শিল্পপতিদের নিরাপত্তা দেবে উত্তর প্রদেশ সরকার। উত্তর প্রদেশ গুণ্ডা রাজ বলে খ্যাত ছিল। বহু লোক ভয়ে সেখানে দিন কাটাতো। জানতে পারা গিয়েছে এক সময়ে বেনারস ছিল গুন্ডাদের রাম রাজত্ব। সেখানে গুণ্ডারা এলাকা দখল করে রাজ করতে থাকতো। এক এলাকার এক একটি বিখ্যাত মস্তান। আবার তাদেরকে রাজনৈতিক দলের নেতা পুষতো এবং ভোটের সময়ে এদের দিয়ে নির্বাচন করতো উত্তর প্রদেশের প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দাদারা। এখন চলছে যোগী আদিত্যনাথের সরকার। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন শিল্পপতিরা উত্তর প্রদেশে শিল্প গড়তে পারে। কোনও রকম আর জুলুম হবে না। জমি অধিগ্রহণ থেকে শুরু করে শিল্প গড়ার ব্যাপারে উত্তর প্রদেশে শিল্প দফতর তদারকি করবে। সেখানে এখন শিল্পপতিরা শিল্প গড়ার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করতে শুরু করেছে। যে বেনারসের রাতের বেলা প্রতিদিন খুন হতো সেই বেনারসে এখন রাতের বেলার নির্ভয়ে সফর করতে পারে। কোনও ভয় নেই আর। মুখ্যমন্ত্রী পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন বেনারসের গুণ্ডারাজ এখন খতম হয়ে গিয়েছে। সেখানকার বাড়িগুলি দখলদারি কাজ করে বহুতল বাড়ির নির্মাণ করা থেকে শুরু করে সব কিছুর দেখভাল করতো দুস্কৃতিকারীরা। সেই সব দুস্কৃতিকারীদের ভদ্র হতে বলে দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ। তিনি এখন তো মাফিয়াদের প্রধান ভয়ের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছেন। তিনি পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন উত্তর প্রদেশে থাকতে গেলে এখন থেকে খেটে খেতে হবে। নাহলে সেখান থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হবে। ব্যবসা করো। ভদ্রভাবে থাকতো। একটা পরিবার চালাতে একটি ব্যবসা করলেই তার থেকে যে লাভ হবে তাই যথেষ্ট। একটি লোকের কোটি কোটি টাকা কিসের জন্য প্রয়োজন? আগে টাকা নিয়ে অস্ত্র কিনতো গুণ্ডামি করার জন্য। বিরোধী দলকে খতম করতে শক্তিশালী বোমা ক্রয় করতো। সেই সব রাজ এখন আর উত্তর প্রদেশে চলবে না। বেনারসের থেকে আগত একজন বাঙালি ব্যবসীয়া বলেছেন যে এখন গুণ্ডরা এনকাউন্টারে মারা যেতে শুরু করে দিয়েছে। নামকরা সব কুখ্যাত গুণ্ডা। তাদের মারা তো দূরের কথা তাদের কাছে পৌঁছানো কারোর সাহস ছিল না। কিন্তু আদিত্যনাথ সরকারের আমলে একে একে এই সব কুখ্যাত গুণ্ডারা বিভিন্ন সংঘর্ষে মারা পড়তে শুরু করে দিয়েছে। যোগী আদিত্যনাথ বলেন যে সহজ হাতে যখন ঘি উঠবে না তখন আঙ্গুলটা একটু বাঁকা করতে হবে। না হলে চলবে না। দুর্নীতি করার কথা মন্ত্রীরা ভাবতে পারে না। যোগী আদিত্যনাথের সরকারের কোনও ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা দুর্নীতি করেছেন তার প্রমাণ কেউ দিতে পারবে না। দুর্নীতির করার কথা ভাবে না। কেন্দ্রে মোদি সরকারের কোনও মন্ত্রী সাহস পায় না দুর্নীতি করার। শিল্পপতিদের রক্ষা করে সরকার চলছে সেটা হচ্ছে অন্য সূত্র। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারের কোনও মন্ত্রী প্রকাশ্যে দুর্নীতি করছে তা কিন্তু দেখাতে পারবে না। ইউপিএ সরকারের আমলে প্রকাশ্যে কমনওয়েলথ কেলেঙ্কারী হয়েছিল। সেই দুর্নীতির ফলে কমনওয়েলথ গেমস বন্ধ হয়ে যেতে শুরু করে দিয়েছিল।

দুষ্কৃতি দমনে আরও শক্ত হতে হবে

সম্পাদকীয় ২

যোগী আদিত্যনাথ পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন উত্তর প্রদেশে থাকতে গেলে অতীত জীবনকে ভুলে যেতে হবে। নতুন জীবন নিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বাঁচতে হবে। নাহলে উত্তর প্রদেশ ত্যাগ করতে হবে। এছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও পথ খোলা নেই। আতিকের পুত্রকে যেদিন পুলিশের এনকাউন্টারে মারা গেল সেদিন পুলিশের জয়ধ্বনি শুনতে পারা গিয়েছিল। এবারে একেবারে পুলিশ বেষ্টনির মধ্যে বহু সাংবাদিকদের সমানে আততায়ী জয় শ্রীরাম ধ্বনি দিতে দিতে আতিককে লক্ষ্য করে গুলি করে হত্যা করে পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণ করলো। দাগী আসামিদের বহু বার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল। ভদ্র হয়ে চলার পথ বাতলে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু রক্তে যাদের দুর্নীতি মিশে গিয়েছে তাদেরকে সংশোধন করাটা কুবই মুশকিল। সহজে তারা সংশোধন হতে চায় না। জনপ্রতিনিধিরা আগে কী অবস্থায় ছিলেন তারপরে তিনি নির্বাচনে জিতে জনপ্রতিনিধি হয়ে কী হয়েছেন তা কি কোনও দিন ঘরে বসে আত্মসমালোচনা করেছেন। বা নিজের অতীতের চেহারার সঙ্গে বর্তমান জনপ্রতিনিধি হওয়ার চেহারার সঙ্গে মিলিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গে সর্বহারা মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, অজয় মুখার্জি, সিদ্ধার্থ রায়। সেই সব সর্বহারা মুখ্যমন্ত্রীদের আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার দেখতে পাবে না। মনে আছে সেই সময়ে কংগ্রেসের একটি পত্রিকা ছিল 'জনসেবক'। সেই কংগ্রেসী দৈনিক 'জনসেবক' প্রকাশ্যে পশ্চিমবঙ্গের রূপকার বিধানচন্দ্র রায়ের কাজের সমলোচনা করেছিল প্রথম পাতায়। তা নিয়ে রাইটার্স বিল্ডিংস তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল। সেই সময়ে বিধান চন্দ্র রায় জনসেবক পত্রিকার সাংবাদিকদের ডেকে কোনও রকম হুমকি দিতে পারেননি। আজকে সেই দিনের কথাকে স্মরণ করাও চলবে না। কেন্দ্রীয় সরকার কোনও দিন আদানি কাণ্ড নিয়ে মুখ খুলবে না। টাটাদের ব্যাপারে মুখ খুলবে না। কোনও শিল্পপতিদের দিকে তাকিয়ে মুখ খুলবে না। কারণ ভারতের অর্থনীতিটা নির্ভর করে এই সব শিল্পপতিদের ওপরে। তাদের শিল্প নীতির সিদ্ধান্তে ভারতবর্ষ শিল্প এর দিক দিয়ে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে।

'আফগানিস্তান ছাড়ো পাকিস্তান' স্লোগান কাবুলে

বিশেষ প্রতিনিধি

'আফগানিস্তান ছাড়ো পাকিস্তান' আওয়াজ উঠলো কাবুলে। পাক বিরোধী মিছিলে অংশ নিচ্ছে মেয়েরা। আফগানিস্তানে তালিবানদের পুনরায় শাসন ফিরিয়ে নিয়ে আসার পিছনে পাকিস্তানের হাত রয়েছে সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। কুড়ি বছর ধরে সেখানকার মেয়েরা পাশ্চাত্য শিক্ষা শিক্ষিত হতে শুরু করে দিয়েছিল। কাবুল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজি, বিজ্ঞান, ইতিহাস চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। গবেষণা করে পিএইচডি লাভ করেছে বহু মেয়েরা। তারা এখন ঘরে বসে থাকতে চাইছে না। বিভিন্ন স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করে তারা পড়াশুনার দায়িত্বভার গ্রহণ করার ইচ্ছা প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে কাবুলে তালিবান পাক বিরোধী আন্দোলন মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করেছে। এতদিন ধরে রাশিয়া এবং আমেরিকা চুপ করে বসেছিল। তারা তালিবানদের পক্ষে সায় দিতেও শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু যেভাবে আফগানিস্তানের ভিতরে পাক এবং তালিবান বিরোধী আওয়াজ উঠতে শুরু করে দিয়েছে তাতেই কম্পিত গোটা বিশ্ব। মহিলা ঘরে মধ্যে না থেকে তারা প্রকাশ্যে এসে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ মিছিল করতে শুরু করে দিয়েছে। এই সব মেয়েরা ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত। তারা কোনও রকমভাবে শিক্ষাকে ধর্মের গণ্ডির মধ্যে বেঁধে রাখতে চায় না। তারা প্রতিবাদ করতে শুরু করে দিয়েছে। তালিবানরা বুঝতে পারছে বেশিদিন ধরে বন্দুকের নল দেখিয়ে তালিবানি শাসন বজায় রাখা যাবে না। যেভাবে আফগানে ভিতরে তালিবান এবং পাক বিরোধিতা দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে তাতেই কম্পিত হয়েছ সবাই। এদিকে সেখানকার ইংরেজি শিক্ষিত মহিলারা রাষ্ট্রপুঞ্জের সঙ্গে ইন্টারনেট মাধ্যমে যোগাযোগ রাখছে। আফগানিস্তানের শেষ খরবও রাষ্ট্রপুঞ্জ পাচ্ছে সেখানকার ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলা এবং যুবকদের কাছ থেকে। বহু শিক্ষিত যুবকেরা তালিবান বাহিনীতে যোগ দিতে ইচ্ছা প্রকাশ করছে না। তাদেরকে জোর করে তালিবান বাহিনীতে অংশ গ্রহণ করতে বাধ্য করানো হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে আফগানিস্তানের একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার পতন ঘটিয়ে যেভাবে দোহায় তালিবান শাসনকে মেনে নেওয়ার কথা ভেবে ছিল সেই কথার খেলাপ করতে শুরু করে দিয়েছে তালিবানরা। দোহায় শান্তি চুক্তি ওপরে ভিত্তি করেই আমেরিকা তালিবানদের আফগান দখল করে নেওয়ার ব্যাপারে চুপ করেছিল। তালিবানরা প্রচার করতে শুরু করে দিয়েছিল যে এবারে তালিবান সরকার প্রতিষ্ঠা হবে সমস্ত গোষ্ঠীর সমন্বয়ের ওপরে ভিত্তি করে। সমস্ত গোষ্ঠীর প্রতিনিধিদের নিয়ে সরকার গঠন করা হবে। মহিলাদের স্বাধীনতা মেনে নেওয়া হবে। শিক্ষার পরিবেশ তৈরি করা হবে। মানবাধিকার ক্ষমতা জনগণকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তালিবানদের ওপরে ভরসা করে আমেরিকার সেনারা ফিরে গিয়েছিল। কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছে যে আফগান আগামি দিনে একটি জঙ্গি রাষ্ট্রে পরিণত হতে শুরু করে দিয়েছে। আফগানিস্তান ভৌগলিক দিক দিয়ে গুরুত্ব রয়েছে। চিন, রাশিয়া, পাকিস্তান সহ বেশ কয়েকটি দেশের সঙ্গে সরাসরি যোগযোগ করা সম্ভব আফগান দিয়ে। এদিকে কাবুলবাসীরা পাকিস্তান এবং আইএসএসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছে। তারা পাকিস্তানের অধীনে আফগানকে রাখতে চায় না সেটা পরিস্কার। তালিবান নেতারা সব সময়ে বলতে শুরু করে দিয়েছিল পাকিস্তানের পাশে থাকবে তালিবানরা। তারা কোন কালেও পাকিস্তানের বিপদের কারণ হয়ে দেখা দেবে না। এদিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ঘর থেকেই বিক্ষোভ দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। কাবুলে পাকিস্তান দূতাবাসের সামনেই বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করে দিয়েছিল আফগানিস্তানের ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত মহিলারা এই বিক্ষোভ মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিল। তারা স্লোগান দিতে শুরু করে, 'আফগানিস্তান ছাড়ো পাকিস্তান। পাকিস্তানের হাতে পুতুল সরকার চাই না। এমনকী পঞ্জশিরে পাকিস্তান ও আইএসআইয়ের হস্তক্ষেপের তীব্র বিরোধিতা করতে শুরু করে দিয়েছে। এদিকে চিন যেভাবে তালিবানদের সহযোগিতা করতে শুরু করে দিয়েছে তাতে বিপদের গন্ধ পাচ্ছে রাশিয়া এবং আমেরিকা। সেই কারণে আমেরিকা এবং রাশিয়া দিল্লিতে ছুটে আসতে শুরু করে দিয়েছে। তারা এখন আলাদা করে ভারতের সঙ্গে বৈঠক করবে। তালিবানদের হাতে আফগানের ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার ফলে সারা বিশ্ব জুড়ে আবার জঙ্গিবাদ মাথা চাড়া দিয়ে উঠার সম্ভাবনাপ্রবল হয়ে দেখা দিতে শুরু করে দিয়েছে। সেটা আমেরিকা এবং রাশিয়া এখন বুঝতে পারছে। তালিবানদের হাত ধরে জঙ্গিরা ক্রমশ শক্তিশালী হবে এবং আগামি দিনে কাবুল হবে জঙ্গীদের আসলি ডেরা। জঙ্গি রাষ্ট্র এর অবসান চেয়েই এতদিন ধরে রাশিয়া, আমেরিকা যুদ্ধ চালিয়ে এসেছে। আবার নতুন করে ইসলামি জঙ্গি গোষ্ঠী তৈরি হলে সেটা হবে আগামি দিনে নতুন করে একটি বড় বিপদের কারণ। সেই দিকে নজর রেখে বিপদের গন্ধ পেয়ে রাশিয়া এবং আমেরিকার ভারতের সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিয়েছে। জঙ্গিদের হাতেই আফগান সরকার চলে যাওয়ার পরই এখন নড়েচড়ে বসতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া এবং আমেরিকা। জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত দোভালের সঙ্গে পৃথক পৃথক বৈঠক সারলেন আমেরিকার সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি (সিআইএ) এর প্রধান উইয়িলাম বানর্স এবং রাশিয়ার নিরাপত্তা পরিষেদের সচিব নিকোলাই পাত্রুশেভ। সূত্রের খবর থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে উভয় বৈঠকেই নয়াদিল্লি পক্ষ থেকে আফগানিস্তান নিয়ে উদ্বেগের কথা প্রকাশ করা হয়েছে। পাকিস্তান এবারে সীমান্তের লাঞ্চপ্যাডে হিসাবে হক্কানি নেটওয়ার্কের ব্যবহার করবে সেটা নিশ্চিত করে বলে দেওয়া যেতে পারে। এরপবে রাশিয়ার নিরাপত্তা সচিব পাত্রুশেভ প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী আগামি দিনে তালিবান শাসন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পক্ষ বিপদজনক হয়ে দেকা দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল তা নিয়ে কথা বলেছেন। ভারত বাংলাদেশ, নেপাল, মায়ানমার সহ গোটা এলাকায় জঙ্গিরাা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করবে তাতে বিপত বাড়তে থাকবে। তার হাত থেকে পাকিস্তান বা চিনও রেহাই পাবে না।

হেরিটেজ রাইটার্স বিল্ডিংস

কলকাতার এক সময়ে প্রশাসনিক প্রধান কেন্দ্র ছিল রাইটার্স বিল্ডিংস। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আমলে রাইটার বলা হতো ইংরেজ জুনিয়র সিভিলিয়ানদের। সোজা বাংলা কথায় বলা যেতে পারে যে কেরানীদের রাইটার বলা হতো। প্রথম রাইটার্স বিল্ডিংস তৈরি হয়েছিল ১৬ আগস্ট ১৬৯০ সালে। জব চার্নক মাত্র চারজন লোক নিয়ে মাটি এবং খড় দিয়ে ঘর তৈরি করেছিলেন। দ্বিতীয় রাইটার্স বিল্ডিংস এর সূচনা হয়েছিল জিপিও এবং ফেয়ারলিপ্লেসের পূর্ব রেলের দফতরের মধ্যবর্তী স্থানে। রাইটারদের সেই আবাস ছিল মাটি এবং খড় দিয়ে তৈরি। ১৭৫৬ সালে সিরাজদৌল্লা কলকাতা বিধ্বস্ত করে দিয়ে গেলেন। তারপরে কলকাতা পুনর্দখল করে রাইটার্স বিল্ডিংস গড়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো কোম্পানি। রাইটারদের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করতে জমির পাট্টা দিল টমাস লায়নকে ১৮ নভেম্বর ১৭৭৬ সালে। তাঁর নামে কলকাতায় একটি রাস্তা রয়েছে যার নাম লায়ন্স রেঞ্জ। ১৭৭৭ সালে রাইটাররা নতুন বাড়িতে কাজ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তবে দালান তৈরি করতে ১৭৮০ সাল লেগে গিয়েছিল। হেস্টিংস সাহেব লায়নের হাত থেকে নিয়ে তা হস্তান্তর করে দিলেন বারওয়েল সাহেবের হাতে। বারওয়েলের সাহেবের কাছ থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পাঁচ বছরের জন্য লিজ নিয়েছিল। ১৭৮১ সালে বারওয়েল সাহেব বিলাত চলে গেলে লায়নের কাছে চল্লিশ হাজার সিক্কা দিয়ে বিক্রি করে গেলেন জমিসহ অট্টালিকা। বারবার এই বাড়ির নতুন রূপ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছিল। লর্ড বেন্টিঙ্ক এই বাড়ির নতুন

রূপ সংযোগ করতে উদ্যোগী ছিলেন। ১৮৭৭ সালে স্যার অ্যাসলি ইডেনের সময়ে আবার নতুন রূপ গ্রহণ করতে শুরু করে দিল এই বাড়িটি। ১৮৮০ সালে পোড়ামাটির রংয়ের প্রলেপ পড়তে শুরু করলো। ভিক্টোরিয়া রাজশক্তির দম্ভ ফুটে উঠতে শুরু করে দিল। ফরাসি আমলের স্থাপত্য নিদর্শন দেখতে পাওয়া গেল বাড়িটিতে। ন্যায় বিচারের প্রতীক ধরাচূড়ো পরা বিচারক, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রতীক হিসাবে খাতাপত্র হাতে কৃষক আর মাঝখানে রয়েছে প্রজ্ঞার দেবী মির্নাভা। তার চারদিকে অসংখ্য কলস এবং সিংহ যা নিরাপত্তার প্রতীক। ১৮৮৮৩-৮৪ সালে প্রথম বেঙ্গল লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের বৈঠক বসেছিল এখানেই। ১৯৩০ সাল ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে একটি চির স্মরণীয় দিন। বিপ্লবী বিনয় বসু (১৯০৮-৩০), বাদল (ওরফে সুধীর) গুপ্ত (১৯১২-৩০) এবং দীনেশ গুপ্ত (১৮১১-৩১) কর্নেল সিম্পসনকে হত্যা করতে গেলে মিস্টার নেলসন এবং মিস্টার ডাউনসেণ্ড নামে দুই রাইটারকে গুলি করে হত্যা করেন। সশস্ত্র বাহিনী বিপ্লবীদের ঘিরে ফেললে বাদল পটাশিয়াম সায়ানাইড থেকে আত্মহত্যা করেন। বিনয় দীনেশ নিজেদের মস্তিকে গুলি করেছিলেন। বিনয় কয়েকদিন পরে হাসপাতালে মারা গেলেও দীনেশ গুপ্তকে বাঁচিয়ে তুলেছিল ব্রিটিশ সরকার। পরে বিচার করে তাঁর ফাঁসি দিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। রাইটার্স এর এই যুদ্ধ 'অলিন্দ যুদ্ধ' নামে খ্যাতি লাভ করে। এখন এই বাড়ির সামনের রাস্তার নাম করণ করা হয়েছে 'বিনয় বাদল দীনেশ' বাগ। সেই রাইটার্স বিল্ডিংস এখন ভগ্নস্তুপে পরিণত।

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা

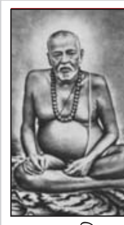

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বলতেন, ভক্তদের জাগিরত হতে হবে। একযোগে কাজ করতে হবে। মনের মধ্যে অপরাধবোধকে দূর করতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। তন্ত্র সাধনারৈ দ্বারা মাকে জয় করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাসনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই জয়ের শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। মা তারাপীঠ কাউকে নিরাশ করেন না। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। মায়ের কাছ থেকে শক্তিকে সঞ্চয় করে শরীরে ধারন করতে হবে। শ্যামা মা তার সঠিক উপায় বলে দেবেন। শক্তিকে কীভাবে এবং কোনও পথ ধরে পরিচালিত করলে সঠিক পথের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। শ্যামা মা হচ্ছেন শক্তিদায়িনী। জ্ঞানশক্তিদায়িনী। ভক্তিদায়নী। তিনি অভয় দান করে থাকেন।

রাজু ঝা খুনের ১৯ দিনের মাথায় প্রথম গ্রেফতার

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ১৯ এপ্রিল ঃ রাজেশ ঝা ওরফে রাজু খুনে ১৯ দিনের মাথায় প্রথম গ্রেফতার। ওই খুনে জড়িত সন্দেহে দুর্গাপুর থেকে গ্রেফতার করা হয় এক ব্যক্তিকে। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছেন বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট)-এর সদস্যেরা। পূর্ব বর্ধমান জেলা পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজু খুনে ধৃতের নাম অভিজিত মণ্ডল। তিনি পানাগড়ের বাসিন্দা। মঙ্গলবার গভীর রাতে কাঁকসা থানা এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করে শক্তিগড় থানার পুলিশ। বুধবারই তাঁকে আদালতে পে করা হবে। ধৃতকে জেরা করলেই বাকি অভিযুক্তদের হদিশ মিলবে বলে আশাবাদী তদন্তকারীরা। তদন্তকারীদের সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজুকে খুনের পর পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অভিজিত। নানা সূত্র ধরেই এ বার গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। রাজু খুনে অভিজিতের কী ভূমিকা ছিল তা জানতে তাঁকে জেরা চলছে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতেও নিতে চায় পুলিশ। সূত্রের খবর, কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা খুনের অভিযুক্ত অভিজি দুর্গাপুর-আসানসোলের এক কুখ্যাত কয়লা মাফিয়ার গাড়ি চালক। রাজুকে খুনের পর পালিয়ে বেড়াচ্ছিলেন অভিজিত। নানা সূত্র ধরেই এ বার গ্রেফতার করা হয়েছে তাঁকে। ১ এপ্রিল শক্তিগড়ে দুর্গাপুর এক্সপ্রেসওয়ের পাশে খুন হন দুর্গাপুরের কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা। সেদিন রাত পৌনে ৮ টা নাগাদ শক্তিগড়ে কলকাতামুখী ২ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে একটি ল্যাংচার দোকানের সামনে এসে দাঁড়ায় সাদা রঙের একটি ফরচুনা গাড়ি। ওই গাড়ির চালকের পাশের সিটে বসে ছিলেন রাজু ঝা। একই গাড়ির পিছনের আসনে বসে ছিলেন রাজু ঝা-র সহযোগী ব্রতীন মুখোপাধ্যায় ও সিবিআইয়ের তদন্তাধীন গরু পাচার মামলায় ফেরার অভিযুক্ত আব্দুল লতিফ। রাজু ঝায়ের গাড়ি শক্তিগড়ে ল্যাংচার দোকানের সামনে দাঁড়ানোর কিছু সময়ের মধ্যেই সেখানে এসে দাঁড়ায় শার্প শুটাদের নীল রঙের একটি চারচাকা গাড়ি। এরপর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে ওই গাড়ি থেকে নেমেই দুই শার্পশুটার পয়েন্ট ব্ল্যাঙ্ক রেঞ্জ থেকে পর পর গুলি চালিয়ে রাজুর শরীর ঝাঁঝরা করে দিয়ে পালিয়ে যায়। তবে তদন্তে নেমে রীতিমতো নাজেহাল হয় তদন্তকারীরা। এমনকী কাউকে পাকড়াও করতে না পারায় পুলিসের যোগ্যতা নিয়েও প্রশ্ন ওঠে। অন্যদিকে, দূরত্ব মেরেকেটে কয়েক হাত! রোমহর্ষক সেই হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছিলেন এক ঝালমুড়িওয়ালা। নাম, আবু জিয়া। তিনি জানান, 'একটি সাদা গাড়ি এসে একটু দূরে দাঁড়াল। বাড়ি আসব বলে জিনিসত্র গোছাচ্ছি। একজন লোক এল, পর পর ৩ মুড়ি নিল। আমাকে পয়সা দিল। তারপর দেখি, দুমদাম শব্দ হচ্ছে। ভয়ে পালিয়ে যাই'।

পিসির দরবারে সব পাগলের খেলা, নদীয় এসে তৃণমূল কংগ্রেস ও মুখ্যমন্ত্রীকে তীব্র কটাক্ষ সুকান্তর

গোপাল বিশ্বাস, নদীয়া, ১৯ এপ্রিল ঃ একাধারে চলছে বঙ্গ জুড়ে তীব্র দাবদাহ, আর আবহাওয়ার গরমের সাথেই পাল্লা দিয়ে পারদ চড়ছে বঙ্গ রাজনীতির। এরই সন্ধিক্ষণে নতুন সংযোগ মুকুল রায়ের দিল্লি যাত্রা। সব মিলিয়ে আসন্ন পঞ্চায়েত ও লোকসভা ভোটকে ইতিমধ্যে শাসক বিরোধী যে পাখির চোখ করে ফেলেছে তা বলাই বাহুল্য। বুধবার নদীয়ার শান্তিপুরে, কৃষ্ণনগরের একাধিক দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিতে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। আর এদিন নদীয়া থেকে একাধারে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস কে তীব্র আক্রমণ করে পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও শুর চড়াতে শোনা যায়। এদিন করিমপুরের বিধায়ক আসন্ন ঈদ উপলক্ষ্যে কম্বল বিতরণ প্রসঙ্গে সুকান্ত মজুমদার বলেন, একটা গান আছে না বাবা তোমার দরবারের সব পাগলের খেলা, তেমনি পিসির দরবারে সব পাগলের খেলা কেউ পাঁচিল টপকে কেউ কলকাতায় চলে যাচ্ছে। কেউ গরম কম্বল বিতরণ করছেন। নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় নদীয়ার তেহট্টের তৃণমূল বিধায়ক তাপস সাহাকে সিবিআই তদন্তের আদালতের নির্দেশ প্রসঙ্গে বলেন এই ঘটনাকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি, তার কারণ এর আগেও এই বিধায়কের বিরুদ্ধে ঘুষ নিয়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। তখন বিধায়ক নিজের PA এর ঘাড়ে বন্দুক রেখে পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা করেছিলেন। বেশিদিন পালিয়ে বাঁচতে পারবেন না জেলে যাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা । পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, ওখানকার বিজেপি কর্মী সমর্থকদের বলব বিধায়কের জেল যাত্রার হলে যেন অন্তত বাজি ফাটায়। মুকুল রায় বিজেপিতে ফেরার সম্ভাবনা কতটা এই প্রসঙ্গে তিনি জানান, এখনো বলার মত কোন জায়গায় আসেনি তিনি এখনো বিজেপির বিধায়ক বিজেপি টিকিটের উনি জিতেছেন মানুষ মুকুল রায়কে দেখে ভোট দেননি। মানুষ বিজেপির চিহ্ন দেখে ভোট দিয়েছে যদিও আমরা এখনো তার সদস্যপদ খারিজের জন্য আদালতে শরণাপন্ন হয়েছি। সব মিলিয়ে নদীয়ায় আবহাওয়া ৪০ ডিগ্রি ও ছাড়ালেও রাজনৈতিক উত্তাপ তার থেকেও যে বেশি তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

একই দিনে দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন চাঁচলে, উন্নয়ন নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তোপ সভাধিপতির

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ এপ্রিল ঃ একই দিনে দুটি প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মালদা জেলা পরিষদের সভাধিপতি। গ্রামবাসীদের সম্মুখে ফিতে কেটে কাজের সূচনা করলেন সভাধিপতি এটিএম রফিকুল হোসেন। পঞ্চায়েত ভোটের মুখে এলাকায় উন্নয়ন হওয়ায় খুশি এলাকাবাসী। বুধবার চাঁচল-২ নং ব্লকের ভাকরি গ্রাম পঞ্চায়েতের পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করা হয়। জেলা পরিষদের তহবিল থেকে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দে পানীয় জলের প্রকল্পটি বসানো হয়েছে উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে। তীব্র দাবদাহে প্রসূতি মায়েরা উপ-স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এসে সমস্যার সম্মুখীন হতেন। সমস্যার কথা শুনে পানীয় জলের প্রকল্প বসালেন সভাধিপতি। এছাড়াও এদিন ভবানীপুরে ২০০ মিটার দৈর্ঘ্যের একটি পাকা ড্রেন নির্মাণের কাজের উদ্বোধন করা হয়। সেখানে জেলা পরিষদের পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের তহবিল থেকে ৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দে পাকা ড্রেন নির্মাণ করা হচ্ছে। বর্ষাকালে সামান্য বৃষ্টি হলেই জল থৈথৈ করত এলাকায়। চরম দুর্ভোগে পড়তেন বাসিন্দারা থেকে শুরু করে পথচারীরা। জল নিকাশি ব্যবস্থার জন্য এলাকাবাসীর দীর্ঘদিন ধরে দাবি জানিয়েছি আসছিলেন। দাবি মেনে পঞ্চায়েত ভোটের আগে কাজ শুরু করলেন সভাধিপতি। সভাধিপতি বলেন,শুধু ভোটের মরসুমে নয়, সবসময় রাজ্য সরকার উন্নয়নমূলক কাজ করে চলছে। রাজ্য ও মালদা জেলায় প্রচুর উন্নয়ন হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার একশো দিনের কাজ পশ্চিমবঙ্গে স্থগিত রাখলেও উন্নয়ন থেমে নেই। রাজ্য সরকার রাস্তা ঘাট, পানীয় জল সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করছে।

আগুনে পুড়ে ছাই এক দিন মজুরের বাড়ি সহ নগদ চার লক্ষ টাকা, কপালে হাত দিনমজুর পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ১৯ এপ্রিল ঃ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ভস্মীভূত এক দিনমজুরের বাড়ি সহ নগদ চার লক্ষ টাকা। মঙ্গলবার ভোর তিনটা নাগাদ অগ্নিকাণ্ডটি ঘটেছে মালদার হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদা গ্রাম পঞ্চায়েতের কুশিদা মুসলিম পাড়া এলাকায়। গোটা ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে কুশীদা গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। তবে আগুনে কোনো হতাহতের খবর পাওয়া না গেলেও চারটি ছাগল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এদিন ভোরে রোজার জন্য সেহেরী খেতে উঠেছিলেন পাড়ার লোকেরা। ঠিক এই সময় প্রতিবেশী সুলতান আলীর গোয়াল ঘরে হঠাৎ আগুন দেখতে পান স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রতিবেশীরা ছুটে এসে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগাল। তবে আগুনের লেলিহান শিখা এতটাই তেজ ছিল যে আগুন নেভাতে ঘন্টাখানেক সময় লেগে যায় প্রতিবেশীদের। ইতিমধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে আরেক প্রতিবেশী তথা দিনমজুর রশিদ আলির বাড়িতে। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে ঘর। খবর দেওয়া হয় তুলসীহাটা দমকল অফিসে। দমকলকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছালেও ছোটো রাস্তা হওয়ায় ঘটনাস্থলে পৌঁছাতে যথেষ্ট সময় লেগে যায়। জানা গেছে,আগুনে ভস্মীভূত হয়েছে রশিদ আলির তিনটি বসত বাড়ি, রাজ্জাক আলি, সাদ্দাম হোসেন ও রেইফুল আলির একটি রান্না ঘর এবং সুলতান আলীর একটি রান্না ঘর ও একটি গোয়াল ঘর এবং চারটি ছাগল অগ্নিদগ্ধ হয়ে মারা গেছে।

ক্ষতি-গ্রস্ত রশিদ আলি জানান, সুলতান আলির গোয়াল ঘর থেকে আগুন ছড়িয়েছে। এর পূর্বেও তার বাড়ি থেকে আগুন ছড়িয়েছিল বেশ কয়েকবার। কিন্তু সেই বিষয়ে সতর্ক হয়নি। এই বিধ্বংসী আগুনে তার তিনটি ঘর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে এবং বাড়িতে থাকা নগদ চার লক্ষ টাকা, মজুত শস্য, আসবাবপত্র, কাপড়চোপড় ও কাগজপত্র সব পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। পাকা বাড়ি দেওয়ার জন্য সে টাকাগুলি জোগাড় করেছিলেন। ঈদের পরে বাড়ি তৈরির কাজে হাত দিত। তার আগেই সব শেষ। দিনমজুর পরিবারটি সর্বস্ব হারিয়ে পরিবারকে নিয়ে খোলা আকাশের নিচে ঠাঁই নিয়েছেন।

ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে জরুরি আলোচনা সভা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ১৯ এপ্রিল ঃ আসন্ন গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনকে পাখির চোখ করে ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস কার্যালয়ে জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হলো বুধবার। ওই সভায় ফালাকাটা ব্লকের প্রতিটি অঞ্চলে পঞ্চায়েত নির্বাচন কমিটির চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষনা করা হয় এবং তাদের আগামী দিনে উক্ত অঞ্চলের নির্বাচনি প্রক্রিয়া রূপরেখা নির্ধারনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন ফালাকাটা ব্লক কংগ্রেস সভাপতি মৃন্ময় সরকার ছিলেন আলিপুরদুয়ার জেলা কংগ্রেস সাধারন সম্পাদক তথা ফালাকাটা ব্লক পঞ্চায়েত নির্বাচন পর্যবেক্ষক ত্রিদিবেশ তালুকদার, চিরঞ্জিত দত্ত সহ নেতা ও কর্মীরা।

ব্রিজ থেকে ঝাঁপ, আত্মঘাতী যুবক

দুরন্ত বার্তা, কালনা, ১৯ এপ্রিল ঃ ব্রিজ থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করলো এক যুবক, ঘটনাটি ঘটে বুধবার সকালে কালনার নাদনঘাট ব্রিজের ওপর থেকে ঝাঁপ দেয় ওই যুবক, সাথে সাথে তাকে কালনা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করে, ওই যুবকের নাম মতিয়ার রহমান শেখ, বাড়ি অর্জুন পুকুর গ্রামে বেশ কিছুদিন ধরেই মানসিক অবসাদে ভুগছিল মৃত ওই যুবক, বুধবার সকাল পাঁচটা নাগাদ বাড়ি থেকে বেরিয়ে নাদনঘাট ব্রিজের উপর থেকে হাত দিয়ে আত্মঘাতী হয়, তুমি তো ওই যুবকের কাকা, মোরশেদ শেখ বলেন, বেশ কিছু বছর ধরেই মানসিক অবসাদে ভক্তি ছিল মতিয়ার রহমান শেখ, এবং মানসিক সমস্যাও ছিল তার এদিন সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এমন ঘটনা ঘটাবে কেউ ভাবতে পারেনি, এই ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিক্ষোভ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ বৌদ্ধদের ধর্মগুরু দলাই লামা কে নিয়ে সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমে খবর প্রকাশিত হয়। সেই খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই দেশজুড়ে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের তরফে তীব্র বিরোধিতা শুরু করা হয়েছে। বুধবার একইভাবে শিলিগুড়ির সালুগাড়া এলাকায় বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের পক্ষ থেকে একটি বিক্ষোভ প্রতিবাদ কর্মসূচি করা হয় পাশাপাশি একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করা হয়। মিছিলে পা মেলায় বিভিন্ন বয়সের বৌদ্ধ ধর্মের প্রচুর মানুষ। মিছিল থেকে বৌদ্ধ ধর্মের মানুষেরা ওই প্রকাশিত খবরের বিরুদ্ধে তীব্র সুর চরায়।

বিজেপিতে ভাঙন, দল ছাড়লেন উপপ্রধান

দুরন্ত বার্তা, মল্লারপুর, ১৯ এপ্রিল ঃ পঞ্চায়েত নির্বাচনের মুখে বিজেপিতে ভাঙন। ফেসবুকে পোস্ট দিয়ে দল ছাড়লেন ময়ূরেশ্বর বিধানসভার অন্তর্গত মল্লারপুর এক গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান সমীর লোহার। দুই হাজার এগারো সাল থেকে তিনি বিজেপি করেন। তেরো সালে পঞ্চায়েত নির্বাচনে পরাজিত হলেও, আঠারো সালে জয়ী হয়ে পঞ্চায়েতের উপপ্রধান হয়ে পাঁচ বছর পঞ্চায়েত চালান। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে তাঁকে দল কোনো সভা বা বৈঠকে ডাকছিল না। তাঁর দাবি বিজেপির স্থানীয় বা জেলা নেতৃত্ব তাঁকে বিভিন্নভাবে অপমান করছিলেন। রাজ্য নেতৃত্বকে চিঠি দিয়েও কোনো লাভ হয় নি। তাই তিনি সমাজমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে দল ছাড়লেন। আমার অভিযোগ দল কোনো গুরুত্ব দেয় নি। এইভাবে সমাজ মাধ্যমে পোস্ট দিয়ে দল ছাড়ার কারণ হিসেবে তিনি ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, আমার পদের যেখানে কোনো মূল্য নেই, সেখানে চিঠি দিয়ে দল ছাড়ার কোনো যুক্তি নেই। দলের সঙ্গে আমার কোনো সম্পর্ক নেই।

মহানন্দার ধারে মেলা বসতে না দেওয়ার দাবিতে সরব ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটি

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি শহরের মহানন্দা নদীকে দূষণের হাত থেকে বাঁচাতে এবং শিলিগুড়ি সূর্যসেন পার্ক সংলগ্ন ময়দানে একটি মেলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে বলে তারই বিরোধিতা করে শহরের প্রশাসনিক মহলে স্মারকলিপি দিয়ে বুধবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলন করেন ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির সদস্যরা। বুধবার সাংবাদিক সম্মেলন করে ডুয়ার্স হিউম্যান কেয়ার সোসাইটির সম্পাদক বাবলু তালুকদার বলেন, মহানন্দা নদীর ধারে দেড় মাস ব্যাপী একটি মেলা হওয়ার কথা রয়েছে। কিন্তু সামনেই রয়েছে বর্ষার মরশুম। এই মরশুমে নদীর ধারে মেলা হলে মাল নদীর মতো দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই আমাদের দাবি মেলাটিকে অন্যত্র করা হোক। মহানন্দা নদীর চরে এই মেলা বন্ধ করা হোক।

স্বস্তির বৃষ্টি! গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেলো শিলিগুড়ি ও পাহাড়বাসী

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি সংলগ্ন সেবক রোড ও শালুগাড়া এলাকায় স্বস্তির বৃষ্টি। বৃষ্টির সঙ্গে ঝোড়ো হাওয়া। গরম থেকে কিছুটা স্বস্তি পেলো শিলিগুড়ি ও পাহাড়বাসী। বিগত কয়েকদিন ধরে তীব্র দাবদাহে হাঁসফাঁস করছিল রাজ্যবাসী। এদিন স্বস্তির বৃষ্টি হওয়াতে তীব্র দাবদাহ থেকে রেহাই পেলো এলাকাবাসীরা। গত কয়েকদিন ধরে গরমে কার্যত নাভিশ্বাস উঠছে সাধারণ মানুষের। তাপপ্রবাহের মতো পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে একাধিক জেলায়। দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলায় রয়েছে শিলাবৃষ্টির সম্ভাবনা। অন্যদিকে, মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে তাপপ্রবাহ চলছে বুধবারও। দার্জিলিং, কালিম্পং, কোচবিহার জলপাইগুড়ি এবং আলিপুরদুয়ার, বৃহস্পতিবার উত্তরবঙ্গের উপরের পাঁচ জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টি এবং শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছেন আবহাওয়াবিদরা।

পাওনাগন্ডা নিয়ে বিবাদের জেরে বন্ধ হয়ে গেল মাছ বাজার, সমস্যায় ক্রেতারা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ পাইকারি ও খুচরো মাছ বিক্রেতাদের মধ্যে পাওনাগন্ডা নিয়ে বিবাদের জেরে বুধবার সকাল থেকে জলপাইগুড়িতে বন্ধ হয়ে গেল মাছ বাজার। এর ফলে এদিন কোনও মাছ নিলাম হল না। আচমকা মাছ বাজার বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারন ক্রেতারা। জলপাইগুড়ি শহরের দিনবাজারে রয়েছে জেলার সবচেয়ে বড় মাছের আড়ত। প্রায় ২৬ জন পাইকারি মাছ ব্যবসায়ী আড়তদার রয়েছেন এখানে। ওড়িশা, বিহার ও অন্ধ্রপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্য থেকে মাছ এনে তা নিলামে বিক্রি করেন তারা। মূলতঃ এই আড়তদারদের থেকে মাছ কিনে জলপাইগুড়ি শহর এবং শহর সংলগ্ন বিভিন্ন বাজারগুলোতে সেই মাছ বিক্রি করেন খুচরো ব্যবসায়ীরা। যদিও পয়লা বৈশাখের পর থেকে মাছ কেনার ক্ষেত্রে এক শতাংশ ছাড় দেওয়া নিয়ে আড়তদারদের সঙ্গে বিবাদ শুরু হয় খুচরো ব্যবসায়ীদের। সেই বিবাদ হাতাহাতি পর্যন্ত গড়ানোয় বুধবার সকাল থেকে মাছ নিলাম বন্ধ রেখেছেন আড়তদাররা। এর ফলে এদিন জলপাইগুড়ি শহরের বিভিন্ন মাছ বাজারে মাছের জোগান না থাকায় বন্ধ রয়েছে মাছ ব্যবসা। মাছ বাজার আচমকা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চরম সমস্যায় পড়েছেন সাধারন ক্রেতারা। অনেকের বাড়িতে বিয়ে সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান রয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যা তৈরি হয়েছে তাদের ক্ষেত্রে।

মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে খুনের ৩ দিন পর মিলল দেহ, ঘনাচ্ছে রহস্য

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ১৯ এপ্রিল ঃ ফোন পেয়ে বাড়ি থেকে বেড়িয়ে ৩ দিন ধরে নিখোঁজ সাগরদিঘির কান্তনগরের বাসিন্দা দীপঙ্কর মণ্ডল। অবশেষে উদ্ধার হল ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর দেহ। ঘটনার নেপথ্যে পারিবারিক অশান্তি নাকি অন্য কোনও কিছু, তা জানার চেষ্টায় পুলিশ। পরীক্ষার পর উপার্জনের তাগিদে বাবা অশোক মণ্ডল তাকে একটি টোটো কিনে দিয়েছেন। জানা গিয়েছে, গত রবিবার দুপুরে দুই যুবক দীপঙ্করকে ফোন করে। জানায়, তার টোটোয় করে কুমড়ো নিয়ে যেতে হবে। সেই জন্য রঘুথাগঞ্জ আইলের উপর ডেকে পাঠায় ছাত্রকে। সেই যে বাড়ি থেকে বের হয়, এরপর আর ফেরেনি দীপঙ্কর। পরিবারের লোকেরা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ নিলেও কোনও লাভ হয়নি। অবশেষে পুলিশের দ্বারস্থ হন তাঁরা। সাগরদিঘি ও রঘুনাথগঞ্জ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। মোবাইল টাওয়ার লোকেশন খতিয়ে দেখে জানতে পারে শেষ রঘুথাগঞ্জ আইলের উপর ছিল দীপঙ্কর। এরপর তারা দেখে ওই এলাকায় আর কে কে ছিল একই সময়। এরপরই তিনজনের খোঁজ পায় পুলিশ। গ্রেফতার করা হয় তাদের মধ্যে দুজনকে। এরপরই প্রকাশ্যে আসে গোটা বিষয়টা। পুলিশের দাবি, ধৃতেরা খুনের কথা স্বীকার করে নিয়েছে। ধৃতদের থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বুধবার ভোরে উদ্ধার করা হয় দীপঙ্করের দেহ। তবে খুনের কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা। মৃতের পরিবার সূত্রে খবর, এক আত্মীয়ের সঙ্গে জমি নিয়ে অশান্তি চলছিল, ফলত সেই কারণে এই খুনের ঘটনা ঘটে থাকতে পারে।

লোকালয়ে চিতার হানায় আহত চা শ্রমিক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ চিতা বাঘের হানায় আহত এক চা শ্রমিক। ঘটনাটি জলপাইগুড়ি জেলার সদর ব্লকের পাতকাটা অঞ্চলের লেবুডাঙ্গা এলাকার। এদিন সকালে হঠাৎই চিতা বাঘ চা বাগানে কাজ করতে আসা এক চা শ্রমিকের উপরে আক্রমণ করে বলে দাবি। জখম অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় জলপাইগুড়ি মেডিকেলে। চাঞ্চল্য এলাকায়। খবর দেওয়া হয় বনদপ্তরকে এবং কোতোয়ালি থানার পুলিশকে। ঘটনার পর খবর ছড়িয়ে পড়তেই মুহুর্তের মধ্যে এলাকাবাসীর ভিড় জমে যায় সেই চিতা বাঘ দেখতে। এলাকাবাসীরা জানান, এই এলাকায় আগে এরকম কোন চিতা বাঘ দেখা যায়নি হঠাৎই চিতাবাঘ এসে পড়ায় তারা আতঙ্কে রয়েছেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ ও বেলাকোবা রেঞ্জের বনকর্মীরা। বনকর্মীরা এসে এলাকা ঘুরে দেখেন এবং খাঁচা বসানোর ব্যবস্থা করছেন তারা। এলাকাবাসীরা জানান, আহত ব্যক্তির নাম গোপাল দাস বয়স ৩৫ এই এলাকারই বাসিন্দা। দীর্ঘদিন থেকে এই চা বাগানে তিনি কাজ করেন বলে জানান। এলাকাবাসীদের বক্তব্য হঠাৎই এরকম ঘটনায় এলাকার সকলেই আতঙ্কে রয়েছেন।

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে – টেন্ডার

ভারতের রাষ্ট্রপতির জন্য ও পক্ষে সিনিয়র ডিভিশনাল ইঞ্জিনিয়ার, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ, কলকাতা-৭০০০৪৩ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নে উল্লিখিত তারিখে বিকেল ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে যেগুলি বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে খোলা হবে। ক্র. নং ১, টেন্ডার নং : টি-সিইউবি-জিআরসি-২০২৩-০৩৩ তারিখ ১৮.০৪.২০২৩। কাজের বিবরণ: নিম্নলিখিত জোনাল কাজগুলি সম্পাদন করতে হবে : (ক) ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ টাকা)-র অনধিক মূল্যের প্রতিটি কাজ যেমন নতুন কাজ, বিদ্যমান গঠনের সংযুক্তিকরণ এবং পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতি কাজ এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ এবং (খ) এসএসই/ওয়ার্ক্স/সার্কিল/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে নর্থ কলোনি, সাউথ বিল্ডিং এবং সেন্ট্রাল হসপিটাল-এর ২ (দুই) বছরের মেয়াদের অর্থাৎ ০১.০৭.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ তারিখ এবং ০১.০৭.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদের সকল সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সামগ্রী পরিবহনের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ২,৬৫,২২,৮৫০.০৮ টাকা। বায়না অর্থ : ২,৮২,৭০০ টাকা। ক্র. নং ২, টেন্ডার নং : টি-সিইউবি-জিআরসি-২০২৩-০৩৪ তারিখ ১৮.০৪.২০২৩। কাজের বিবরণ: নিম্নলিখিত জোনাল কাজগুলি সম্পাদন করতে হবে : (ক) ৫,০০,০০০ (পাঁচ লাখ টাকা)-র অনধিক মূল্যের প্রতিটি কাজ যেমন নতুন কাজ, বিদ্যমান গঠনের সংযুক্তিকরণ এবং পরিবর্তন, বিশেষ মেরামতি কাজ এবং নির্মাণ সামগ্রী সরবরাহ এবং (খ) এসএসই/ওয়ার্ক্স/নর্থ/জিআরসি, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, গার্ডেনরীচ-এর নিয়ন্ত্রণাধীনে গার্ডেনরীচ কমপ্লেক্স-এর নর্থ কলোনির অধীনে ভবনগুলিতে (দুই) বছরের মেয়াদের অর্থাৎ ০১.০৭.২০২৩ থেকে ৩০.০৬.২০২৪ তারিখ এবং ০১.০৭.২০২৪ থেকে ৩০.০৬.২০২৫ তারিখ পর্যন্ত মেয়াদের সকল সাধারণ মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ এবং সামগ্রী পরিবহনের কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৩,২৮,৫১,০০১.৯৯ টাকা। বায়না অর্থ : ৩,১৯,২০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : প্রতিক্ষেত্রে ০ টাকা। টেন্ডার খোলার তারিখ: প্রতিক্ষেত্রে ১৭.০৫.২০২৩। কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ : প্রতিক্ষেত্রে ৩০.০৬.২০২৫। টেন্ডার তালিকায় কোনো পরিবর্তন, সংশোধন, পরিমার্জন যদি হয় তাহলে তা কেবলমাত্র ই-টেন্ডার পোর্টালে পাওয়া যাবে এবং সেগুলি কোনো সংবাদপত্রে প্রকাশিত হবে না। আগ্রহী টেন্ডারদাতাগণ টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/নির্দিষ্টকরণ দেখতে এবং তাঁদের দরপ্রস্তাব অনলাইনে দাখিল করতে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখতে পারেন। কোনো অবস্থাতেই এই টেন্ডারের প্রেক্ষিতে হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না। বি.দ্র. : সম্ভাব্য দরদাতাগণ সকল টেন্ডারে অংশ নিতে www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। হেল্প ডেস্ক-এর যোগাযোগ নং ০৩৩-২৬৫০-৩৭৮৩ (PR-81)

Block Development Officer
Chanditala-I Dev. Block
MASHAT, HOOGHLY

Online E-tender is invited from the Bonafide & successful agencies as per criteria mentioned in the tender website.
NIT No: 02-BDO/Ch1/2023-24 dt: 19/04/2023 & NIT No: 02-PS/Ch1/ 2023-24 dt: 19/04/2023. Last Date of Bid Submission: **04/05/2023, 11.00 Hrs & 24/04/2023 18.00 Hrs Date of Opening: 08/05/2023, 11.00 Hrs & 27/04/2023 11.00 Hrs respectively**. For details Pl. contact the Office of the BDO/**Executive Officer, Mashat, Hooghly**
Visit: https://wbtenders.gov.in

Office of the JAMALPUR-I GRAM PANCHAYET
2 nd Call E-Tender Notice No-1/JAM-1/PBG-SFC & 2 & 3/ JAM-1/15 th FC, dt- 19.04.2023

E-Tender are hereby invited by the Pradhan, Jamalpur-1 G.P. from bonafide contractors to participate in the e-tender from 19.04.2023 to 25.04.2023. Date of opening 28.04.2023 at 11.00 AM. For further details visit the website https:// wbtender.gov.in or G.P. Office.

Sd/- Prodhan
Jamalpur-I Gram Panchayat

নিউ কোচবিহার-নিউ বঙ্গাইগাঁও ডাং-এর ব্ল্যাঙ্কেট রিনিউয়াল

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. ২৬/ডব্লিউ-২/এপিডিজে, তারিখ : ১২-০৪-২০২৩। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং : ১৬এপি-।।-২০২৩। কাজের নাম : নিউ কোচবিহার- নিউ বঙ্গাইগাঁও ডাং. টিনিয়াম- ২৪.৯ কেএম। টেন্ডার মূল্য : ১,৬৩,৬৫,০২২.২৮ টাকা, বায়না অর্থ ২,৩১,৮০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ১১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে ১১-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http:// www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সমগুণবিশিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ও প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন এবং সেচ/সিপিডব্লুডি/এমইএস/এমইএস অথবা কোনও পাবলিক সেক্টর উদ্যোগ-এর সাথে রেজিস্টার্ড টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন: **সিনি. ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ : ক্র.নং ১, ই-টেন্ডার নং ০৩_২০২৩-২৪, তারিখ ১৮.০৪.২০২৩। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিডিসি-কেডব্লুএই শাখায় এলএইচএস নং ৮/২ (জিপিএই-এবিকেএ), ১১এ/১ (এবিকেএ-ডিটিএই), ১৭/এ (পিএসএই-পিটিএই), ৫/২ (কেএমএই-জেআইটি), ৬/২ (জেআইটি-বিজিএই), ৬/৩ (বিজিএই-এসগুএই)-এর অ্যাপ্রোচে ড্রেনেজ কাজ ও শেডের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩,৬৬,৭৭,৪৫৭.৭১ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,৩৩,৪০০ টাকা। **ক্র.নং ২, ই-টেন্ডার নং ০৪_২০২৩-২৪, তারিখ ১৮.০৪.২০২৩। কাজের বিবরণ:** সিনিয়র ডিইএন/৩/এইচডব্লুএইচ-এর অধিকারক্ষেত্রের অধীনে বিডিসি-কেডব্লুএই শাখায় এলএইচএস নং ৭/৩ (এসগুএই-জিপিএই), ৭/৪ (জিপিএই-এবিকেএ), ৭/৫ (জিপিএই-এবিকেএ), ১৭/১ (পিএসএই-ডিটিএই), ২০/১ (ডিএইচএই-কেডব্লুএই), ২০/২ (ডিএইচএই-কেডব্লুএই)-এর অ্যাপ্রোচে ড্রেনেজ কাজ ও শেডের ব্যবস্থা। **আনুমানিক ব্যয়:** ৩,৭৬,৩৪,৫৪৩.০১ টাকা। **বায়না মূল্য:** ৩,৩৮,২০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য : শূন্য প্রতিটির জন্য। কাজ শেষের মেয়াদ :** অ্যাক্সেপটেন্স লেটার ইস্যুর তারিখ থেকে ৬ মাস প্রতিটির জন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ১২.০৫.২০২৩ তারিখ দুপুর ২টো প্রতিটির জন্য। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, পরের দিন অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টিডিসি - ই-টেন্ডার সংক্রান্ত বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) এবং টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য উপরোক্ত ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং অথবা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য হবে। **দ্রষ্টব্য :** আইআরইপিএস-এ (ই-টেন্ডার পোর্টাল) আহ্বান করা টেন্ডারের জন্য ইএমডি হিসেবে ফিক্সড ডিপোজিট রিসিট (এফডিআর) গ্রহণযোগ্য হবে না। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না।
(HWH-21/2023-24)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

কালিয়াগঞ্জ ও সোনালি রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্টের নিয়োগ

বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪/১/এসআইএসসি/এসটিবিএ/টেন্ডার/এনএসজি-৫/২৩ তারিখ ১৭-০৪-২০২৩
কাটিহার ডিভিশনে তিন বছরের জন্য এনএসজি-৫ ক্যাটেগরি স্টেশনের কালিয়াগঞ্জ (কেএজে) এবং সোনালি (এসআই) রেলওয়ে স্টেশনে স্টেশন টিকিট বুকিং এজেন্ট (এসটিবিএ) নিয়োগের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর পক্ষ থেকে আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। বায়নার অর্থ : ৫,০০০.০০ টাকা।
নিয়ম ও শর্তাবলি সহ আবেদন ফর্ম ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার (আইসি)/কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি কার্যালয় থেকে ২৪-০৪-২০২৩ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ২৬-০৫-২০২৩ তারিখের ১২.০০ ঘন্টা পর্যন্ত সকল কর্মদিনে গ্রহণ করা যাবে।
আবেদনের খামের উপরের অংশে (ডান দিকের কোণায়) লাল কালি দিয়ে অবশ্যই "______ স্টেশনের জন্য আবেদন" হিসেবে উল্লেখ করতে হবে।
আবেদন জমা করার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/I/কাটিহার এবং এরিয়া ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি চেম্বার থেকে ২৪-০৪-২০২৩ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে ২৯-০৫-২০২৩ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত আবেদন বাক্স পাওয়া যাবে এবং অনুরূপ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমার্শিয়াল ম্যানেজার/I/কাটিহারের চেম্বারে ২৯-০৫-২০২৩ তারিখের ১৬.০০ ঘন্টায় আবেদন বাক্স খোলা হবে। নিয়ম ও শর্তাবলি সহ আবেদন ফর্ম www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইট থেকেও ডাউনলোড করে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (সি)/কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাংক

রেজিস্টার অফিসঃ গ্রেপ গার্ডেন, নম্বর ২৭, ৩য় এ ক্রস, ১৮তম মেন, ৬ষ্ঠ ব্লক, করামাঙ্গালা, বেঙ্গালুরু-৫৬০০৯৫, কর্ণাটক
শাখা অফিসঃ ৪র্থ তল, ঋষি টেক পার্ক, প্রাঙ্গণ নং ০২০৩৬০, প্লট নং ডি এইচ ৬২, অ্যাকশন এরিয়া ১ডি, নিউ টাউন-৭০০১৬০, কলকাতা

অধিগ্রহণ নোটিশ

যেখানে, উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক -এর অনুমোদিত আধিকারিক, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে এবং ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) বিধিগুলির ৩ বিধির সাথে পড়া ২০২২ তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে উল্লিখিত নোটিশগুলিতে উল্লিখিত প্রযোজ্য হারে সুদের সাথে সংশ্লিষ্ট নামের বিপরীতে উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রহীতাদের আহ্বান জানিয়ে ঋণ গ্রহীতা / সহ-ঋণ গ্রহীতাদের কাছে ডিমান্ড নোটিশ জারি করেছে। উল্লিখিত নোটিশ প্রাপ্তির সাথে সাথে প্রযোজ্য ভবিষ্যতের সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, অর্থ, অর্থ প্রদানের তারিখ পর্যন্ত খরচ এবং / অথবা আদায় করা।

ক্রম নং	লোন নম্বর	ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতার নাম/ গ্যারান্টার / বন্ধক	১৩(২) নোটিশ তারিখ/ বকেয়া (টাকায়) হিসাবে	তারিখ ও দখলের ধরন
১	১) ৩৩১০২ ১০১৮০ ০০০০২ ৯ ২) ৩৩১০২ ১৮৮৬০ ০০০০৪১	১) প্রসেনজিত মাইতি ২) মিলি মাইতি ৩) অল্পনা মাইতি	১৫.১২.২০২২ / ২২,৭৬,৯৪৬.১২ টাকা ১৪.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত	১৭.০৪.২০২৩/ প্রতীকী দখল
	স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ ঃ জমির সমস্ত স্থাবর অস্থাবর ১ কাঠা এবং ছিতাক, ১ স্কোয়ার ফিট এর কম বেশি, জেলা- হাওড়া, প্রাঙ্গণ নং ২৬ / ৩০, পি রোড, মৌজা-বেলগাছিয়া, কিস্মাত জে এল নং ৯, খতিয়ান নং ৫৭৭, এল আর খতিয়ান নং ৩০৯, দাগ নং ২৩১, থানা- লিলুয়া, হাওড়া পৌরসভার অন্তর্গত ওয়ার্ড নং ৮, এবং আশপাশ। পরিসীমাঃ উত্তর দিকেঃ দাগ নং ২৩১(পি) এর সম্পত্তি, দক্ষিণদিকেঃ ৮ ফুট সাধারণ খালি জায়গা, পূর্ব দিকে - দাগ নং ২৩১(পি) এর সম্পত্তি, পশ্চিমদিকেঃ ১০ ফুট সাধারণ জায়গা যার মালিকানা মিসেস অল্পনা মাইতির নামে সেল ডিড নং ২৩৯৫ সাল ১৯৯১ অনুসারে যা সংযুক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রার হাওড়ায় অনুমোদিত			
২	৩৩৩০২ ১০১৮০ ০০০০০ ৪	১) সঞ্জিব সাউ ২) ভাগীরথী সাউ ৩) সুখদেও সাউ ৪) রাজু সাউ	৩১.১২.২০২২ / ১৪,১১,৯৫৬.৩৮ টাকা ৩১.১২.২০২২ তারিখ পর্যন্ত	১৭.০৪.২০২৩/ প্রতীকী দখল
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণঃ সম্পত্তিটি বিস্তৃত মৌজা ঃ ঝোরহাট, থানা- সাঁকরাইল, জে এল নং ৩০, আর এস খাতিয়ান নং ২০৯৭, এল আর খতিয়ান নং ৪১৮২, আর এস দাগ নং ১৯৫২, এল আর দাগ নং ২০৬২ বানিপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, জেলা-হাওড়া, পিন-৭১১৩০৪ এবং আশপাশ। পরিসীমাঃ উত্তরদিকেঃ সি সি পাল রোড, দক্ষিণ দিকেঃ জগদীশ প্রোসাদের খালি জমি, পূর্বদিকেঃ পলাশ পন্ডিতের জমি, পশ্চিমদিকেঃ সুরেশ পাঠকের জমি যা মিসেস ভাগীরথী সাউ এর নামে সেল ডিড নং ০৪২৯০ সাল ২০০৮ তারিখ ২৫ নভেম্বর ২০০৮ তারিখ অনুসারে।				

যেখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা / সহ-ঋণগ্রহীতা / গ্যারান্টার / বন্ধকগণ বকেয়া অর্থ পরিশোধে ব্যর্থ হয়েছেন, তাই এখানে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতাদের বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে উজ্জীবন স্মল-এর অনুমোদিত কর্মকর্তা ফাইন্যান্স ব্যাংক উপরে উল্লিখিত তারিখগুলিতে উল্লিখিত বিধিগুলির বিধি ৮ এর সাথে পড়া উল্লিখিত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে তাকে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগে করে উপরে বর্ণিত সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের দখল নিয়েছে। আইনের ধারা ১৩-এর উপ-ধারা (৮) এর বিধানগুলির প্রতি ঋণগ্রহীতা এবং সহ-ঋণ গ্রহীতা/ বন্ধকদের মনোযোগ আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে, সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের ক্ষেত্রে। এখানে উপরে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা/ সহ-ঋণগ্রহীতা/ জামিনদার/ বন্ধক বিশেষভাবে এবং সাধারণভাবে জনসাধারণকে সতর্ক করা হচ্ছে যে তারা উল্লিখিত সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে লেনদেন করবেন না এবং উল্লিখিত সম্পত্তি/ সুরক্ষিত সম্পদের সঙ্গে কোনো লেনদেন উয়িভানের চার্জ সাপেক্ষে হবে। স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক।

স্থানঃ পশ্চিমবঙ্গ
তারিখঃ ১৭.০৪.২০২৩

স্বা /- স্বীকৃত আধিকারিক,
উজ্জীবন স্মল ফাইনান্স ব্যাঙ্ক

Office of the MAHESHPUR GRAM PANCHAYAT, Birshibpur, Uluberia, Howrah
NOTICE INVITING e-TENDER

Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan on behalf of Maheshpur Gram Panchayat, Uluberia, Howrah from eligible bonafied contractors/agencies/ bidders vide NIT reference / **memo no.110/MGP, Dated : 18.04.2023** at the jurisdiction area of Maheshpur Gram Panchayat within Uluberia-I Block, Howrah, W.B. Last date for the online receipt of Tender is 26/04/2023 at 16:00. Details will be available at the website https:// wbtenders.gov.in

Sd/-
PRODHAN
Maheshpur Gram Panchayat
Uluberia, Howrah.

SALAP-2 GRAM PANCHAYAT
UTTAR NIBRA, HOWRAH
Notice Inviting Tender

e- Tender reference no: 307/SGP-II/e-tender/ 15 th CFC (Untied)/ 22-23 Sl No: 1 to 2. Date: 12/04/2023 & 308/SGP-II/Tender/15 th CFC(Untied)/ 22-23 Sl No: 1 to 2. Date: 12/04/2023. Electronic tenders are hereby invited by the Pradhan, Salap- 2 gp under Domjur Panchayat Samiti. For implementation of Four Nos(4) 15 th CFC(Untied) works within Salap-2 gp, Howrah. E-Tender Details are available in: www.wbtenders.gov.in & Manual Tender Details are available in Office Notice Board.

Sd/- Pradhan
Salap-2 GP

চলুন বেড়িয়ে আসি

দার্জিলিং-কালিম্পংয়ে না গিয়ে কম খরচে বেড়িয়ে আসুন সিকিমের অজানা গ্রাম থেকে

গরম থেকে রেহাই পেতে চলে আসুন পাহাড়ি জায়গায়। দহন জ্বালা থেকে একটু রিলিফ পেতে পাহাড় ছাড়া গতি নেই। কারণ গরমে সমুদ্রের জল ফুটছে বললে ভুল হবে না। এমনই কঠিন পরিস্থিতি। সকলেই তাই এখন পাহাড়মুখী। দার্জিলিং কালিম্পং, কার্শিয়াংয়ে কোনও হেটেলেই বুকিং প্রায় মিলছে না। ভর্তি হোম স্টে গুলিও। এই পরিস্থিতিতে দিশা দেখাতে পারে সিকিম। জেনে নিন কম খরচে বেড়ানো সিকিমের কয়েকটি অফবিট লোকেশনে কথা গরম এবার পাহাড়েও তাপপ্রবাহ চলছে গোটা দেশে। বেশিরভাগ রাজ্যেই এই পরিস্থিতি। তাও আবার দীর্ঘ সময় ধরে চলছে তাপপ্রবাহ। গত ১ সপ্তাহ ধরে গরমে নাজেহাল দশা রাজ্যবাসীর। পারদ চড়েছে উত্তরবঙ্গেও। মালদহ, দুই দিনাজপুরে চলছে তাপপ্রবাহ। আর পাহাড়ি কয়েকটা জায়গা বাদ দিয়ে বাকি শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার এই সবজায়গায় তাপপ্রবাহের মত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। গরমের আঁচ পড়েছে দার্জিলিঙ, কালিম্পংয়ে। ঠান্ডা পেতে যাঁরা গিয়েছেন তাঁরা সোয়েটার ব্যাগে রেখে ছাতা হাতে ঘুরছেন ম্যালে।

অফবিট সিকিম আইএমডি যা পূর্বাভাস দিয়েছে তাতে সিকিমেও পাহাড়ের পাদদেশের এলাকা গুলিতে তাপপ্রহের পূর্বাভাস রয়েছে। যদিও সেটা হয়তো শেষ পর্যন্ত হবে না। তবে গরম থাকবে। কাজেই এখন সিকিম বেড়াতে গেলে একেবারে যে ঠান্ডা আবহাওয়া পাবেন তা নয়। তবে উঁচুর দিকে এলাকাগুলিতে ঠান্জার আমেজ থাকবে অনেকেই হয়তো মনে করবেন সিকিম মানেই অনেক টাকা খরচ। কিন্তু সিকিমের বেশ কিছু জায়গা রয়েছে যেগুলি কম খরচে বেড়িয়ে আসা যায়। সিকিম কমখরচে সিকিমের বেড়ানোর একটি অভবিট ডেস্টিনেশন হল জঙ্গু। ছবির মত সুন্দর জায়গা। আশপাশের একাধিক জায়গা রয়েছে। লিনথেং,টিংভং, কুশং, লিন্ডেং। একদিকে ধাপে ধাপে ধানের চাষ আরেক দিকে পাহাড়ের শোভা। অপূর্ব সুন্দর সেই দৃশ্য। এখানকার গ্রামবাসীদের মূল পেশা চাষবাস। তার সঙ্গে হোমস্টেও চালান তাঁরা। সামনেই আবার তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা। হোমস্টের বারান্দায় বসেই দেখা যায় পাহাড়। তারসঙ্গে সবুজ গ্রাম। এত সুন্দর এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য স্থানীয় খাবারের স্বাদ নেওয়ার সুযোগ গ্রামের প্রাকৃতিক শোভা দেখার পাশাপাশি এখানকার স্থানীয় খাবার খাওয়ার সুযোগও রয়েছে। সকাল থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘার ধাপে ধাপে রং বদল হওয়া চোখের সামনে দেখতে পাবেন। রয়েছে একাধিক ভিউ পয়েঃটও। এখান থেক অনেক কাছে দেখা যায় তুষার শৃঙ্ঘগুলি। সকাল থেকে গ্রামের মানুষের জীবন ধারা দেখা যায়। কাছেই রয়েছে একটা মনেস্ট্রিও। পূর্ণিমায় মনেস্ট্রিতে বিশেষ উৎসব হয়। গ্রামবাসীরাও সামিল হন সেই উৎসবে। গরমে শান্তি চান, বেড়িয়ে আসুন এই রিভার ক্যানিয়ন থেকে

৪২ ডিগ্রি টেমপারেচারের গরমে নাজেহাল দশা। এই অবস্থায় গরম থেকে পালাতে পারলে ভালো হয়। এবার তাই উত্তরবঙ্গের বিশেষ করে পাহাড়ের পর্যটন কেন্দ্রগুলি ভিড়ে ঠাসা। অনেকেই সেখানকার বুকিং পাচ্ছেন না। তাঁদের জন্য রইল এক অফবিট ট্যুরিস্ট ডেস্টিনেশন। যার নাম ইয়েলবং। ইয়েলবং রাজ্যে একমাত্র নদী খাত বা রিভার ক্যানিয়ন ইয়েলবং। পাহাড়, জঙ্গল তার সঙ্গে নদী। তিন সহাবস্থানে একেবারে মন জুড়িয়ে যাওয়ার মত জায়গা এটি। নদীর দুপাশে বেশ উপত্যকাও রয়েছে। ছোট ছোট ঝরনা, আর পাথুরে উপত্যকা। পাথরের উপর বসে নদীর কুলকুল বয়ে যাওয়ার শব্দ শুনতে শুনতে মনয়া জুড়িয়ে যাবে। গরমের উত্তাপ ভুলে যাবেন নিমেষে। এখনও তেমন পর্যটকরা জানেননা এই জায়গাটির কথা। সেকারণে ভিড়ও খুব কম।

কীভাবে যাবেন শিলিগুড়ি থেকে খুব বেশি দূরে নয় ইয়েলবং। বাগরাকোট থেকে ১২ কিলোমিটার আর শিলিগুড়ি থেকে ৪৫ কিলোমিটার দূরে রয়েছে এই জায়গা। পাহাড়ি রাস্তার বাক বেয়ে উঠে যাবে গাড়ি। লাগাগুড়ির কাছে থাকার জায়গাও রয়েছে। চারিদিকে সবুজের সমাহার। ডুয়ার্সের ইয়েলবং অ্যাডভেঞ্চার প্রেমীদের জন্য দারুন জায়গা। সেখানে ক্যাম্পিং করার বন্দোবস্ত রয়েছে। অ্যাডভেঞ্চার ট্রাভেল যাঁরা অ্যাডভেঞ্চার প্রিয় তাঁদের জন্য ইয়েলবং আদর্শ জায়গা বললে ভুল হবে না। অনেকেই ট্রেক করতে আসেন। ট্রেক করে পৌঁছতে হয় রিভার বেডে। এখানে তাবু খাটিয়ে থাকার ব্যবস্থাও রয়েছে। নদীর পাড়ে পাথরে বসে মন জুড়িয়ে যাবে। কুলকুল শব্দে বয়ে চলেছে নদী। গাইডও পাওয়া যায় রিভার বেডে নিয়ে যাওয়ার জন্য। খাবার দাবার সঙ্গে নিয়ে রিভার ক্যানিয়েন দিন যাপন মন্দ হবে না। রাতে নদীর পাড়ে ক্যাম্প ফাটার। আগুনে ঝলসানো মাংস। গুহার অ্যাডভেঞ্চার এই রিভার ক্যানিয়নে আবার রয়েছে একটা গুহা। সেখানে ট্রেক করে যেতে হয়। গুহার ভেতর দিয়ে বয়ে গিয়েছে নদী। কখনও হাঁটু জল। আবার কখনও পায়ের পাতা ডোবা জল। আবার সাঁতরে পার হওয়ার মত পরিস্থিতিও তৈরি হতে পারে। যে যতদূর যেতে পারবেন যেমন বাবে সেটাই অ্যাডভেঞ্চার। কাজেই গরমে জলের থেকে আরামদায়ক আর কিছু হতেই পারে না। সেকারণে এই অফবিট লোকেশনে একবার বেড়িয়ে আসতেই পারেন। দেখবেন বালো লাগবে। তাই অপেক্ষা কেন বেড়িয়ে পড়ুন।

চিনা ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য মউ স্বাক্ষর ভারতীয় সেনা এবং তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের

তেজপুর (অসম), ১৯ এপ্রিল ঃ চিনা ভাষা প্রশিক্ষণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি (মউ) স্বাক্ষর হয়েছে। আজ বুধবার ভারতীয় সেনাবাহিনীর আধিকারিক-জওয়ানদের চিনা ভাষায় প্রশিক্ষণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়েছে। এই কোর্স ১৬ সপ্তাহের জন্য তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচালিত হবে। উপাচার্য প্রফেসর এসএন সিং-এর উপস্থিতিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে হেডকোয়ার্টার ৪ কর্পস এবং তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার এই সমঝোতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন। ১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয় উত্তরপূর্বাঞ্চলের অন্যতম প্রথমসারির

কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। সংসদে গৃহীত একটি আইনের বলে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তেজপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চ যোগ্য অনুষদ সহ চিনা সমেত বিদেশি ভাষা শিক্ষা প্রদান করা হয়। বলা হচ্ছে, চিনা ভাষার কোর্সটি অভ্যন্তরীণ ম্যান্ডারিন দক্ষতার উন্নতি ঘটাবে এবং সেনা কর্মীদের ক্ষমতায়িত করবে যাতে পরিস্থিতির প্রয়োজনে চিনা সামরিক বাহিনীর সাথে যুক্ত হতে পারেন। উন্নত চিনা ভাষা দক্ষতার সাথে সেনা কর্মীরা তাঁদের পয়েন্ট গুলিকে আরও বেশি সংযতভাবে প্রকাশ করতে আরও দক্ষ ও শক্তিশালী হবেন। জানা গেছে, চিনা ভাষায় পারদর্শী হলে কমান্ডার স্তরের আলোচনা, পতাকা সভা, যৌথ মহড়া এবং সীমান্তে নিয়োজিত আধিকারিক স্তরীয় কার্যক্রমের মতো বিভিন্ন মিথস্ক্রিয়া চলাকালীন চিনা পিএলএ তাদের কার্যকলাপের সংস্করণ সম্পর্কিত দৃষ্টিভঙ্গির আরও ভালো বিনিময় এবং বোঝার ক্ষেত্রেও সাহায্য করবে ভারতীয় সেনা বাহিনীকে।

এসইআর-র সেন্ট্রাল হাসপাতালের ৬০ তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

১৯ই এপ্রিলঃ সাউথ ইস্টার্ন রেলওয়ে সেন্ট্রাল হাসপাতাল, গার্ডেন রিচ ১৯.০৪.২০২৩ তারিখে এসইআর সদর দফতরের বিএনআর অডিটোরিয়ামে তার ৬০তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন করেছে। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার অর্চনা জোশী। ডাঃ এ কে মালহোত্রা, রেলওয়ে বোর্ডের প্রধান নির্বাহী পরিচালক (স্বাস্থ্য), ডাঃ মিহির কুমার চৌধুরী, প্রধান চিফ মেডিকেল ডিরেক্টর এসইআর, ডাঃ অঞ্জনা মালহোত্রা, মেডিকেল ডিরেক্টরএসইআর সেন্ট্রাল হাসপাতাল, অন্যান্য বিভাগীয় প্রধান, কর্মকর্তা ও কর্মচারীরাও উপস্থিত ছিলেন অনুষ্ঠান চলাকালীন উপস্থিত। প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপনের সময় অবসরপ্রাপ্ত ডাক্তার, নার্স এবং অন্যান্য কর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। মিসেস অর্চনা জোশী, জেনারেল ম্যানেজার, এসইআর, এসইআর সেন্ট্রাল হাসপাতালের গৌরবময় অতীত এবং

আপগ্রেডেশন ও আধুনিকায়নের মাধ্যমে এর যাত্রার সাফল্যের গল্প উল্লেখ করেছেন। তিনি কোভিড ১৯ মহামারী চলাকালীন ডাক্তার, নার্স এবং প্যারামেডিক কর্মীদের নিঃস্বার্থ সেবার প্রশংসা করেন। মহাব্যবস্থাপক যোগ করেন, হাসপাতালটি ব্যাপক স্বাস্থ্যসেবার ক্ষেত্রে অনুকরণীয় সেবা প্রদান করছে। ডাঃ এ কে মালহোত্রা, রেলওয়ে বোর্ডের প্রধান নির্বাহী পরিচালক (স্বাস্থ্য), বলেছেন যে এসইআর সেন্ট্রাল হাসপাতাল অনন্য কারণ ডাক্তার এবং রোগীদের মধ্যে যে ধরনের সম্পর্ক বিদ্যমান তা ভারতীয় রেলওয়েতে অতুলনীয়। তিনি হাসপাতালের ঐতিহ্য ধরে রাখতে সাবেক ও বর্তমান চিকিৎসকদের অবদানের কথা উল্লেখ করেন। ডাঃ মিহির কুমার চৌধুরী, প্রধান চিফ মেডিকেল ডিরেক্টরএসইআর বলেছেন যে হাসপাতাল রেলওয়ে কর্মচারী এবং সুবিধাভোগীদের সর্বোত্তম স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা প্রদানের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ সেবার ধারা আরও উচ্চতা অর্জন করতে থাকবে, যোগ করেন তিনি। ডাঃ অঞ্জনা মালহোত্রা, মেডিকেল ডিরেক্টরএসইআর সেন্ট্রাল হাসপাতালে বিশিষ্ট অতিথিদের স্বাগত জানান। এ উপলক্ষে বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়।

নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়েতে ট্র্যাফিক ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে ট্রেনের বাতিলকরণ ও পথ পরিবর্তন

মালিগাঁও, ১৯ এপ্রিল ঃ নর্থ ইস্টার্ন রেলওয়ের গোন্ডা স্টেশনে ৪৫ দিনের ট্র্যাফিক ব্লকের পরিপ্রেক্ষিতে নীচের বিবরণ অনুযায়ী কিছু ট্রেন বাতিল করা হয়েছে অথবা পথ পরিবর্তন করা হয়েছে।ট্রেন পরিষেবার বাতিলকরণ-১৯, ২৬ এপ্রিল, ০৩, ১০, ১৭ ও ২৪ মে, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৪৬৫৪ নং (অমৃতসর জং.-নিউ জলপাইগুড়ি) এক্সপ্রেস এবং ২১, ২৮ এপ্রিল, ০৫, ১২, ১৯ ও ২৬ মে, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ০৪৬৫৩ নং (নিউ জলপাইগুড়ি অমৃতসর জং.) এক্সপ্রেস বাতিল থাকবে। ট্রেনের পথ পরিবর্তন-১৭, ২০, ২৪, ২৭ এপ্রিল, ০১, ০৪, ০৮, ১১, ১৫, ১৮, ২২ ও ২৫ মে, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭০৫ নং (কাটিহার-দিল্লি) এক্সপ্রেসটি গোরখপু-মানকাপুর জং.-অযোধ্যা বরাবাংকি হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে।১৮, ২১, ২৫, ২৮ এপ্রিল, ০২, ০৫, ১২, ১৬, ১৯, ২৩ ও

২৬ মে, ২০২৩ তারিখে রওনা দেওয়ার জন্য নির্ধারিত ১৫৭০৬ নং. (দিল্লি-কাটিহার) এক্সপ্রেসটি বরাবাংকি অযোধ্যা মানকাপুর জং.-গোরখপুর হয়ে পথ পরিবর্তন করে চলাচল করবে। এই ট্রেনের স্টপেজ ও সময়সূচির বিশদ বিবরণ আইআরসিটিসি ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে এবং বিভিন্ন খবরের কাগজ ও উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সোসিয়াল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মেও অধিসূচিত করা হয়েছে। যাত্রার করার পূর্বে বিশদ বিবরণগুলি দেখে নেওয়ার জন্য যাত্রীদের অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

সমলিঙ্গ বিবাহে 'আপত্তি' কেন্দ্রের, রাজ্যের মতামত জানতে চাইল মোদী সরকার

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ সমলিঙ্গ বিবাহ নিয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের আপত্তির কথা সুপ্রিম কোর্টকে জানিয়ে দিয়েছে কেন্দ্র। সমলিঙ্গ বিবাহকে স্বীকৃতি দিলে দেশের প্রতিটি নাগরিকের স্বার্থ ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলেও আদালতে যুক্তি দিয়েছে মোদী সরকার। সমলিঙ্গ বিবাহকে আইনি স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি নিয়ে বুধবারও শুনানি চলে সুপ্রিম কোর্টে। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের বেঞ্চে এ দিনের শুনানির সময় কেন্দ্রীয় সরকার একটি নতুন হলফনামা দাখিল করেছে। এই মামলায় রাজ্য এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি জানাতে বলা হয়েছে। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২৫ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্ট দুই সমপ্রেমী যুগলের দায়ের করা দু'টি মামলা জমা পড়ে। ২০২১ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠান করে বিয়ে করেন সুপ্রিয় চক্রবর্তী এবং অভয় ডাং। কার্যত তাঁরাই দেশের প্রথম সমপ্রেমী যুবক, যাঁরা বিয়ে করেছেন। এখন বিশেষ বিবাহ আইনের স্বীকৃতি চেয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন ওই যুগল। ২০১৮ সালের ৬ সেপ্টেম্বর, ভারতীয়

সংবিধান ৩৭৭ ধারায় সমকামিতাকে 'অপরাধ'-এর তকমা থেকে মুক্তি দিয়েছে। কিন্তু সমলিঙ্গ বিবাহ নিয়ে কোনও আইন পাশ হয়নি দেশে।এর আগে গত ১২ মার্চ সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে সমলিঙ্গ বিয়েতে তীব্র আপত্তি জানিয়েছে কেন্দ্রের বর্তমান সরকার। সাংবিধানিক বেঞ্চে শুনানি শুরুর এক দিন আগেও সলিসিটর জেনারেল কেন্দ্রের তরফে প্রধান বিচারপতির নেতৃত্বাধীন তিন বিচারপতির বেঞ্চকে বলেছেন, সমলিঙ্গ বিয়েকে আইনি বৈধতা দেওয়ার আবেদনটি আদালতের কাছে গ্রহণযোগ্যই হতে পারে না। কেবলমাত্র আইনসভাই এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পারে। যদিও সমলিঙ্গ বিবাহকে আইনি বৈধতা দেওয়ার প্রসঙ্গে মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্টের পাঁচ বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চ জানিয়েছিল জননাঙ্গের ভিত্তিতে চূড়ান্তভাবে নারী ও পুরুষকে চিহ্নিত করা যায় না।

পূর্ব রেলের হাওড়া বিভাগ ভারতরত্ন ডঃ বিআর-এর জন্মবার্ষিকী উদযাপন করেছে। ১৭ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার কনফারেন্স রুমে উপযুক্ত পদ্ধতিতে আম্বেদকর। শ্রী মনীশ জৈন, ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার হাওড়া, হাওড়া ডিভিশনের অন্যান্য বিভাগীয় আধিকারিকদের সাথে, বাবাসাহেব ডঃ বি আর আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন।

জোকা-তারতলা মেট্রো পরিষেবা সোমবার থেকে দ্বিগুণ হবে

কলকাতা,১৯ এপ্রিল ঃ মেট্রো যাত্রীদের জন্য আরেকটি সুখবর! যাত্রীদের দাবির পরিপ্রেক্ষিতে, মেট্রোর জেনারেল ম্যানেজার, শ্রী পি উদয় কুমার রেড্ডি ফুটফল প্যাটার্ন অধ্যয়ন করার পাশাপাশি একটি বিশদ সমীক্ষা চালানোর পরে বেহালা এলাকার মানুষের সুবিধার জন্য পার্পল লাইনে দৈনিক পরিষেবার সংখ্যা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। . মেট্রো রেলওয়ে ০১.০৫.২০২৩ (সোমবার) থেকে বেগুনি লাইনের জোকা-তারাতলা স্ট্রেচে তার দৈনিক পরিষেবার সংখ্যা দ্বিগুণ করতে চলেছে সেই প্রসারিত পরিষেবাগুলি শুরু করার চার মাসের মধ্যে। সেই দিন থেকে, ১২টি পরিষেবার পরিবর্তে ২৪টি দৈনিক পরিষেবা জোকা এবং তারাতলার মধ্যে সোমবার থেকে শুক্রবার ওয়ান ট্রেন অনলি সিস্টেম অনুসরণ করে চালানো হবে। জোকা-তারাতলা স্ট্রেচে মেট্রো পরিষেবার ফ্রিকোয়েন্সি (সোমবার থেকে শুক্রবার) সেই দিন থেকে ৬০ মিনিটের পরিবর্তে ৪০ মিনিট হবে। পার্পল লাইনে দুপুরের সময় পরিষেবার কোনও ফাঁক থাকবে না। জোকা থেকে প্রথম মেট্রো পাওয়া যাবে ০৮.৫৫ টায়। এবং জোকা থেকে শেষ পরিষেবা পাওয়া যাবে ১৬.২০ টায়। ১২.০০ টা থেকে ১৫.০০ টা পর্যন্ত জোকা থেকে ইউপি দিকে কোন সার্ভিস গ্যাপ থাকবে না। তারাতলা থেকে প্রথম মেট্রো ০৯.২০ টায় পাওয়া যাবে এবং তারাতলা থেকে শেষ পরিষেবা ১৬.৪০ টায় পাওয়া যাবে। DN নির্দেশে

হাওড়া অর্থোপেডিক হাসপাতাল হল পূর্ব রেলওয়ের প্রথম হাসপাতাল যা চিফ মেডিকেল সুপারিনটেনডেন্টহাওড়া ডাঃ দেবাশিস গুহের নেতৃত্বে এবং ডাঃ সুপ্রিয়া গুপ্ত ডিএম ও আইসি প্যাথলজির উদ্যোগে B.Sc ক্লিনিকাল প্রশিক্ষণ প্রদান করে শিক্ষার্থীদের।

দিল্লিতে ১৬ বছরের ছেলেকে খুন, তদন্তে নেমেছে পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ উত্তরপূর্ব দিল্লির শাস্ত্রী পার্ক এলাকায় এক ১৬ বছরের এক কিশোরের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। শাস্ত্রীপার্ক থানা পুলিশ মৃতদেহটিকে হেফাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে এবং গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই কিশোর মঙ্গলবার রাতে খাবার খেয়ে হাঁটতে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল এবং বুধবার সকালে স্থানীয়রা তার দেহ দেখতে পেয়ে পুলিশকে খবর দেয়। নিহতের বাবা মোস্তফা জানান, মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে রাতের খাবার খেয়ে বেড়াতে বের হলেও গভীর রাতে ফেরেননি। সারারাত তাকে খোঁজ করা হয়। আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদের কাছে জানতে চাইলেও তার কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। বুধবার সকালে কেউ ফোন করে জানায়, উত্তরপূর্ব দিল্লির শাস্ত্রী পার্ক এলাকার উসমানপুর দেহ পড়ে আছে। নিহতের শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। যা থেকে বোঝা যায় তাকে খুন করা হয়েছে। বিচিত্র কাজ করে পরিবারকে আর্থিক সাহায্য করতেন আলম। পুলিশ আশেপাশে সিসিটিভি ফুটেজ স্ক্যান করে তদন্ত শুরু করেছে।

এনই রেলওয়ে সিনিয়র সেকেন্ডারি স্কুল, গোরখপুরের বার্ষিক ম্যাগাজিন 'সুগন্ধি' প্রকাশ করছেন, প্রধান কর্মী কর্মকর্তা প্রশাসন শ্রী অবধেশ কুমার।

পরিম্যাচ ক্রিকেট প্রেমীদেরকে ৬০ লাখ টাকার প্রাইজ পুলের সাথে

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ আইপিএল উদযাপন করার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছে পিএম গুরুর উপস্থাপনা যেখানে ক্রিকেট দেখা মিলবে অ্যাডভেঞ্চারের সাথে! পরিম্যাচ, ১ গ্লোবাল গেমিং প্ল্যাটফর্ম, ক্রিকেট থিমযুক্ত সংযোজন দিয়ে তার প্রোডাক্ট লাইনকে শক্তিশালী করেছে, খেলোয়াড়দের আইপিএল অ্যাকশনের কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি করা হয়েছে, যেখানে তারা প্রতিযোগিতা করতে পারে, আশ্চর্যজনক পুরস্কার অর্জন করতে পারে এবং ৬০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত জিতে নিতে পারে। নতুন খেলাধুলা, বাজার এবং স্ট্রীম অন্বেষণ করে, ব্যবহারকারীরা কৃতিত্বগুলি আনলক করতে পারে এবং ফ্রিবেট,ফ্রি স্পিন, অবতার এবং আরও অনেক কিছু উপার্জন করতে পারে। এই এক্সক্লুসিভ গ্যামিফিকেশনের সুবিধা নেওযার জন্য কেবলমাত্র খেলাধুলা এবং আইপিএলের প্রতি আবেগ থাকা প্রয়োজন।

চলতি বছরেই কমতাপুরে নির্বাচন, জানান মুখ্যমন্ত্রী

বঙাইগাঁও (অসম), ১৯ এপ্রিল ঃ চলতি বছরেই কমতাপুর স্বশাসিত পরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হবে, জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আজ বঙাইগাঁও জেলার উত্তর শালমারায় কমতাপুর স্বশাসিত পরিষদের সচিবালয়ে এসেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তখন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে এই ঘোষণা করে বলেন, কমতাপুর স্বশাসিত পরিষদের অন্তর্গত গ্রামগুলি চিহ্নিত করার পর এ বছরের শেষের দিকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। তিনি বলেন, বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি ও দক্ষিণ শালমারা জেলার কিছু অংশ নিয়ে কমতাপুর স্বশাসিত পরিষদ এলাকা গঠিত। তিনি বলেন, 'আজ আমি কমতাপুর স্বশাসিত পরিষদের অফিস পরিদর্শন করেছি। কীভাবে কাউন্সিলকে আরও শক্তিশালী করা যায় সে বিষয়ে বৈঠকে করেছি।' জোরের সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কয়েক দিনের মধ্যে বঙাইগাঁও, গোয়ালপাড়া, ধুবড়ি এবং দক্ষিণ শালমারা জেলার গ্রামগুলি চিহ্নিত করে নির্বাচনের আগে কাউন্সিল এলাকায় অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

ঝড় বৃষ্টিতে স্বস্তি পেল রাজস্থান

জয়পুর, ১৯ এপ্রিল ঃ ঝড়বৃষ্টির সৌজন্যে ঘর্মাক্ত গরম থেকে স্বস্তি পেল মরুরাজ্য রাজস্থান। রাজস্থানে গত ২৪ ঘন্টায় যোধপুর ও বিকানের ডিভিশনের কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হয়েছে। শ্রীগঙ্গানগরের সুরাতগড়ে সর্বাধিক ১৯ মিলিমিটার বৃষ্টির খবর মিলেছে। বিকানের, আজমের, জয়পুর এবং ভরতপুর ডিভিশনে বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ের পূর্বাভাস রয়েছে। রাজস্থানের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের গঙ্গানগর, হনুমানগড়, চুরু, ঝুনঝুনু জেলাতেও আগামী ২৪ ঘন্টায় বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়বৃষ্টির পূর্বাভাস আছে। বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টির সময় রাজ্যবাসীকে সাবধান থাকতে বলা হয়েছে।

ত্রিপুরায় প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদান করবে সরকার

আগরতলা, ১৯ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরার প্রত্যন্ত অঞ্চলে টিএসআর ক্যাম্পে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ পরিষেবা প্রদানে সৌর শক্তি ব্যবহারের দিকে ঝুঁকছে রাজ্য সরকার। পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির সহায়তায় সেখানে বিদ্যুৎ পরিষেবার মাধ্যমে দীর্ঘ সময়ের সমস্যার স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এ বিষয়ে বিদ্যুৎ মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন, ত্রিপুরায় ১১টি টিএসআর ক্যাম্পে বিদ্যুৎ পরিষেবা সৌর শক্তি দিয়ে চালিত হবে। ইতিমধ্যে ওই ক্যাম্পগুলি সৌর শক্তি পরিচালনায় রূপান্তর করা হচ্ছে। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় সরকার দেশের সমস্ত রাজ্যগুলিকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ব্যবহারে গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছে। এক্ষেত্রে সৌর শক্তি একমাত্র বিকল্প হিসেবেই মনে করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যে ত্রিপুরা সরকার ১১টি টিএসআর ক্যাম্প চিরাচরিত গ্রিড থেকে সৌর বিদ্যুতে রূপান্তর করা হয়েছে। সাথে তিনি যোগ করেন, আরক্ষা দফতরের সহযোগিতায় আরও টিএসআর ক্যাম্পে ওই ব্যবস্থা চালু করা হবে। তাঁর দাবি, ত্রিপুরার বিভিন্ন এলাকায় সৌর বিদ্যুৎ চালিত জলের পাম্প মেশিন বসানো হয়েছে। তাতে, পার্বত্য এলাকায় নিরাপত্তায় টিএসআর জওয়ানদের পানীয় জলের সমস্যা মেটানো সম্ভব হয়েছে। তাঁর মতে, অধিকাংশ মাইক্রো সোলার গ্রিড খোয়াই এবং ধলাই জেলায় বসানো হয়েছে। তিনি বলেন, কেন্দ্র চাইছে রাজ্যের ৫০ শতাংশ বিদ্যুৎ সৌর শক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পূরণ হোক। তাঁর কথায়, সৌর শক্তি বিদ্যুতের খরচ কমাতে দারুন উপযোগী। বিভিন্ন সংস্থা ছাদে প্যানেল বসিয়ে উৎপাদিত সৌর চালিত শক্তি ব্যবহার করে বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাচ্ছে। তাতে, বিদ্যুতের খরচ অনেক কম হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে তুলে ধরে তিনি বলেন, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি সৌর বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিদ্যুতের বিল মাসিক প্রায় ১০ লক্ষ টাকার বদলে ৫ লক্ষ টাকায় নামিয়ে এনেছে।

Name Change

I, ANSARUL HAQUE (old name) S/o JANUDUL HAQUE resident 43A/B BRIGHT STREET,PO CIRCUS AVENUE, KOLKATA 700017 WEST BENGAL, India I have changed myname to (shall henceforth be known as) ANSAR AHMED, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/04/2023. ANSARUL HAQUE and ANSAR AHMED all are same and one identical person.

Name Change

I, SHIV JAGNNATH MISHRA (old name) S/o JAGANNATH MISHRAresident of KAMRABAD, SUBHASH PALLY, PO & PS – SONARPUR, Dist-South 24 Parganas-700150 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SHIV SHANKAR MISHRA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/04/2023. SHIV JAGNNATH MISHRA and SHIV SHANKAR MISHRA all are same and one identical person.

Name Change

I, ESHNA S SEN (old name) S/o Apurba Sinha resident of 30/5, Udayachal, near Purbachal Co-operative, P.O. Hatiara , Kolkata - 700157 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ESHNA SEN, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/04/2023. ESHNA S SEN and ESHNA SEN all are same and one identical person.

Name Change

I, AJOY SAHA(old name) S/o LATE MOTI SAHA resident of HA-321/A, Community Hall, Sector -3, Ps- Bidhannagar(s), Kolkata 106 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) AJAY SAHA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/04/2023. AJOY SAHA and AJAY SAHA all are same and one identical person.

Name Change

I, BIREN DUTTA alias BIRENDRANATH (old name) S/o LATE UPENDRA NATH DUTTA resident of 65/1 B M BANERJEE ROAD BELGJORIA. KOLKATA-700056 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) BIRENDRA NATH DUTTA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/04/2023. BIREN DUTTA alias BIRENDRANATH and BIRENDRA NATH DUTTA all are same and one identical person.

Name Change

I, MD ABUJEL MOLLA (old name) S/o MOSTOBAR MOLLA resident of VILL KATJOLA PO SHANPUKUR PS KASHIPUR SOUTH 24TH PARGONAS PIN 743502 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) ABUJEL MOLLA, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/04/2023. MD ABUJEL MOLLA and ABUJEL MOLLA all are same and one identical person.

Name Change

I, SUBRATA BOSE (old name) S/o LATE JAYANTA KUMAR BOSE resident of 61, Kabi Sukanta Sarani, PO-K.G.Bose Sarani, PS-Beliaghata, Kolkata-700085 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) SUBROTO BOSE, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Kolkata on 19/04/2023. SUBRATA BOSE and SUBROTO BOSE all are same and one identical person.

পানীয় জলের দাবিতে পুরুলিয়ায় অবরোধ রাস্তা, ব্যাহত যান চলাচল

দুরন্ত বার্তা, পুরুলিয়া, ১৯ এপ্রিল ঃ গরম পড়তেই জলকষ্ট বাড়ছে। একদিকে পানীয় জলের রাস্তাও বেহাল। পানীয় জলের দাবিতে বুধবার সাত সকালেই পুরুলিয়া- রাঁচি রাজ্য সড়ক অবরোধ হল ঝালদা শহরে। পুরুলিয়ার পৌর এলাকার ২ ও ১১ নম্বর ওয়ার্ডে প্রায় ১০০ জন মহিলা খালি বালতি, হাঁড়ি, কলসি নিয়ে রাস্তায় বসে পড়েন। এই অবরোধের ফলে ব্যাহত হয় পুরুলিয়া-রাঁচি রাজ্য সড়কে যান চলাচল। অবরোধকারীদের অভিযোগ, বেশ কয়েক বছর ধরে এই পানীয় জলের সমস্যা দেখা রয়েছে। স্থানীয় কাউন্সিলরকে বার বার বলেও কোনও সুরাহা হয়নি। জানানো হয়েছিল পুরপ্রধানকেও। কিন্তু কোনও সমস্যার সমাধান হয়নি। এই সময় পুরুলিয়ার বেশ কয়েকটি জায়গায় জলের স্তর তলানিতে গিয়ে ঠেকে যার কারণে সমস্যায় পড়তে হয় স্থানীয় মানুষদের। এমনকী নলকূপগুলি থেকেও জল ওঠে না। বেশ কয়েকদিন আগে থেকে বিশেষ এক পদ্ধতির মাধ্যমে পানীয় জলের সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করা হলেও কাজ হয়নি। বুধবার দিন সকাল ৬ টা থেকে অবরোধ শুরু করা হয়। স্থানীয়রা জানিয়েছেন, আমাদের সমস্যা সমাধান না হওয়া পর্যন্ত এই অবরোধ চলবে। প্রায় আড়াই ঘন্টা ধরে চলে পথ অবরোধ। ঘটনাস্থলে এসে উপস্থিত হয় পুলিশ। অবরোধের জেরে রাজ্য সড়কে যাত্রীবাহী বাস স্তব্ধ হয়ে যায়।

ঈদের বাজার করতে আসার পথে দুর্ঘটনা, মৃত বাইক আরোহী

দুরন্ত বার্তা, ইসলামপুর, ১৯ এপ্রিল ঃ ঈদের বাজার করতে আসার পথে দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক বাইক আরোহীর। বালিবোঝাই ডাম্পারের সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাইকটির। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে ইসলামপুর থানার অন্তর্গত গরহনডাঙ্গা মোড় এলাকায় রাজ্য সড়কে। জানা গিয়েছে, মৃত ওই বাইক আরোহীর নাম জামাল। বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। বাড়ি গোয়ালপোখর থানার বাবনবাড়ি এলাকায়। এদিন ওই যুবক বাইক নিয়ে ইদের বাজার করতে গোয়ালপোখর থেকে ইসলামপুরে আসছিলেন। সেই সময় পন্ডিতপোতা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গরহনডাঙ্গা এলাকায় ডাম্পারের সঙ্গে তাঁর বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। বাইকটি ডাম্পারের সামনের চাকায় আটকে যায়। ঘটনার পরই ডাম্পারের চালক গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায়। এদিকে, প্রায় ২০ মিনিট ঘটনাস্থলে গুরুতর জখম অবস্থায় পড়ে ছিলেন ওই বাইক আরোহী। ঘটনার খবর পান গোয়ালপোখর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান। তিনিও এদিন ইসলামপুরে ইদের বাজার করতে আসছিলেন। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছে জখম যুবককে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করান। চিকিৎসা চলাকালীন ওই যুবকের মৃত্যু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

আরবি ভাষায় লেখা কোরানের বাংলা অনুবাদ করলেন জলপাইগুড়ির শিক্ষক

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ একেই বিদেশী ভাষা। কঠিন তার উচ্চারণ। পড়তে গিয়ে মাঝে মধ্যে হোঁচট খেতে হয়। আবার শব্দের মানে বুঝতে না পাড়ায় তা অনুধাবন করা যাচ্ছিলো না। এই পরিস্থিতে আরবি ভাষায় লেখা কোরানের বাংলা অনুবাদ করে ফেললেন জলপাইগুড়ি শহরের সেন পাড়ার বাসিন্দা মজাহারুল হক। তার দাবি এটাই কোরানের প্রথম বাংলা অনুবাদ। শুধু তাই নয়, মাতৃভাষায় অনুবাদ করার কারণে কোরানে আল্লাহ, ধর্মের যে বানী দিয়ে গেছে তার অর্থ বুঝে জানতে আরো সুবিধা হবে বলে মনে করছেন তিনি। ইতিমধ্যে তার এই অনুবাদ করা কোরান দেশের সীমা ছাড়িয়ে বাংলা দেশে পাড়ি জমিয়েছে বলেও জানান পেশায় শিক্ষক মজাহারুল হক। রাজগঞ্জ ব্লকের বেলাকোবা উচ্চ বিদ্যালয়ের জীব বিদ্যার শিক্ষক তিনি। ইসলাম ধর্মালম্বী এই ব্যক্তি জানালেন, কোরান আরবিতে লেখা। বিদেশী একটা ভাষা। পড়ে গেলেও তার সারমর্ম বোঝা কঠিন হয়ে যাচ্ছিলো। তাছাড়া কোরান কে জানার আগ্রহ থাকায় বাজারে বাংলায় অনুবাদ করা কোরান খুঁজে না পেয়ে নিজেই অনুবাদ করতে লেগে পরেন। ইন্টারনেট ছাড়াও আলেম ওলেমারদের সাহায্য নিয়ে, প্রায় ৬ মাস দিন রাত নিরলস প্রচেষ্টায় শুদ্ধ বাংলায় অনুবাদ করেছেন বলে জানান।

পাঁচকেলগুড়ি এলাকায় নতুন পাঁচটি রাস্তার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি শহর সংলগ্ন ডাবগ্রাম ফুলবাড়ি বিধানসভা এলাকার ফুলবাড়ি এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচকেলগুড়ি এলাকায় নতুন পাঁচটি রাস্তার উদ্বোধন করলেন SJDA - এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী। বুধবার, আনুষ্ঠানিকভাবে এই রাস্তা গুলির উদ্বোধন করা হয়। জানা গিয়েছে প্রায় ৫ কোটি টাকা ব্যয়ে এই রাস্তা নির্মান করা হয়েছে SJDA-এর তরফে। এদিনের এই অনুষ্ঠানে SJDA - এর চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন রঞ্জন শীল শর্মা, গৌতম গোস্বামী, দেবাশীষ প্রামানিক সহ ডাবগ্রাম ১ এবং ২ এর দুই প্রধান। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে SJDA - এর চেয়ারম্যান জানান মানুষের স্বার্থে এই পঞ্চায়েত এলাকাতে যেভাবে পাকারাস্তা তৈরী হয়েছে তা বেনজীর।

রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ১৯ এপ্রিল ঃ ভোট আসে ভোট যায়। নেতারা এলাকার উন্নয়নের বহু প্রতিশ্রুতি দিয়ে যায় ভোটের আগে। কিন্তু ভোট ফুরুলে ভুলে যায় রসিক বিল বনাঞ্চল এলাকার আদিবাসী বস্তির মানুষদের। তাই এবার ভোটের আগে পাকা রাস্তার দাবিতে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন রসিকবিল বনাঞ্চল এলাকার আদিবাসী বস্তির বাসিন্দারা। মঙ্গলবার তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের মহিষকুচি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের রসিকবিল আদিবাসী বস্তিতে রীতিমতো প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে ভোট বয়কটের ডাক দিলেন আদিবাসী বস্তির বাসিন্দারা। মহিষকুচি ২ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার টাকোযামারি বাজার হয়ে পাগলীরকুঠির ধাম সংলগ্ন এলাকায় প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বসবাস করেন বহু আদিবাসী সমাজের লোকজন। বর্তমানে প্রায় ১৫০ টি পরিবারের বসবাস ওই গ্রামে। অভিযোগ আদিবাসী সমাজের ভোট ব্যাংককে হাতিযার করতে ভোটের আগে শাসক ও বিরোধী দুই দলের রাজনৈতিক দলের নেতাদের আনাগোনা বারে এই আদিবাসী বস্তিতে। সে সময় রাজনৈতিক নেতাদের মুখে আদিবাসীদের জন্য উন্নযনের প্রতিশ্রুতি মিললেও সেই প্রতিশ্রুতি আর বাস্তবায়িত হয়নি। বহু বছর ধরে গ্রামে ঢোকার একমাত্র রাস্তাটি বেহাল অবস্থায় থাকলেও সেটি সংস্কারের কোন উদ্যোগ নেয়নি প্রশাসন। বেহাল রাস্তার কারণে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটছে। এলাকার ছাত্রছাত্রীরা সাইকেল নিয়েয় স্কুলে যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার শিকার হচ্ছে। এই অবস্থায় পাকা রাস্তা দাবিতে ভোট বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এলাকার বাসিন্দারা।

ঈদ উপলক্ষ্যে দুঃস্থদের উপহার সামগ্রী বিতরণ জামালপুরের ব্লক নেতৃত্বের

সুজিত দত্ত, পূর্ব বর্ধমান, ১৯ এপ্রিল ঃ আর দুদিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্যতম বড় উৎসব খুশির ঈদ। সেই উপলক্ষ্যে বুধবার জামালপুর ব্লক তৃণমূল পার্টি অফিসে জামালপুর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রায় ১৫০ জন অসহায় মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষের হাতে নতুন বস্ত্র শাড়ি, লুঙ্গি ও একটি ফলের প্যাকেট ঈদের উপহার হিসাবে তুলে দেওয়া হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জামালপুরের বিধায়ক অলোক কুমার মাঝি, ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভুতনাথ মালিক, জয় হিন্দ বাহিনির ব্লক সভাপতি সাহাবুদ্দিন মন্ডল, ব্লক তৃণমূলের ছাত্র সভাপতি বিট্টু মল্লিক, এস সি ওবিসি সেলের সভাপতি উত্তম হাজারি সহ তৃণমূলের সকল শাখা সংগঠনের সভাপতি সহ অঞ্চল সভাপতিরা। বিধায়ক আলোক কুমার মাঝি জানান, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বার বার বলেন ধর্ম যার যার উৎসব সবার। সেই কথাকে সামনে রেখেই এদিনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুঃস্থ মানুষের হাতে বিভিন্ন সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। ঈদ উৎসবে যেন সকল সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দে কাটান সেই প্রার্থনা করেন তিনি। ব্লক সভাপতি মেহেমুদ খান জানিয়েছেন, অসহায় মানুষ যাদের হয়তো নতুন বস্ত্র কেনার ক্ষমতা নেই তাদের একটু সাহায্য করাই এদিনের অনুষ্ঠানের মুখ্য উদ্দেশ্য। কারণ দলনেত্রী সর্বদাই অসহায় মানুষের পাশে সকল কর্মীদের দাঁড়ানোর কথা বলেন। তিনি আরো বলেন, যদি কারোর এই খুশির ঈদে নতুন বস্ত্র কেনার ক্ষমতা না থাকে, সে খবর তারা পেলেই তাদের পাশে দাঁড়াবেন তিনি। এদিন ঈদ উপলক্ষ্যে সকলকে শুভেচ্ছা জানান ব্লক সভাপতি। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ভুতনাথ মালিক বলেন, তারা ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে ঈদ কিংবা দুর্গাপুজোয় বস্ত্রদান, খাদ্য সামগ্রী দান কিম্বা করোনা অতিমারিতে খাবার প্রদান, রক্তদান, শীতে কম্বলদান সহ বিভিন্ন উৎসব বা সামাজিক কাজে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ভাবে ব্লক সভাপতির নেতৃত্বে অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে আসছেন তারা। ঈদের প্রাক মূহুর্তে বস্ত্র সহ ফলের প্যাকেট পেয়ে জামালপুর ব্লক তৃণমূলের বিভিন্ন নেতৃত্বকে ধন্যবাদ জানান মুসলিম সম্প্রদায়ের দুঃস্থ মানুষরা।

তৃণমূল বিধায়কের কম্বল বিতরণ নিয়ে উত্তাল সামাজিক মাধ্যম

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ১৯ এপ্রিল ঃ গরমে যখন বঙ্গবাসী অতিষ্ঠ, তখন কম্বল বিতরণ করে বিতর্কে জড়ালেন নদীয়া জেলার করিমপুরের তৃণমূল বিধায়ক বিমলেন্দু সিংহ রায়। বিধায়কের এই কাণ্ড নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সামাজিক মাধ্যমেও বিধায়ককে এই নিয়ে কটাক্ষ করতে দেখা গিয়েছে অনেককে। প্রখর রোদে বঙ্গবাসীর জীবন জেরবার। চাঁদিফাটা রোদের তাপে বেশিক্ষণ বাইরে দাঁড়িতে থাকা যাচ্ছে না, তখন কোন যুক্তিতে বিধায়কের কম্বলদান, সেই প্রশ্ন তুলছেন এলাকার সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বিরোধীরা। তাঁদের বক্তব্য, এই গরমে গরিব মানুষের জন্য জল ও আচ্ছাদনের পরিবর্তে কোন যুক্তিতে কম্বল বিতরণের সিদ্ধান্ত নিলেন তৃণমূল বিধায়ক। বুধবার সামাজিক মাধ্যমে এই ব্যাপারে কয়েক হাজার নেটনাগরিকের প্রতিক্রিয়া এসেছে। কৃষ্ণজ্যোতি দেব লিখেছেন, কম্বল কেন দিচ্ছে ? রুম হীটার দিলে কিছুটা স্বস্তি পাওয়া যেতো। ইচ্ছা রায় লিখেছেন, ভালো উদ্যোগ! কম্বল ভিজিয়ে গায়ে দিলে বেশ ঠাণ্ডা লাগবে! শঙ্কর রায় লিখেছেন, একটা করে তোয়ালে গামছা কিম্বা শীতল পাটি দেওয়া উচিত ছিল । হয়তো মাটির কুঁজো হলেও ভাল ছিল । এ সব না দিয়ে কিছু অর্থ সাহায্য দেওয়া যেতেই পাড়ত । অন্তত কিছুটা পাপের বোঝা থেকে হাল্কা হতে পারতেন । যাই হোক জনতা নির্বাচিত পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা বিধায়ক তো (সঙ্গে ১৫ টি হরেক কিসিমের হাস্যমুখ)। অরূপ বিশ্বাস লিখেছেন, আগামী শীতের সময় উনি জেলের বাইরে থাকবেন কি না। তাই আগে থেকেই এই ব্যবস্থা। শ্যামলী রায় কর্মকার লিখেছেন, কম্বলের অনেক উপকারিতা... কম্বল ধোলাই তার মধ্যে একটি...যাকে যখন দরকার দেওয়া যেতে পারে। প্রীতম বিশ্বাস লিখেছেন, দিন দিন জ্ঞান বাড়ছে এদের। মস্তিস্ক অবিলম্বে সংরক্ষণ এর ব্যাবস্থা করা হোক। সমীর ঘড়াই লিখেছেন, কম্বল গচ্ছিত করে রেখেছিল। আসলে কম্বল ভিজিয়ে জানালায় টাঙিয়ে রাখার জন্যে বিতরণ করেছে। আমাদের রাজ্যে এতো অশিক্ষিত আছে বলে জানতাম না । দিদি আমার অনুপ্রেরণা দিদি ওনার ও অনুপ্রেরণা। এক অংশের রাজ্যবাসীর সমূচি ফিরে আসুক। এম মিঠুন লিখেছেন, উনি সিবিআই কে বোঝাতে চাইলেন। যদি চুরি করতাম এসি দিতাম কম্বল নয়। শ্রীকৃষ্ণ ঘোষ লিখেছেন, আক্কেল কম। ওঁকে কম্বল জড়িয়ে একবেলা শুইয়ে রাখুন। দেখুন যদি আক্কেল হয়। রাশেশ্বর ধর লিখেছেন, কম্বল বিতরনের সময় এই গরমে কম্বল ব্যবহারের নির্দেশিকাটা তিনি দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল, ঘরের চাল বা ছাদে কম্বলটা বিছিয়ে তা জল দিয়ে ভিজিয়ে দিন, তাতে ঘরে রোদের আঁচ কম লাগবে। সঞ্জীবন ঘোষ লিখেছেন, কম্বলের ভেতর বরফ ভরা আছে। যদিও কম্বল বিতরণের মধ্যে কোনও ভুল দেখছেন তৃণমূল বিধায়ক। তিনি বলেন, একটা ছোট বিষয় নিয়ে কেন এত বিতর্ক হচ্ছে বুঝতে পারছি না। এটা অন্যভাবে বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন রয়েছে। শুধু কম্বলের কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু সেখানে যে বাচ্চাদের জামাপ্যান্ট, বড়দের লুঙ্গি বিতরণ করা হল সেই নিয়ে কেউ কোনও কথা বলছে না।

অশ্বিনী বৈষ্ণব সকাশে ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত, রেল পরিষেবার সমস্যাবলি সমাধানের আশ্বাস

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিল ঃ ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাবলি সমাধানের দাবি নিয়ে আজ বুধবার রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা করেছেন। মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরীর মুখে উদ্ধৃত সমস্যাবলি শুনে সেগুলি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। এই প্রসঙ্গে এখানে ত্রিপুরার পরিবহণ মন্ত্রী চৌধুরী বলেছেন, আজ নয়াদিল্লিতে তিনি রেল, যোগাযোগ, ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্য প্রযুক্তি দফতরের মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের সাথে দেখা করে তাঁকে বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। পরিবহণ মন্ত্রী চৌধুরী আরও জানান, রেলমন্ত্রীর সঙ্গে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি ত্রিপুরার রেল যোগাযোগ ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ও সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করে তাঁর হস্তক্ষেপ চেয়েছেন। সুশান্ত চৌধুরীর উত্থাপিত বিষয়গুলি মনোযোগ সহকারে এবং অত্যন্ত ধৈর্য্যের সাথে শুনেছেন রেলমন্ত্রী। তিনি যে সব দাবি তুলেছিলেন সেই সবের যৌক্তিকতার সাথে ঐকমত্য প্রকাশ করেছেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী। এর পর দাবিগুলির গুরুত্ব উপলব্ধি করে রেলমন্ত্রী শীঘ্রই যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন, জানিয়েছেন রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী। প্রসঙ্গত, গতকাল মঙ্গলবার মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় খাদ্য, উপভোক্তা বিষয়ক, শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের মন্ত্রী পীযূষ গোয়েলের সঙ্গে দেখা করে ত্রিপুরার খাদ্য ও উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন।

রাস্তা আটকে নয় কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান, যোগী সরকারের নির্দেশ জারি

লখনউ, ১৯ এপ্রিল ঃ সড়ক আটকে কিংবা যানবাহন চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান করা যাবে না উত্তরপ্রদেশে। বুধবার এই নির্দেশিকা জারি করল যোগী আদিত্যনাথের সরকার। পাশাপাশি ঈদ এবং অক্ষয় তৃতীয়ার আগে যোগী সরকারের সিদ্ধান্ত, অশান্তি এড়াতে ধর্মীয় স্থান এবং সংবেদনশীল এলাকাগুলিতে অতিরিক্ত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হবে। বুধবার উত্তরপ্রদেশের স্বরাষ্ট্রসচিব সঞ্জয় প্রসাদ এবং পুলিশের ডিজি আরকে বিশ্বকর্মা ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে জেলা স্তরের পুলিশ এবং প্রশাসনিক আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন। তার পরেই এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। সঞ্জয় বলেন, ''কোনও অবস্থাতেই রাস্তা আটকে বা যান চলাচলে বাধা সৃষ্টি করে কোনও ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং শোভাযাত্রা করা যাবে না। উপাসনাস্থল বা নির্ধারিত জায়গাতেই অনুষ্ঠান সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।''

ট্রেনে কাটা পড়ে যুবকের মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৯ এপ্রিল ঃ পূর্ব রেলের আসানসোল ডিভিশনের নিমচা ও রানিগঞ্জ স্টেশনের মাঝে রেললাইন পার করতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যু হল এক যুবকের। বুধবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে। জানা গেছে, অজ্ঞাতপরিচয় মৃত যুবকের বয়স আনুমানিক ৩০ বছর। খবর পেয়ে আসানসোল রেল পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায়। রেল পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকালে ওই যুবক নিমচা ও রানিগঞ্জ স্টেশনের মাঝে রেললাইন পার করছিল। সেই সময় ট্রেনে কাটা পড়ে ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু হয়।

Sanbandha Gram Panchayat
Shyamdaspur, Bankura
Memo No.-117/SGP/2023 dt-15.04.2023,
E-NIT No. 01/E/SGP/2023-24
Memo No.118/SGP/2023 dt-19.04.2023
E-NIT No.-02/E/SGP/2023-24
All details of schemes, scheduled dates and terms and condition can be obtained from www.wbtenders.gov.in and Sanbandha Gram Panchayat office notice board.
Sd/- Pradhan
Sanbandha Gram Panchayat

অবৈধ দেশীয় মদসহ আটক ১

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ১৯ এপ্রিল ঃ গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে শিলিগুড়ির মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত ভাঙ্গাপুল এলাকাতে মাটিগাড়া থানার পুলিশ অভিযান

চালিয়ে অবৈধ দেশি মদ সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করলো। ধৃত ব্যক্তির নাম হাদীস আলী, বয়স ৪৪। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে জুতো ওই ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরে ওই এলাকায় অবৈধভাবে দেশী মদের রমরমা কারবার চালাচ্ছিল । সেই খবর পুলিশের কাছে আসা মাত্রই গতকাল বিকেলে পুলিশ ওই এলাকায় অভিযান চালালে হাতেনাতে ওই ব্যক্তিকে দেশি মদ সহ গ্রেফতার করে। বুধবার ধৃত ব্যক্তিংকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়। সমস্ত ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে মাটিগাড়া থানার পুলিশ।

গাড়ি ও বাইকের সংঘর্ষে মৃত ১

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ১৯ এপ্রিল ঃ আসানসোলের কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির ২ নম্বর জাতীয় সড়কে কদভিটা মোড়ে চারচাকা গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক বাইকচালকের। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে । মৃতের নাম নাম জয়রাম পান্ডে (৬১)। আসানসোলের কুলটি থানার দামাগড়িয়া কোলিয়ারির বাসিন্দা ছিলেন তিনি। এদিন আসানসোলের জেলা হাসপাতালে মৃতদেহর ময়নাতদন্ত হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন ঝাড়খন্ড থেকে একটি চারচাকা গাড়ি কলকাতার দিকে যাচ্ছিল। সেইসময় কুলটি থানার চৌরঙ্গি ফাঁড়ির কদুভিটা মোড়ের কাছে জয়রাম পান্ডে বাইক নিয়ে একটি ট্রাককে ওভারটেক করে গাড়ির সামনে চলে আসেন। গা।রি চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাইকটিকে সজোরে ধাক্কা মেরে ডিভাইডার ক্রস করে উলটোদিকের রোডে উঠে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে চৌরঙ্গি ফাঁড়ির পুলিশ পৌঁছায়। গুরুতর আহত অবস্থায় ওই বাইকচালককে উদ্ধার করে আসানসোল জেলা হাসপাতালে পাঠায় পুলিশ। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

e-TENDER NOTICE
NIT_Memo No: 147(16)/JJ-IGP/2023 Date: 18/04/2023 NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN JABARRAH JHAPRA 1 GRAM PANCHAYAT/(PBG)/NIT(e)-01/2023-24 NIT_Memo No: 148(16)/JJ-IGP/2023 Date: 18/04/2023 NIeT No. WB/PUR/PARA/PRADHAN JABARRAH JHAPRA 1 GRAM PANCHAYAT/15 th FC/NIT(e)-02/2023-24 Encrypted electronic bids are hereby invited by the Pradhan, Jabarrah-Jhapra 1 No GP under Purulia-ll Panchayat Samity through a single stage two part e-procurement system (Part I Techno commercial Bid, Part ll: Financial Bid) using website https:wbtenders.gov.in/. 1. Date and Time of Download/ Sale: from 20/04/2023 6 PM to 27/04/2023 2 PM. 2. Date and time of Bid Submission: from 20/04/2023 4 PM to 27/04/2023 2 PM. 3. Date and time of Bid Opening: 29/04/2023 at 2.30 PM. The list of schemes & other details will be available in the office notice board of the undersigned as well as above mentioned website.
Sd/- Pradhan
Jabarrah-Jhapra-1 No. Gram Panchayat
Para Panchayat Samity
Vill+PO-Jhapra, Dist-Purulia

RADHANAGAR GRAM PANCHAYAT
Under JANGIPARA Block
P.O.: JAGALGORI, Dist.-HOOGHLY
(1) Notice Inviting Tender No. 119/15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_515683, Date: 19.04.2023 (2) Notice Inviting Tender No. 120/ 15 th FC/2023, Tender ID: 2023_ZPHD_515659, Date: 19.04.2023 The Pradhan, Radhanagar Gram Panchayat invites e-Tender on behalf of Radhanagar Gram Panchayat for total 2(Two) Nos. different works. Fund: 15 th FC. Time of completion: 45 Days. Date of Start of downloading the documents from 19.04.2023 at 6.05 PM upto 26.04.2023 at 1.00 P.M. Date of closing of submission of Technical Bid & Financial Bid on 26.04.2023 at 3.00 P.M. Date of Opening of Technical Bid (Online) on 28.04.2023 at 3.00 P.M. For more details please visit website https://www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Radhanagar Gram Panchayat
Under Jangipara Block

Office of The NAITY GRAM PANCHAYAT
Chanditala Block-II, Dist-Hooghly
Notice Inviting Tender no: NIT No: 85/NGP/2023, 23/NGP/2023 & 86/ NGP/2023, dated: 19/04/2023 for Execution work is being invited by the PRODHAN, Naity Gram Panchayat. Date of time of application: 20/ 04/2023. Last date of submission of Tender: 29/04/2023 at 1:00 PM. Date of Opening of Tender: 02/05/2023 at 1.00 PM. Details of Opening of Tender: 02/05/2023 at 1.00 PM.
Sd/- Prodhan
Naity Gram Panchayat

TENDER NOTICE
The Secretary, Debuttor Trust Board, Cooch Behar invites etender for the work "CONSTRUCTION OF BOUNDARY WALL AT GUNJABARI TEMPLE UNDER DTB, COOCH BEHAR" Estimated Cost – Rs. 1,49,946.47. Bid submission closing date (online)-27-04-2023, Tender Id No. 2023_DMCB_515801_1. Details information will be available from the website http://wbtenders.gov.in
Sd/- Secretary
Debuttor Trust Board,
Cooch Behar

Office of the ONDA 1 GRAM PANCHAYAT, ONDA, BANKURA
Tender is invited by the undersigned for the following works under NIT & NIeTs given below.

NIT No.	Nature of Work	Date of publish	No. of works	Last Date of Submission of BID	Date of opening
NIeT-03/CFC-BG/2023-24	Construction of Community Hall	19-04-2023	1	25-04-2023 up to 5 P.M.	28-04-2023
NIT-04/CFC-BG/2023-24	Construction of Rest Shed at Health Sub Centre	19-04-2023	1	27-04-2023 up to 5 P.M.	28-04-2023

For details please visit website wbtenders.gov.in or office of the undersigned.
Sd/- Pradhan
Onda 1 G.P

NIT No: MGP/86/E-Tender/NIT23-24 dated 18-04-2023
E-Tender ID:- 2023_ZPHD_514854_1 for Model water supply by solar plant at Mondal Bazar, Mouza- Baliara, JL-17, Sansad-XIV, Dated: 18/04/2023. ID:- 2023_ZPHD_514854_2 for Construction of solar power portion & structure for 2 HP of grid solar water pumping system at Mondal Bazar, Mouza-Baliara, JL- 17, Sansad-XIV, Dated: 18/04/2023, ID: 2023_ZPHD_514854_3 for Model water supply by solar plant at 1 st Khanda Gheri Pukur, Mouza-Moushuni, JL-06, Sansad-I, ID:- 2023_ZPHD_514854_4 for Construction of solar power portion & structure for 2 HP of grid solar water pumping system at 1 st Khanda Gheri Pukur, Mouza-Moushuni, JL-06, Sansad-I, Last date of online bid submission is 26/04/2023. Details on www.wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Moushuni Gram Panchayat

Debipur Gram Panchayat
PO: Manasri, Dist: Howrah, Pin: 711412
E-Tender No.:- NIT(e)/DGP-06/15CFC(UNTIED)/2022-23
E-Tender is invited by the Prodhan, Debipur Gram Panchayat for 2 (Two) Nos. Similar works. Period of completion: 60 Days. Bid Document downloading (online) starting from 20-04-2023 at 2:00 pm up to 26-04-2023 2.00 pm. Last date of submission of Bid (online) 26.04.23 at 2.00 pm. Bid Opening date on 28.04.23 on 11:30 pm. For details please visit website https://wbtenders.gov.in
Sd/- Pradhan
Debipur Gram Panchayat

OFFICE OF THE GB SONATALA GRAM PANCHAYAT
Udaynarayanpur, Howrah
E-Tender Notice No.-NIT(e)/GBSGP-13/15 th CFC(TIED)/2022-23
E-Tender are hereby invited by the Prodhan, GB Sonatala Gram Panchayat for the work of (1) Const. of Culvert at Uttar Chanchak, Sukumar Patra Pond, (2) Sinking of Sub Marshal for Drinking Water at Karati Para Football Ground, (3) Construction of Samsan Chulli at Dakshin Chandchak. Period of Completion: 60 days. Document downloading (online) starts from 20.04.2023 at 2:00 pm up to 26.04.2023 2:00pm. Bid submission (online) from 20.04.2023 2:00 pm. Up to 26.04.2023 at 2.30 pm. Bid opening date (online) on 28.04.23 at 11.30 am. For details please visit website www.wbtenders.gov.in
Sd/- Prodhan
Garh Bhawanipur Sonatala Gram Panchayat

Makardah-II Gram Panchyat
Vill-Jotgir, P.O.Lakshmanpur, Dist.Howrah, Pin-711114
Memo No. 868/NIT/15th/Mak-II/22-23
Notice Inviting Tender
Tender is invited by the Pradhan, Makardah-II Gram Panchyat from bonafied, experienced and resourceful bidders for similar nature of works. Last date of submission of Tender paper up to 22.04.2023. Technical Bid Opening Date 24.04.2023. For details please visit website https://wbtender.gov.in
Sd/- Pradhan
Makardah-II Gram Panchyat

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC invites quotation online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/DCE(PS)/SUM_SEEDS/22-23R (2nd Call)
Name of the work: **Procurement of seeds and seedlings of summer verities for growing summer annual flowering plants for the year 2023 different nurseries under P&S Department.** Estimated cost: **Quotation invited.** Earnest money: **₹ 5,200.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **29.04.2023 - 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **20.04.2023 (10 a.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
The Director General (Bustee), KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EEC/BS/23-24/20 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation work of public toilet at 110 Southern Avenue in Ward No.-90, Borough-VIII (K.M.C.) under ODF + Scheme.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 4,48,296.00.** Earnest money: **₹ 9,000.00.** Period of completion: **180 days.**
(2) NIT No. : KMC/EEC/BS/23-24/21 (1st Call)
Name of the work: **Repairing and renovation work of public toilet at B.T. Road near Boroline Tower opposite to 23/1G B.T. Road in Ward No.-004, Borough-I (K.M.C.) under ODF + Scheme.** Estimated amount (including GST & LWC): **₹ 4,87,294.00.** Earnest money: **₹ 9,800.00.** Period of completion: **180 days.** Last date and time of submission of bid: **10.05.2023 upto 11 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Bid opening date and time for technical proposals: **12.05.2023 at 11.00 a.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The bid forms and other details are available on and from **20.04.2023 (5 p.m.)** from the websites **https://wbtenders.gov.in & https://www.kmcgov.in (For Sl. No. 1 & 2).**
The Executive Engineer (TPS)/Water Supply, KMC invites tender online in two-bid system for the following work:
NIT No. : KMC/WS/TPS/01/2023-2024
Name of the work: **Restricting ambient temperature rise of server room of CCTV at TPS.** Estimated amount: **₹ 2,83,150.87.** Earnest money: **₹ 6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **10.05.2023 up to 2 p.m.** For detailed information please visit website **http://wbtenders.gov.in**
The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/IX/078/002/2023-2024 (1st Call)
Name of the work: **Repairing of paver block footpath along Ekbalpore Road from crossing of D.H. Road to crossing of M.M. Ali Road (both flank) in Ward No.-78.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 3,81,609.24.** Earnest money: **₹ 7,700.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **02.05.2023 - 11 a.m.** Tender will be opened on: **04.05.2023 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **19.04.2023 (5 p.m.).**
(2) NIT No. : KMC/EEIX/074/078/2022-2023/BUSTEE (2nd Call)
Name of the work: **Improvement of Kalabagan Bustee and ancillary works in Ward No.-74.** Estimated amount (including GST & CESS): **₹ 4,99,960.11.** Earnest money: **₹ 10,000.00.** Period of completion: **60 days.** Last date and time of submission of bid: **04.05.2023 - 11 a.m.** Tender will be opened on: **06.05.2023 - 11 a.m.** The bid forms and other details are available on and from **24.04.2023 (5 p.m.).** The website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 & 2).**
The Executive Engineer (Civil), BR-VII, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EEC/VII/63/1/23-24/D
Name of the work: **Restoration of footpath and other ancillary works disturbed by Jio Digital Pvt. Ltd. at Lord Sinha Road & Shakespeare Sarani (Portion) in Ward No.-63.** Estimated cost (including GST & CESS): **₹ 2,01,452.19.** Earnest money: **₹ 4,050.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **01.05.2023 up to 12 noon.** Tender will be opened on: **03.05.2023 at 12 noon.** The bid forms and other details are available on and from **20.04.2023 at 6.55 p.m)** from the website **https://etender.wb.nic.in**
C-ICMP (Supply Department), KMC invites tender online in two bid systems for the following works:
(1) E-NIT No. : KMC/C-ICMP(S)/03/A389/2023-2024
Name of the work: **Tender for 2 Nos. of Bio-toilet at 5, Tollygunge Circular Road and Chetla Road in Ward No.-81 under Borough-X.** Estimated cost: **₹ 3,55,274.00.** Earnest money: **₹ 7,200.00.**
(2) E-NIT No. : KMC/C-ICMP(S)/07/A391/2023-2024
Name of the work: **Tender for a set of Water Jet Pressure Machine for multipurpose use in Ward No.-83 under Borough-VIII.** Estimated cost: **₹ 1,26,829.00.** Earnest money: **₹ 2,600.00.** Last date and time of submission of bid: **06.05.2023 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** The tender will be opened on: **08.05.2023 at 2 p.m. (For Sl. No. 1 & 2).** Tender documents will be available on and from **25.04.2023 from 2.30 p.m.** from the website **https://wbtenders.gov.in (For Sl. No. 1 & 2).**
CORRIGENDUM
NIT No. - KMC/ASPH/GG/ASP-67/22-23 published in this Newspaper on 01.04.2023 (Key No. 1229/22-23) of **Asphaltum Department (GG)** (Sl. No. 2). Last date of bid submission will be read as **24.04.2023 at 5 p.m.** instead of 12.04.2023 at 5 p.m. (63/23-24)

লোবেরার আশা শেষ? বিকল্প ভাবনা ইস্টবেঙ্গলের!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ১৯ এপ্রিলঃ সুপার কাপ শেষ। ইস্টবেঙ্গলে নতুন কোচের নাম ঘোষণা কবে? এই প্রশ্নের উত্তরের খোঁজে লাল-হলুদ সমর্থকরা। গত মাসেই ইস্টবেঙ্গলের তরফ থেকে আশ্বাস দেওয়া হয়, পনেরো দিনের মধ্যেই নতুন কোচের নাম ঘোষণা হবে। অথচ ১৫ এপ্রিল পেরিয়ে গেলেও এখনও নতুন কোচের নাম ঘোষণা করতে পারল না ইস্টবেঙ্গল। স্টিফেন কনস্ট্যান্টাইন যে আর থাকছেন না, তা আগেই স্পষ্ট করে দিয়েছে ইমামি ইস্টবেঙ্গল। বাইপাসের ধারে বিনিয়োগকারী সংস্থার অফিসে বোর্ড মিটিংয়ের পরই সে কথা জানিয়েছিলেন কর্তারা। কনস্ট্যান্টাইনে বিরক্ত কর্তারা সুপার কাপের আগেই নতুন কোচের সন্ধানে নেমে পড়েছিলেন। ক্লাবের প্রথম পছন্দ সের্গিও লোবেরা। এই মুহূর্তে চিনের ক্লাব সিচুয়ান জিউনিউতে কোচিং করাচ্ছেন স্প্যানিশ কোচ। আইএসএলে বেশ ভালো সাফল্য রয়েছে লোবেরার। এফসি গোয়াকে সাফল্য দেওয়ার পাশাপাশি মুম্বই সিটি এফসিকে আইএসএল ট্রফি আর শিল্ড দুটোই জিতিয়েছেন। লোবেরাকে কোচ করতে অনেক আগেই আসরে নামে ইস্টবেঙ্গল। এখন পরিস্থিতি ঠিক কি? আদৌ কি লোবেরাকে দেখা যাবে ইস্টবেঙ্গলে? লাল-হলুদের সঙ্গে বৈঠকের পরই ইস্টবেঙ্গলে কোচিং করানোর ব্যাপারে মৌখিক সম্মতি দিয়েছিলেন সের্গিও লোবেরা। ইস্টবেঙ্গলও সেই মতো চুক্তির কাগজপত্র পাঠিয়ে দেন স্প্যানিশ কোচের কাছে। সিটি গ্রুপের কাছে লোবেরা ছাড়পত্রের আবেদনও জানান। তবে স্প্যানিশ কোচকে ছাড়তে নারাজ সিটি গ্রুপ। চিনে টানা কোয়ারান্টিনের মধ্যে থেকে হাঁপিয়ে উঠেছেন লোবেরা। তিনি নিজেও চাইছেন ভারতে আসতে। তাই লোবেরার জন্য অপেক্ষাও করে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল। স্প্যানিশ কোচকে হাতছাড়া করতে নারাজ সিটি গ্রুপ। বিকল্প ভাবনা হিসেবে লোবেরাকে অন্য কোনও দেশে নিজেদেরই গ্রুপের দলে পাঠাতে চাইছে সিটি গ্রুপ। ফলে, ইস্টবেঙ্গল বিশাল দর দিয়ে লোবেরাকে নিতে চাইলেও এখন তাকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই। প্রত্যেক বছরই দেরিতে দলগঠন করে ডুবতে হয়েছে ইস্টবেঙ্গলকে। তাই এখনই নতুন কোচ ফাইনাল করে ফেলতে চাইছে লাল-হলুদ। সেই মতো দলগঠন প্রক্রিয়াও দ্রুত সেরে ফেলতে চান কর্তারা। লোবেরার ইস্টবেঙ্গল চ্যাপ্টার এখন অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিকল্প হিসেবে কার্লোস কুয়াদ্রাতের নাম রয়েছে কর্তাদের কাছে। এছাড়া অ্যান্তোনিও লোপেজ হাবাসও এখন ফাঁকা রয়েছেন। বিনিয়োগকারী সংস্থার কর্তারা আগেই জানিয়েছিলেন, আইএসএলে সফল কোচকেই তাঁরা ইস্টবেঙ্গলে আনতে চান। চলতি সপ্তাহেই হয়তো বিষয়টা কিছু হলেও পরিস্কার হতে পারে। লোবেরার জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা না করে, বিকল্প রাস্তায় হাঁটার ভাবনা এখন ইস্টবেঙ্গলের।

প্রথম বার দেশের মাটিতে এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি

চেন্নাই, ১৯ এপ্রিলঃ প্রথম বার ভারতে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। এ বছরই দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হবে এই টুর্নামেন্ট। ১৬ বছর পর চেন্নাইয়ে দেখা যাবে আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচ। ২০০৭ সালে শেষ বার এশিয়া কাপের ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয় চেন্নাইয়ে। মেয়র রাধাকৃষ্ণন স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে কোরিয়াকে ৭-২ গোলে হারিয়ে ফাইনালে উঠেছিল ভারত। এ বছর ৩ আগস্ট থেকে শুরু হবে এশিয়ান হকি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। চলবে ১২ আগস্ট পর্যন্ত। ২০১১ সালে প্রথম বার এই টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হয়। এরপরই সেপ্টেম্বরে চিনের হাংঝৌতে অনুষ্ঠিত হবে হকি এশিয়ান গেমস। তিন বারের চ্যাম্পিয়ন পাকিস্তান আর চিন খেলবে কিনা তা নিয়ে এখনও সংশয় রয়েছে। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী উদয়নিধি স্ট্যালিন বলেন, ''আন্তর্জাতিক পর্যায়ের এমন টুর্নামেন্ট আয়োজনের ফলে দক্ষিণের শহরগুলোতে অনেক উন্নতি হবে। বিশেষ করে এখানকার খেলাধূলায় আরও উৎসাহ বাড়বে। এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির মতো টুর্নামেন্ট আয়োজন নিঃসন্দেহে গর্বের ব্যাপার। অতীতে দক্ষিণ ভারতের হকি আঁতুরঘর ছিল চেন্নাই। অনেক ঘরোয়া এবং আন্তর্জাতিক টুর্নামেন্ট- এর আগে এখানে হয়েছে। আমি বিশ্বাস করি, এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আয়োজনের ফলে আমাদের খেলাধূলার আরও উন্নতি হবে। এমনকি আগামী প্রজন্মও হকিকে কেরিয়ার হিসেবে বেছে নেওয়ার জন্য আগ্রহ দেখাবে।'' উদ্যোক্তারা জানান, পাকিস্তান আর চিনকে টুর্নামেন্টে দেখা যাবে কিনা তা ২৫ এপ্রিলের মধ্যেই পরিস্কার হয়ে যাবে। পাকিস্তান অংশ নিলে নিরাপত্তার বিষয়টি আরও জোরদার করা হবে। গত বারের চ্যাম্পিয়ন দঃ কোরিয়া, মালয়েশিয়া আর জাপান অংশ নেবে টুর্নামেন্টে। তিন বার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতেছে ভারত। ২০১১ সালে প্রথম সংস্করণেই চ্যাম্পিয়ন হয় ভারতীয় হকি দল। ২০১৬ সালে দ্বিতীয় বার চ্যাম্পিয়ন হয়। ২০১৮ সালে পাকিস্তানের সঙ্গে যুগ্মচ্যাম্পিয়ন হয় ভারত। হকি সচিব ভোলানাথ সিং বলেন, ''গত কয়েক বছরে ওড়িশায় আন্তর্জাতিক ম্যাচ অনুষ্ঠিত হয়েছে। আমরা চাইছি, হকিকে অন্য রাজ্যেও ছড়িয়ে দিতে। হকিতে তামিলনাড়ুর একটা গৌরব অধ্যায় রয়েছে। আশা রাখি, টুর্নামেন্টটা সফল ভাবে শেষ করব।''

বেবি বাম্পে চুমু, ব্রুনার সন্তানের বাবা হতে চলেছেন নেইমার

রিও ডি জেনেইরো, ১৯ এপ্রিলঃ কবে মাঠে ফিরবেন, তার নিশ্চয়তা নেই। নেইমার এখন হাঁটুর চোট ও অস্ত্রোপচারের কারণে মাঠের বাইরে। ফুটবল কেরিয়ার নিয়ে ভক্তজনকে সুখবর শোনাতে পারছেন না। কিন্তু নেইমারের ব্যক্তিগত জীবনের মন ভালো খবর এল প্রকাশ্যে। বাবা হতে চলেছেন ব্রাজিলিয়ান ফুটবল তারকা। একগুচ্ছ ছবি শেয়ার করে এই সুখবর দিয়েছেন নেইমারের প্রেমিকা ব্রুনা বিয়ানকার্দি। সেই ইনস্টা পোস্টে ট্যাগ করেছেন নেইমারকে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে ব্রুনার বেবি বাম্পে চুমু খাচ্ছেন নেইমার। ব্রুনার প্রথম প্রেগনেন্সি হলেও নেইমার আগেই বাবা হওয়ার স্বাদ পেয়েছেন। ১১ বছরের পুত্র সন্তান রয়েছে তাঁর। এ বার দ্বিতীয় বার বাবা হতে চলেছেন তিনি। আগত সন্তান ছেলে নাকি মেয়ে তা জানাননি ব্রুনা। ২৮ বছরের ব্রুনা একজন ব্রাজিলিয়ান মার্কেটিং ম্যানেজার এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সার। ২০২১ সাল থেকে নেইমারের সঙ্গে সম্পর্কে রয়েছেন ব্রুনা। গতবছর আগস্ট মাসে দু'জনের মধ্যে ছাড়াছাড়ি হয়ে গিয়েছিল। এরপর ফের সম্পর্ক জোড়া লাগে। ব্রুনার সঙ্গে এনগেজমেন্টের ঘোষণা করলেও পরে এই বিষয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে কিছু জানাননি নেইমার। মনে করা হচ্ছে, দু'জনের মধ্যে বাগদান হয়ে গিয়েছে। ব্রুনার বাঁ হাতের অনামিকায় জ্বলজ্বল করছে বড় আংটি। এ বার সন্তানের অভিভাবক হতে চলেছেন ব্রাজিলের এই চর্চিত কাপল। ইনস্টাগ্রামে ব্রুনা যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে, নেইমারের পরনে সাদা টি শার্ট, নীল শর্টস এবং নীল টুপি। পায়ের চোটের জায়গায় ব্যান্ডেজ। ব্রুনার খোলা বেবি বাম্পে চুমু খাওয়ার পোজ দিয়েছেন নেইমার। নেইমারের প্রেমিকা মোট পাঁচ খানা ছবি দিয়ে বিশাল এক পোস্ট করেছেন। যার বাংলা তর্জমা করলে দাঁড়ায়, তোমাকে নিয়ে আমরা স্বপ্ন দেখি, তোমার আগমনের জন্য পরিকল্পনা করি। তুমি এসেছ আমাদের ভালোবাসাকে পূর্ণতা দেওয়ার জন্য। আমাদের দিনগুলিকে আরও আনন্দময় করে তোলার জন্য। তুমি এমন একটা পরিবারে আসতে চলেছ যেখানে তোমার ভাই, দাদু-দিদা, আঙ্কেল, আন্টিরা তোমায় এখন থেকেই খুব ভালোবাসে। খুব তাড়াতাড়ি এসো। আমরা তোমার অপেক্ষায়।

আইপিএলে গড়াপেটা

আরসিবি তারকা পেলেন জুয়াড়ির মোটা টাকার প্রস্তাব

বেঙ্গালুরু, ১৯ এপ্রিলঃ আইপিএলে ফের একবার ম্যাচ গড়াপেটার ছায়া! সবে টুর্নামেন্টের ২৫টি ম্যাচ হয়েছে। তারই মধ্যে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়র লিগে বুকিদের উঁকিঝুঁকি, ম্যাচ ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব! যার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোরের তারকা পেসার মহম্মদ সিরাজ। বিরাট কোহলিদের দলের এই পেসারের কাছে গিয়েছে মোটা টাকার প্রস্তাব। গড়াপেটার প্রস্তাব পেতেই কালবিলম্ব করেননি সিরাজ। ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের অ্যান্টি কোরাপশন ইউনিটের গোচরে এনেছেন বিষয়টি। কোটিপতি লিগে ফের একবার গড়াপেটার গন্ধ পেতেই নড়েচড়ে বসেছে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের দুর্নীতি বিরোধী শাখা। জানা গিয়েছে সিরাজকে ফিক্সিংয়ের প্রস্তাব দেওয়া কোনও বুকি নন। সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুযায়ী, আইপিএলের সময় জুয়া খেলার নেশায় হায়দরাবাদের এক বাস ড্রাইভার সব টাকা খুইয়ে ফেলে। এরপর মহম্মদ সিরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করে সে। সিরাজকে অর্থের লোভ দেখিয়ে সে জানায়, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স ব্যাঙ্গালোর টিমের অন্দরের খবর জানালে মোটা টাকা দেওয়া হবে তাঁকে। সঙ্গে সঙ্গে বিষয়টি বোর্ডকে জানান সিরাজ। বোর্ডে অ্যান্টি কোরাপশন ইউনিট তদন্ত শুরু করে। ওই ড্রাইভারকে নাকি ইতিমধ্যেই পাকড়াও করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। বোর্ডের এক সিনিয়র কর্তা বলেছেন, ''সিরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করা ওই ব্যক্তি কোনও বুকি নয়। হায়দরাবাদের এক ড্রাইভার। ম্যাচের সময় জুয়া খেলে। জুয়ায় টাকা খুইয়ে সিরাজের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিল সে। সিরাজ বোর্ডের কাছে সবটা জানিয়েছে।''

সৌরভের দলে বড়সড় চুরি, গায়েব ওয়ার্নার-মার্শদের লাখো টাকার জিনিস!

নয়াদিল্লি, ১৯ এপ্রিলঃ ২০২৩ আইপিএল দিল্লি ক্যাপিটালস টিমের জন্য দুঃস্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই নয়। লাগাতার পাঁচ ম্যাচে হেরে ধুঁকছে দলটি। ডেভিড ওয়ার্নারের টিমের আত্মবিশ্বাস তলানিতে। দল এখনও পর্যন্ত খাতা খুলতে পারেনি। তারই মধ্যে বড়সড় সমস্যা। দিল্লি ক্যাপিটালস শিবির থেকে ক্রিকেটারদের সরঞ্জাম চুরি গেল। একটি সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ডেভিড ওয়ার্নার, মিচেল মার্শ-সহ আরও বেশ কয়েকজন ক্রিকেটারের ১৬টি ব্যাট, প্যাড, জুতো, থাই প্যাড এবং গ্লাভস চুরি গিয়েছে। ক্রিকেটাররা যে কিট ব্যাগে ব্যাট-প্যাড সহ ক্রিকেটের সরঞ্জাম রাখেন সেখান থেকে সব গায়েব! চুরি যাওয়া জিনিসপত্রের মূল্য ভারতীয় মুদ্রায় ১৬ লাখ টাকা! আরসিবির বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে বেঙ্গালুরু থেকে দিল্লি ফেরার পর ক্রিকেটারা চুরির বিষয়ে জানতে পারেন। ব্যাগপত্র রুমে পৌঁছনোর পর ওয়ার্নার, মার্শরা টের পান যে কিট ব্যাগে থাকা ব্যাট, প্যাড চুরি গিয়েছে। সংবাদমাধ্যমের ওই রিপোর্ট অনুযায়ী, চুরি যাওয়া ব্যাটগুলির মধ্যে তিনটি ডেভিড ওয়ার্নারের, তিনটি ফিল সল্টের, দুটি মিচেল মার্শের এবং পাঁচটি যশ ধুলের। এছাড়া অন্যান্য খেলোয়াড়দের গ্লাভস, জুতো-সহ অন্যান্য সরঞ্জাম চুরি গিয়েছে। বিদেশি ক্রিকেটারদের খোয়া যাওয়া একেকটি ব্যাটের মূল্য লাখ টাকার মতো। এই চুরির ঘটনায় বিপর্যস্ত দিল্লি ক্যাপিটালস শিবির। যদিও মঙ্গলবার দলের সদস্যরা অনুশীলনে নেমেছিলেন। জানা গিয়েছে, ক্রিকেটাররা এই ঘটনার পর ব্যাট তৈরি সংস্থার সঙ্গে কথা বলেছেন। আগামীকাল ঘরের মাঠে কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিরুদ্ধে খেলবে দিল্লি ক্যাপিটালস। ম্যাচের আগে সংস্থার তরফে কিছু ব্যাট পাঠিয়ে দেওয়ার অনুরোধ করেছেন ওয়ার্নাররা। দিল্লি ক্যাপিটালস কর্তৃপক্ষের তরফে ঘটনার অভিযোগ জানানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। সূত্রের খবর, সবারই কিছু না কিছু জিনিস চুরি গিয়েছে এটা জেনে ক্রিকেটাররা চমকে গিয়েছিলেন। কারণ এর আগে কোনওদিন এমন ঘটনা ঘটেনি। প্রথমে লজিস্টিকস ডিপার্টমেন্ট, এরপর পুলিশ এবং বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষের নজরে আনা হয় বিষয়টি। তদন্ত শুরু হয়েছে।

নাপোলিকে হতাশায় ডুবিয়ে শেষ চারে মিলান

অনেক চেষ্টার পর ম্যাচ শেষের ৯০ সেকেন্ড বাকি থাকতে গোলের দেখা পেল নাপোলি। নিভু নিভু আশা তাতে জাগল নতুন করে, তবে তা কেবলই ক্ষণিকের জন্য। সেরি আয় শিরোপা জয়ের পথে ছুটে চলা দলটিকে পেছনে ফেলে ঠিকই চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে জায়গা করে নিল এসি মিলান।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

নাপেলি, ১৯ এপ্রিলঃ দিয়েগো আরমান্দো মারাদোনা স্টেডিয়ামে মঙ্গলবার শেষ আটের ফিরতি লেগের ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। প্রথম লেগে ১-০ গোলের জয়ে ২-১ অগ্রগামিতায় শেষ চারে পা রাখল মিলান। নাপোলির প্রবল আক্রমণ সামলে অলিভিয়ে জিরুদের গোলে প্রথমার্ধেই এগিয়ে যায় মিলান। চলতি মরসুমে তারা নাপোলির বিপক্ষে টানা তৃতীয় জয়ের পথে ছিল। শেষ সময়ে ভিক্টর ওসিমহেনের গোলে হার এড়ালেও বিদায় ঘণ্টা বেজে যায় আয়োজকদের। ১৬ বছরের মধ্যে প্রথমবার সেমি-ফাইনালে উঠল মিলানের দলটি। যেকোনো মূল্যে গোল চাই-সেই লক্ষ্যে শুরু থেকে প্রতিপক্ষের ওপর প্রবল চাপ তৈরি করে নাপোলি। করতে থাকে একের পর এক আক্রমণ। প্রথম ২০ মিনিটেই গোলের উদ্দেশ্যে ছয়টি শট নেয় তারা, যদিও কাজে লাগেনি একটিও। উল্টো ২১তম মিনিটে বক্সে রাফায়েল লেয়াওকে নাপোলি ডিফেন্ডার মারিও রুইকে ফাউল করলে পেনাল্টি পায় মিলান। কিন্তু জিরুদের স্পট কিক দারুণ নৈপুণ্যে ঝাঁপিয়ে ঠেকিয়ে দেন গোলরক্ষক আলেক্স মেরেত। ২০১২ সালের পর এই প্রথম স্পট কিকে গোল করতে ব্যর্থ হলেন জিরুদ। সবশেষ ওই বছরের সেপ্টেম্বরে লিগ কাপে আর্সেনালের হয়ে কভেন্ট্রির বিপক্ষে ৬-১ ব্যবধানের জয়ে পেনাল্টি মিস করেছিলেন তিনি। ২৭তম মিনিটে আবারও জিরুদকে হতাশ করেন মেরেত। ডি-বক্সে জটলার মধ্যে একজনকে কাটিয়ে ফরাসি ফরোয়ার্ডের নেওয়া শট কোনোমতে পা দিয়ে ফেরান ইতালিয়ান গোলরক্ষক। লক্ষ্যে তৃতীয় শট নিয়ে আর ব্যর্থ হননি জিরুদ। ৪৩তম মিনিটে গোলটির পেছনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে লেয়াওয়ের। নিজেদের সীমানা থেকে বল পায়ে দ্রুত ছুটে কয়েকজনের চ্যালেঞ্জ সামলে ছয় গজ বক্সে বল বাড়ান পর্তুগিজ ফরোয়ার্ড, বাঁ পায়ের শটে বল জালে পাঠাতে ভুল করেননি জিরুদ। বিরতির পর নাপোলির আক্রমণের ধার কমে আসে। মুহুর্মুহু আক্রশণ শাণালেও প্রতিপক্ষের জমাট রক্ষণে তেমন সুবিধা করতে পারছিল না তারা। ৮০তম মিনিটে মিলানের ডি-বক্সে তাদের ডিফেন্ডার ফিকায়ো তোমোরির হাতে বল লাগলে সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে যায় নাপোলি। কিন্তু জর্জিয়ান ফরোয়ার্ড খাভিচা কাভারাসখেলিয়ার পেনাল্টি শট ঝাঁপিয়ে রুখে দেন গোলরক্ষক মাইক মিয়াঁ। যোগ করা সময়ের তৃতীয় মিনিটে হেডে নাটকীয়তা জাগানো গোলটি করেন নাইজেরিয়ার স্ট্রাইকার ওসিমহেন। শেষ পর্যন্ত যদিও তা কেবল সান্ত্বনাসূচক গোলই হয়ে থাকে। পাঁচ বছর পর ইতালির প্রথম দল হিসেবে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের সেমি-ফাইনালে উঠল প্রতিযোগিতাটির সাতবারের চ্যাম্পিয়নরা। ফাইনালে ওঠার লড়াইয়ে তারা খেলবে বেনফিকা ও ইন্টার মিলানের মধ্যে বিজয়ীর বিপক্ষে।

চেলসিকে ফের হারিয়ে সেমিফাইনালে রিয়াল

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে টিকে থাকতে নিজেদের উজাড় করে দিল চেলসি। কিন্তু এমন চাপ কীভাবে সামাল দিতে হয়, ভালোভাবেই জানা আছে রিয়াল মাদ্রিদের। ইউরোপের সফলতম দলটি আরও একবার দেখাল তাদের সামর্থ্য। দারুণ দক্ষতায় সামাল দিল আয়োজকদের আক্রমণের ঝাপটা। দ্বিতীয়ার্ধে রদ্রিগোর জোড়া গোলে আবারও জিতে সেমি-ফাইনালে জায়গা করে নিল কার্লো আনচেলত্তির দল।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগ

লন্ডন, ১৯ এপ্রিলঃ স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে মঙ্গলবার রাতে ২-০ গোলে জিতেছে রিয়াল। দুই লেগ মিলিয়ে ৪-০ গোলের অগ্রগামিতায় চ্যাম্পিয়ন্স লিগের শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে এগিয়ে গেছে আরেক ধাপ। গ্রাহাম পটারকে বিদায় করার পর টানা চার ম্যাচে হারল চেলসি। তিন দশকের মধ্যে প্রথম এই অভিজ্ঞতা হলো তাদের এর আগে সবশেষ টানা চার ম্যাচে হেরেছিল ১৯৯৩ সালে! ২-০ ব্যবধানে পিছিয়ে থাকা কোনো দলের জন্য ঘরের মাঠে একটাই পথ খোলা থাকে- আক্রমণ। রিয়ালের গতিময় উইঙ্গারদের হুমকি মেনে নিয়েই সেটাকে আপন করে নেয় চেলসি। একাদশ মিনিটে প্রথম ভালো সুযোগে এগিয়েও যেতে পারত তারা। পেনাল্টি স্পটের কাছে বল পেয়েছিলেন অরক্ষিত এনগোলো কঁতে। এত কাছ থেকেও শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি ফরাসি মিডফিল্ডার। পাল্টা আক্রমণে ২০তম মিনিটে এগিয়ে যাচ্ছিল রিয়াল। দানি কারভাহালের কাছ থেকে ডি-বক্সে বল পেয়ে যান রদ্রিগো। অরক্ষিত ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ডের বুলেট গতির শট পোস্টের বাইরের দিকে লেগে বেরিয়ে যায়। চেলসির একের পর এক আক্রমণ ঠাণ্ডা মাথায় সামাল দিতে থাকেন এদের মিলিতাও, কারভাহালরা। প্রতি-আক্রমণে সুযোগ পেলেই তারা ভীতি ছড়াচ্ছিলেন আয়োজকদের রক্ষণে। ৩২তম মিনিটে কারভাহালের কাছ থেকে বল পেয়ে দারুণ শটে কেপা আরিসাবালাগার পরীক্ষা নেন লুকা মদ্রিচ। তবে স্প্যানিশ গোলরক্ষককে পরাস্ত করতে পারেননি তিনি। ১০ মিনিট পর আরেকটি ভালো সুযোগ পায় রিয়াল। মদ্রিচের দুর্দান্ত ক্রসে ছুটে গিয়ে নাগালেই পেয়েছিলেন ভিনিসিউস জুনিয়র, কিন্তু ঠিক মতো শট নিতে পারেননি ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। পরের মিনিটে থিবো কোর্তোয়ার কাছ থেকে নিজেদের ডি-বক্সের কাছাকাছি বল পেয়ে ফেদে ভালভেরদে দ্রুত গতিতে প্রতিপক্ষের বক্সে পৌঁছে যান। উরুগুয়ের এই মিডফিল্ডারের ক্রস দূরের পোস্টে পেয়ে শট লক্ষ্যে রাখতে পারেননি করিম বেনজেমা। ৪৫তম মিনিটে কোর্তোয়ার দুর্দান্ত সেভে বেঁচে যায় রিয়াল। ছোট ডি-বক্সের ভেতর থেকে দূরের পোস্টে মার্ক কোকোরেইয়ার বুলেট গতির শট কোনোমতে ঠেকিয়ে দেন বেলজিয়ান গোলরক্ষক। দুটি দারুণ সুযোগ কাজে লাগাতে না পারার নিদারুণ হতাশায় বিরতিতে যায় চেলসি। ৫৩তম মিনিটে চেলসিকে এগিয়ে নেওয়ার দারুণ সুযোগ পেয়েছিলেন কনর গ্যালাঘার। তবে দারুণ ব্লকে জাল অক্ষত রাখেন মিলিতাও। পাঁচ মিনিট পর প্রতি-আক্রমণে এগিয়ে যায় রিয়াল। ডান দিক দিয়ে দ্রুত এগিয়ে গিয়ে বাইলাইন থেকে কাট ব্যাক করেন রদ্রিগো। দূরের পোস্টে বল পেয়ে নিজে শট না নিয়ে ভিনিসিউস ফের খুঁজে নেন রদ্রিগোকে। ঠাণ্ডা মাথায় জাল খুঁজে নেন তিনি। পিছিয়ে পড়ার পর আক্রমণে গতি বাড়াতে জোয়াও ফেলিক্স, রাহিম স্টার্লিংদের নামান চেলসি কোচ ফ্র্যাঙ্ক ল্যাম্পার্ড। তবে তাতে কোনো কাজ হয়নি। ফাটল ধরানো যায়নি রিয়ালের জমাট রক্ষণে। ৮০তম মিনিটে আরেকটি পাল্টা আক্রমণে ব্যবধান বাড়ায় রিয়াল। ভিনিসিউসের কাছ থেকে বল পেয়ে গতি আর পায়ের কারকুরিতে সবাইকে পেছনে ফেলে এগিয়ে যান ভালভেরদে। গোলরক্ষক আরিসাবালাগাকে এগিয়ে আসতে দেখে শট নেননি উরুগুয়ের এই মিডফিল্ডার। বাইলাইনের কাছ থেকে তার কাট ব্যাকে বল পেয়ে বাকিটা অনায়াসে সারেন রদ্রিগো।

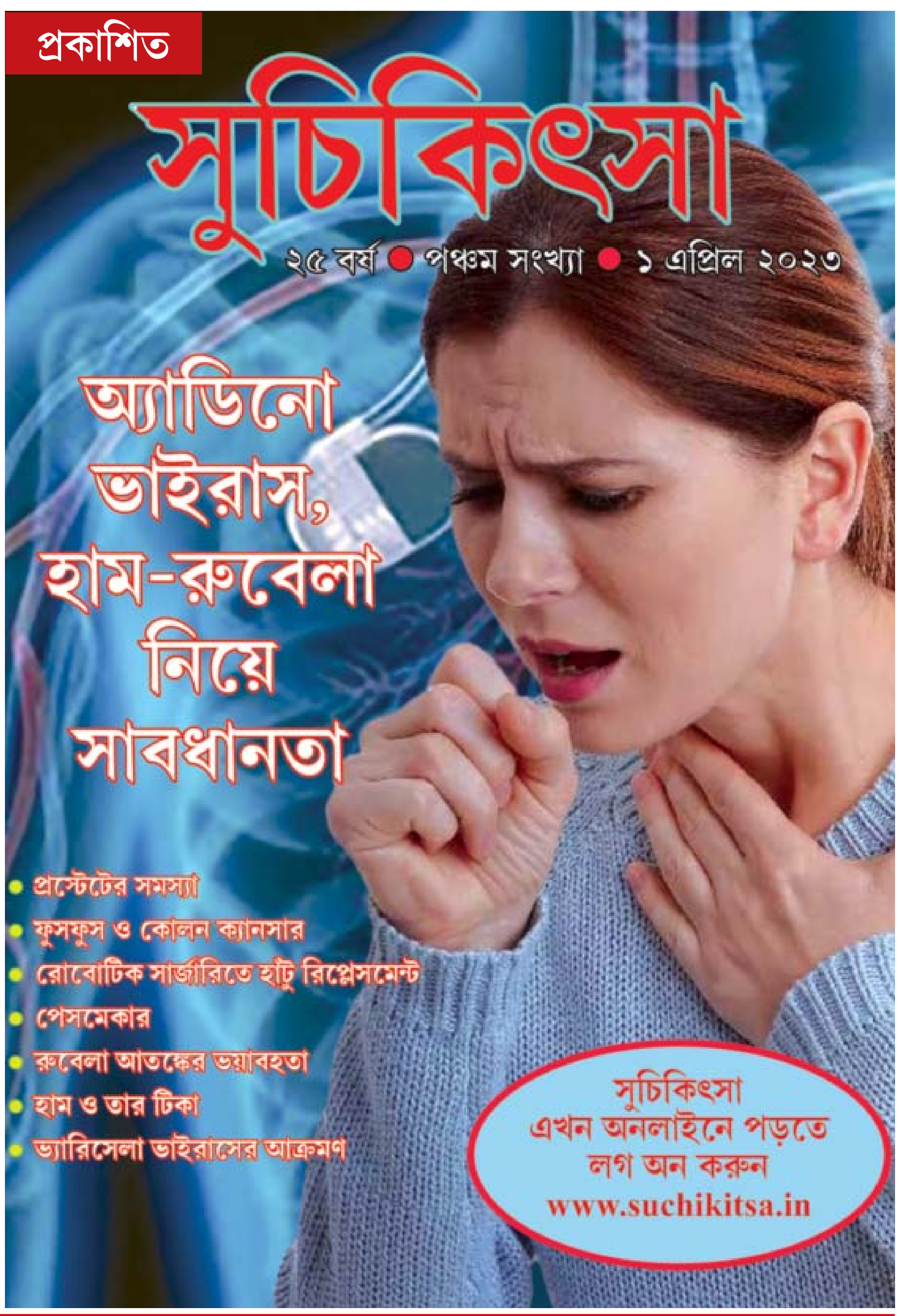

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক এবং সম্পাদক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক ইল্লাস্ট্রেটেড ইন্ডিয়া প্রেস, ৭৪, লেনিন সরনী , কলকাতা ৭০০০১৩ হইতে মুদ্রিত ও ১ বি ব্লাক বার্ণ লেন কলকাতা ৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত
Owner, Printer, Publisher & Editor ALOKE KUMAR NASKAR, 1B, Black Burn Lane Kolkata 700012, and print at Illustrated India press 74, Lenin Sarani Road, Kolkata-700013
Ph- office- 2237-0488. News- 9432327166/033-26445555 dailydurantabarta@gmail.com
newsdailydurantabarta@gmail.com ■ WhatsApp # 8420635501